

মিশকাত শরীফ

॥ ষষ্ঠ খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্যে হারাম-হালাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করতে হবে

হাদীস : ২৬২৮ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর উভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় বা বস্তু রয়েছে। যেগুলো সম্পর্কে অনেকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহের বস্তুকে পরিহার করে চলবে, তার স্বীন এবং মান-সম্মান পাক-সাফ থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহের কাজে লিপ্ত হবে, সে অচিরেই হারামেও লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন- যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার ধারে চরাবে, খুব সম্ভব তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার ভিতরেও মুখ ঢুকিয়ে দেবে।

তোমরা স্মরণ রেখ- প্রত্যেক বাদশাই নিজ পশুপালের চারণভূমি বানিয়ে রাখেন। তদ্রূপ সকল বাদশাহর বাদশাহ আল্লাহ তা'আলার চারণভূমি তাঁর হারাম বস্তুসমূহকে নির্ধারিত করে রেখেছেন।

সাবধান, মানব দেহের ভিতরে একটি মাংস পিণ্ড আছে, যা সঠিক থাকলে সমগ্র দেহই সঠিক থাকবে আর তার বিকৃতি ঘটলে সারা দেহেরই বিকৃতি ঘটবে। সাবধান সে মাংস পিণ্ডটি হল (জ্ঞানের আধার) অন্তঃকরণ।

-(বোখারী ও মুসলিম)

তিনটি উপায়ে উপার্জন ঘণিত

হাদীস : ২৬২৯ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য ঘণিত বস্তু, ব্যভিচারের বিনিময়ও অতি জঘন্য, রক্ত ব্যবসাও জঘন্য। -(মুসলিম)

নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন হালাল

হাদীস : ২৬৩০ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মা'দীকারার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও জন্য নিজের হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতের উপার্জন খেতেন।

-(বোখারী)

পাক-পবিত্র বস্তু আল্লাহর পছন্দ

হাদীস : ২৬৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পাক পবিত্র, তিনি একমাত্র পাক-পবিত্র বস্তুকেই কবুল করেন। আল্লাহ মু'দিনদেরও সে আদেশই করেছেন। রাসূলকেও সেই আদেশ করেছেন। যথা- রাসূলদের লক্ষ্য করে বলেছেন- হে রাসূলগণ! আপনারা পাক-পবিত্র হালাল খাদ্য খাবেন এবং নেক আমল করতে থাকবেন।

ঈমানদারকে লক্ষ্য করেও তদ্রূপ বলেছেন। হে ঈমানদারগণ! আমাদের দেয়া পাক-পবিত্র হালাল রিযিক হতে খাও।

অতপর রাসূল (স) উল্লেখ করলেন- এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তের সফর করছে। মুসাফিরের দো'আ সাধারণত বেশি কবুল হয় এবং তার মাথার চুল এলোমেলো শরীর ধুলায় ধূসরিত। এমনতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হস্ত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছেন। কিন্তু খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারামই সে খেয়ে থাকে। এই ব্যক্তির দোয়া কিরূপে গৃহীত হতে পারে? -(মুসলিম)

এমন এক যুগ আসবে যখন মাল হারাম হবে

হাদীস : ২৬৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যে, কেউ পরওয়া করবে না- কি উপায়ে মাল লাভ করল, হারাম উপায়ে না হালাল উপায়ে। -(বোখারী)

হারাম সম্পদ দান করা যায় না

হাদীস : ২৬৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন রাস্তা হারাম উপার্জিত অর্থ দান-খয়রাত করল তা কবুল হবে না এবং তা নিজ কার্যে ব্যয় করলে বরকত লাভ হবে না। আর ঐ ধন তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে তার জন্য দোষের পুঁজি হবে।

আল্লাহ তায়ালা মন্দের দ্বারা মন্দ কাটেন না। অর্থাৎ হারাম মাল দান করায় গোনাহ মাফ করে না। হাঁ, ভাল দ্বারা মন্দ কেটে থাকেন অর্থাৎ হালাল মাল দান করায় গোনাহ মাফ করেন, খারাপ খারাপকে বিদূরিত করতে পারে না।

- হুইফা (৫৫৮)

-(আহমদ ও শরহে সুন্নাহ)

হারাম সম্পদ দিয়ে গঠিত শরীর দোষখে যাবে

হাদীস : ২৬৩৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য দোষখই সমীচীন।

-(আমহদ, দারেমী ও বায়হাকী শো'আবুল ইমান)

তিনটি ব্যবসা করা নিষেধ

হাদীস : ২৬৩৫ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, নিশ্চয়ই কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে, ব্যভিচারের বিনিময় হতে এবং জ্যোতিষীদের ভেট করা হতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুদ গ্রহণ, তিনটি বিক্রয় ও চিত্রকর্ম সম্পর্কে নিষেধ

হাদীস : ২৬৩৬ ॥ হযরত আবু জোহায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন-রক্ত বিক্রয়ের বিনিময় হতে, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে, ব্যভিচার বা যেনার বিনিময় হতে এবং তিনি লানত করেছেন, সুদ গ্রহীতার প্রতি ও সুদ দাতার প্রতি। তিনি আরও লানত করেছেন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে দেহের কোন অংশে নাম বা চিত্র ইত্যাদি উৎকীর্ণ করে এবং যে উৎকীর্ণ করায়। এতদ্বিন্ন ছবি অঙ্কনকারীর প্রতিও লানত করেছেন। -(বোখারী)

কতিপয় ব্যবসা হারাম

হাদীস : ২৬৩৭ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই তিনি শুনেছেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কা অবস্থানকালে বলছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল হারাম করে দিয়েছেন মদ বিক্রি করা, মৃত জীব বিক্রি করা, শূকর বিক্রি করা এবং কোন প্রকার মূর্তি বিক্রি করা। রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মৃত জীবের চর্বি নৌকায় লাগানো হয়। বিভিন্ন চর্ম-বস্ত্রতে লাগানো হয় এবং লোকেরা তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে, তা বিক্রয় সম্পর্কে আপনার কি সিদ্ধান্ত? রাসূল (স) বললেন তাও বিক্রি করা যাবে না, তাও হারাম। সেই সঙ্গে তিনি এও বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের ধ্বংস করুন, তাদের জন্য যখন (হালাল যবাহ কৃত জীবেরও) চর্বি আল্লাহ হারাম করলেন, তখন তারা তাকে গলিয়ে বিক্রি করল এবং তার মূল্য ভোগ করল। -(বোখারী ও মুসলিম)

চর্বির ব্যবহার করা হারাম

হাদীস : ২৬৩৮ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন; চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। অতপর তারা ঐরূপ চর্বি গলিয়ে বিক্রি করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য হারাম

হাদীস : ২৬৩৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে এবং বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য হতে। -(মুসলিম)

সিংগা লাগানোর ব্যবসা হালাল

হাদীস : ২৬৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আবু তায়বা নামক এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর বদন মোবারকে সিংগা লাগালেন। রাসূল (স) পৌনে চার সের খোরমা তাকে দেওয়া জন্য আদেশ করলেন। তার আরও উপকার করলেন যে, মালিক পক্ষকে বলে দিলেন, তার উপর ধার্যকৃত জিজিয়া করের পরিমাণ কম করে দিতে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের উপার্জন পিতা-মাতারই উপার্জন

হাদীস : ২৬৪১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিজ উপার্জনের আহার সর্বোত্তম আহার। অবশ্য তোমাদের সন্তানও নিজ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

মদ বিষয়ে আল্লাহর লানত

হাদীস : ২৬৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা লানত মদের উপর, মদ পানকারীর উপর, যে মদ পান করায় তার উপর, মদ বিক্রেতার উপর, মদ ক্রেতার উপর, মদ প্রস্তুতকারীর উপর, মদের ফরমায়েশ দাতার উপর, মদ বহনকারীর উপর এবং যার প্রতি বহন করা হয় তার উপর। - (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

সিংগা লাগানোর বিনিময় ব্যবহার করা যায় না

হাদীস : ২৬৪৩ ॥ হযরত মোহায়েসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূল (স)-এর কাছে সিংগা লাগানোর কার্যের পারিশ্রমিক ভোগ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূল (স) তাকে নিষেদ করলেন, তিনি বারবার অনুমতি চাইতে লাগলেন। অবশেষে রাসূল (স) বললেন, ঐ আয় তোমার পনি বহনের উট এবং তোমার গোলামের খাদ্যের জন্য ব্যয় কর। - (মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

কুকুর বিক্রি ও গানের উপার্জন অবৈধ

হাদীস : ২৬৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য হতে এবং গানের উপার্জন হতে। - (শরহে সুন্নাহ) - **তীন্দ (৫৬৭)**

মনে যেটা সন্দেহ হয় তা বাদ দেওয়া উচিত

হাদীস : ২৬৪৫ ॥ হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স)-এই বাণীটি আমি ভালভাবে স্মরণ রেখেছি যে, যে কাজে মনে খটকা লাগে, সেই কাজ পরিহার করে খটকাহীন কাজ অবলম্বন কর। সত্য ও শুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্বিধা সৃষ্টি হয় না, মিথ্যা ও অশুদ্ধের ক্ষেত্রেই দ্বিধার সৃষ্টি হয়। - (আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী)

ভাল কাজে অন্তর সঠিক থাকবে

হাদীস : ২৬৪৬ ॥ হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বদ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি এসেছ ভাল ও মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। আমি আরম্ভ করলাম হাঁ, তাই। (রাবী বলেন) তখন রাসূল (স) নিজের হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে তাঁর বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার মনকে জিজ্ঞেস কর, তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস কর। এই কথা তিনবার বলার পর বললেন, ভাল ও নেক কাজে মন স্থির থাকবে, অন্তর শান্ত ও দ্বিধামুক্ত থাকবে। মন্দ ও গোনাহের কাজে মনে খটকা লাগবে, অন্তরে দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হবে। যদিও জনগণ তার পক্ষে মত প্রকাশ করে। - (আহমদ ও দারেমী)

গোনাহের কাজ থেকে এড়িয়ে চলা উচিত

হাদীস : ২৬৪৭ ॥ হযরত আতিয়া সাদী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা মোতাকী-পরহেযগারের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে গোনাহহীন কাজকেও এড়িয়ে চলে। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

মদ বিষয়ে দশজনের প্রতি লানত

হাদীস : ২৬৪৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মদ্য সংশ্লিষ্ট দশজনের প্রতি লানত করেছেনঃ ১. যে মদ তৈরি করে, ২. যে মদ তৈরির ফরমায়েশ দেয়, ৩. যে মদ পান করে, ৪. যে মদ বহন করে, ৫. যার প্রতি মদ বহন করা হয়, ৬. যে মদ পান করায়, ৭. যে মদন বিক্রি করে, ৮. যে উহার মূল্য ভোগ করে, ৯. যে মদ ক্রয় করে, ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

গায়িকা ও গান ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ

হাদীস : ২৬৪৯ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় করো না, উহার মূল্য হারাম। তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। এই শ্রেণীর কার্য যারা করে তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে **ومن الناس من يشتري لهو الحديث** এক শ্রেণীর লোক আছে যারা অহেতুক কথা ক্রয় করে, তাদের জন্য লাঞ্ছনাময় আয়াব রয়েছে। - (আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হালাল রোজগার করা ফরয

হাদীস : ২৬৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অন্যান্য ফরযের ন্যায় হালাল কামাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণও একটি ফরয। - (বায়হাকী শোআবুল ইমান) - **তীন্দ (৫৭০)**

হারাম দ্বারা তৈরি দেহ বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ২৬৫১ ॥ হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে দেহ হারাম দ্বারা প্রতিষ্ঠালিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। - (বায়হাকী শোআবুল ইমান)

হারামের দ্বারা ক্রয়কৃত কাপড় পরিধান থাকলে ইবাদত হবে না

হাদীস : ২৬৫২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দশ মুদায় একটি কাপড় ক্রয় করছে, যার মধ্যে একটি মুদা হারাম ছিল। যতক্ষণ ঐ কাপড়টি তার পরনে থাকবে, ততক্ষণ তার সালাত কবুল হবে না। ইবনে ওমর (রা) এই বিবরণ দানের পর তাঁর দুই কানে আঙুল দিয়ে বললেন, আমার কান দুটি বধির হয়ে যাবে যদি এই বর্ণনা আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনে না থাকি। - (আহমদ, বায়হাকী শোআবুল ইমান) - ২৬৫২ (৫০৭)

কোরআন লিখিত মঞ্জুরী নেওয়া জায়েয

হাদীস : ২৬৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হল কোরআন শরীফ লেখার মঞ্জুরি বা পারিশ্রমিক নেওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই, তারা তো অক্ষর সমূহের নকশা অঙ্কন করে নিজ হাতের উপার্জন খেয়ে থাকে। - (রযীন)

হালাল দ্রব্যের ব্যবসা উত্তম

হাদীস : ২৬৫৪ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, একদা জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলান্নাহ! কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? রাসূল (স) বললেন, হাতের কাজ এবং হালাল ব্যবসার উপার্জন। - (আহমদ)

হালাল পথে সম্পদ অর্জন করতেই হবে

হাদীস : ২৬৫৫ ॥ হযরত আবু বকর ইবনে আবী মারইয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত মেকদাম ইবনে মা'দীকারেব (রা)-এর একটি দাসী ছিল। সে দুধ বিক্রি করত এবং মেকদাম (রা) তার মূল্য গ্রহণ করতেন। তাঁর কেউ বলল, সোবহানাল্লাহ! আপনি দুধ বিক্রি করে পয়সা নিয়ে থাকেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাতে কোন দোষ নেই। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি লোকদের সামনে এমন যুগ আসবে যখন টাকা-পয়সা ব্যতিরেকে কোন উপায় থাকবে না।

- ২৬৫৫ (৫০৮) - (আহমদ)

রোজগারের পথ পরিবর্তন করা উচিত নয়

হাদীস : ২৬৫৬ ॥ হযরত নাফে (রা) বলেন, আমি সিরিয়া এবং মিসরে ব্যবসার মাল চালান দিতাম, এবার আমি ইরাকে মাল চালান দিলাম। অতপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আমি তো সিরিয়ায় মাল চালান দিতাম, এবার ইরাকে মাল চালান দিয়েছি। তিনি বললেন, এইরূপ করবে না, তোমার পুরাতন ব্যবসাস্থলে কি হয়েছে? আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি- তোমাদের কারও রিষিক আল্লাহ তা'আলা এক সূত্রে দিতে থাকলে যতদিন না তা অচল বা অসুবিধাজনক হয়ে যায়, তাকে ত্যাগ করতে নেই। - (আহমদ ও ইবনে মাজাহ) ২৬৫৬ (৫০৯)

জ্যোতিষীদের উপার্জন হারাম

হাদীস : ২৬৫৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রা)-এর একটি গোলাম ছিল, সে তাঁর জন্য রোজগার করত এবং তিনি তার উপার্জন খেতেন। একদা সে কোন বস্তু নিয়ে এলো, আবু বকর (রা) খাইলেন। গোলাম তাঁকে বলল, আপনি জানান- ইহা কীভাবে উপার্জিত? আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীভাবে উপার্জিত? সে বলল, ইসলাম পূর্ব সময়ে আমি এক ব্যক্তির জন্য গণনা করেছিলাম অথচ আমি গণনার কাজও জানতাম না। আমি তার ভান করে ঐ ব্যক্তিকে ঠকিয়েছিলাম মাত্র। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আজ আমার সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে সেই গণনাকার্যের বিনিময়ে ঐ বস্তু দান করেছে। আপনি তাই খেয়েছেন।

এই কথা শোনামাত্র আবু বকর (রা) গলার ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে পেটের সমুদয় বস্তু বমি করে ফেলে দিলেন।

-(বোখারী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিক্রয়ের ব্যাপারে সহনশীলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাওনাদারের প্রতি সহনশীল থাকতে হবে

হাদীস : ২৬৫৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ রহমত করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে সহনশীল হয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্য ওয়াসিলের তাগাদা করার ক্ষেত্রে। - (বোখারী)

ব্যবসার মধ্যে খাতকের প্রতি সহানুভূতি থাকলে মুক্তি লাভ হয়

হাদীস : ২৬৫৯ ॥ হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির কাছে মালাকুল মউত রূহ কবজ করার জন্য উপস্থিত হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে কোন বিশেষ নেক আমল করেছে কি? সে বলল, আমার স্মরণ নেই। বলা হল, চিন্তা কর। অতপর সে বলল, ঐরূপ কোন কাজই স্মরণ আসে না একটি কাজ ব্যতীত যে, দুনিয়ার জীবনে আমি লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করতাম। ব্যবসা ক্ষেত্রে আমি লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতাম। আমার খাতক ধনী হলেও আমি তাকে সময় দান করতাম। আর খাতক যদি গরীব হত, তবে আমি তাকে আমার প্রাপ্য মাফ করে দিতাম। এই আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে দান করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় সাহাবী ওকবা ইবনে আমের (রা) এবং আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে উক্ত বিবরণ বর্ণিত আছে। তাতে উল্লেখ আছে- ঐ ব্যক্তির উক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন- আমার এই বান্দার প্রতি তোমরা ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রকাশ কর।

অধিক কসম করা উচিত নয়

হাদীস : ২৬৬০ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ব্যবসার মধ্যে অধিক কসম খাওয়া হতে সতর্ক থাক। তার দ্বারা মাল বেশি বিক্রি হয়, কিন্তু বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়। -(মুসলিম)

কসম করে মাল বিক্রি করলে বরকত কমে যায়

হাদীস : ২৬৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)- কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, অধিক কসম খাওয়া মালের কাটতি বাড়ে তবে বরকত দূর করে দেয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি উপকার করে খোটা দেয় সে দোষী হবে

হাদীস : ২৬৬২ ॥ হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত একদা রাসূল (স) বললেন, তিন প্রকার মানুষ আছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কোন কথা বললেন না, তাদের প্রতি রহমতের (করুণার) দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পাক-সাফ করবেন না। আর তাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব নির্ধারিত রয়েছে।

আবু যর (রা) এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাদের জন্য তো অধঃপতন ও ধ্বংস, ইয়া রাসূল্লাহ! তারা কারা? রাসূল (স) বললেন, (১) যে ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র পায়ে গিটে নিচে পৌছায় (২) যে ব্যক্তি উপকারের খোটা দেয়, (৩) আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দিয়ে নিজের মাল চালু করার চেষ্টা করে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমানতদার ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীগণ নবী ও সিদ্দিকগণের দলভুক্ত

হাদীস : ২৬৬৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন সত্যবাদী আমানতদার, বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন, নবী সিদ্দিক ও শহীদগণের দলে থাকবেন। -((তিরমিযী, দারেমী ও দারে কুতনী। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি গরীব।))

ব্যবসার মধ্যে বেহুদা কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ২৬৬৪ ॥ হযরত কায়স ইবনে আবী গারায়া (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সময়ে (প্রথম দিকে) আমাদের (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়কে সামাসেরাহ (দালাল সম্প্রদায়) বলে আখ্যায়িত করা হত। একদা রাসূল (স) আমাদের কাছে দিয়ে যাবার সময় উক্ত আখ্যা অপেক্ষা সুন্দর ও উত্তম আখ্যায় আমাদের আখ্যায়িত করলেন। তিনি বললেন, হে তাজের সম্প্রদায় (ব্যবসায়ীগণ!) ব্যবসাকার্যে বেহুদা কথা এবং অপ্রয়োজনীয় কসম করা হয়ে থাকে। তার প্রায়শ্চিত্তে তোমরা ব্যবসা করার সঙ্গে সদকা-দান-খয়রাতও বিশেষভাবে করিও। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই ও ইবনে মাজাহ)

উত্তম ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের ময়দানে উচ্চ মর্যাদা পাবে

হাদীস : ২৬৬৫ ॥ হযরত ওবায়দা ইবনে রেফাআ (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (স) বলেছেন, ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিবসে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে ফাসেক-ফাজের বদকার দলরূপে, অবশ্য যেসব ব্যবসায়ী মোত্তাকী পরহেয়গার হন, নেককার হন এবং সত্যবাদী হন তাঁরা ঐরূপে হবেন না। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারে... বায়হাকী এই হাদীসটিকে হযরত বারা (রা) থেকে শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন এই হাদীসটি হাসান সহীহ।)

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয়ে স্বাধীনতার ওরফত

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রয় বিক্রয়ে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে

হাদীস : ২৬৬৬ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর তথ্য বিক্রীত বস্তু এবং তার মূল্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে দেওয়া হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বলতে হয়, ধোঁকা দেবেন না

হাদীস : ২৬৮৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি মহানবী (স)-এর কাছে আরয় করল, আমি ক্রয়-বিক্রয় করলে ঠকে যাই; নবী (স) তাকে বললেন, ক্রয়-বিক্রয়কালে তুমি বলে দেবে ধোঁকা দেবেন না। (আমার অবকাশ থাকল ক্রয় বা বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার।) সে মতে ঐ ব্যক্তি ক্রয় বা বিক্রয় করতে হলে ঐরূপ বলে দিত। -(বোখারী ও মুসলিম)

ক্রেতা যদি বলে গ্রহণ করলাম তবে ক্রয় বিক্রয় সঠিক

হাদীস : ২৬৬৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকে একজন অপরজনকে ক্রয় বা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। অবশ্য পৃথক না হয়েও যদি একজন বলে গ্রহণ করলেন তো? তদুত্তরে অপরজন বলল, গ্রহণ করলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় আছে- ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করে, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্যই অবকাশ থাকে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না তার একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যায়, কিম্বা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়। ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ করার কথা বলে নিলে সে ক্ষেত্রে পৃথক হওয়ার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের অবকাশ থাকবে না।

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য অবকাশ থাকে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না একে অপর থেকে পৃথক হয় বা গ্রহণ করার কথা বলে নেয়। বোখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণনায় কিংবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়, বাক্যের পরিবর্তে রয়েছে বা একজন অপরজনকে বলে, গ্রহণ কর। অপরজন বলে গ্রহণ করলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে

হাদীস : ২৬৬৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়। অবশ্য যদি গ্রহণ করার কথাও হয়ে থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতা কারও জন্য সঙ্গ নয় যে, অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যায় শুধু এই ভয়ে যে, সে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করে নাকি। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই)

ক্রেতা ও বিক্রেতা সন্তুষ্ট হলে কেনা-বেচা শুদ্ধ হবে

হাদীস : ২৬৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা বা বিক্রেতা তাদের উভয়ের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে পৃথক হয়ে যাবে না। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রয় বিক্রয়ে অবকাশ দিতে হয়

হাদীস : ২৬৭১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এক বেদুঈনকে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পরে অবকাশ দিয়েছেন। -(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ গরীব।)

চতুর্থ অধ্যায়

সুদ সম্পর্কিত বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিনিময়ে পরিমাণ সঠিক হতে হবে

হাদীস : ২৬৭২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে পরিমাণের সমতা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না, এক দিকে অপর দিকে অপেক্ষা বেশি করো না। রূপা রূপার বিনিময়ে পরিমাণের সমতা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না; এক দিকে অপর দিক অপেক্ষা বেশি করো না। আর উল্লিখিত বস্তুদ্বয়ে উদ্ধারের বিনিময়ে নগদের সাথে করো না। - (বোখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে-স্বর্ণের এবং রূপার বিনিময়ে রূপা উভয় দিকের বস্তু ওজন করা ব্যতিরেকে বিক্রি করো না।

খাদ্য বস্তুর বিনিময় পরিমাণ সমান হতে হবে

হাদীস : ২৬৭৩ ॥ হযরত মামার ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনলাম, খাদ্য-বস্তুর সাথে খাদ্য-বস্তুর বিনিময়ে পরিমাণের সমতা হতে হবে। - (মুসলিম)

নগদ লেনদেন না হলে বস্তু সুদী মালে পরিণত হবে

হাদীস : ২৬৭৪ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। রূপার বিনিময়ে রূপার সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে। যবের বিনিময় যবের সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। খুর্মার বিনিময়ে খুর্মার সাথে যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে।

- (বোখারী ও মুসলিম)

যে সুদ খায় এবং যে সুদ দেয় উভয়েই গোনাহগার

হাদীস : ২৬৭৫ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) লানত করেছেন যে সুদ খায় তার প্রতি, যে সুদ দেয় তার প্রতি, যে সুদের দলিল লেখে তার প্রতি, যে দুই জন সুদের সাক্ষী হয় তাদের প্রতি। রাসূল (স) এটাও বলেছেন যে, গোনাহগার সাব্যস্ত হওয়ায় তারা সকলেই সমান। - (মুসলিম)

স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করতে হয়

হাদীস : ২৬৭৬ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খুর্মা খুর্মার বিনিময়ে, নিমক নিমকের বিনিময়ে আদান-প্রদান করা হলে সমান সমান ও সমপরিমাণ হতে হবে এবং উভয় দিক থেকে উপস্থিত যখন তখন আদান প্রদান হতে হবে। অবশ্য এই সব বস্তুর বিনিময়ে যদি এক জাতীয় বস্তু অপর জাতীয় বস্তুর সাথে হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা পরিমাণ যা ইচ্ছা নির্ধারিত করতে পার। যদি উভয় পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। - (মুসলিম)

কিসে সুদ হয় আর কিসে হয় না

হাদীস : ২৬৭৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রূপা রূপার বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খুর্মা খুর্মার বিনিময়ে, নিমক নিমকের বিনিময়ে লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণের সমতা এবং উপস্থিত আদান-প্রদান করতে হবে। বস্তু বিনিময়ে উভয় পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদান ও নগদ লেনদেনের আবশ্যক শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে বিনিময়ের বস্তুদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়েও শরীয়াতের দৃষ্টিতে মাপ-প্রণালীতে শরীঅতের কাছে সবগুলোই এক শ্রেণীভুক্ত তথা ধামার মাপ শ্রেণীভুক্ত। অদ্রপ স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু মাপ-প্রণালীতে উভয়টিই এক শ্রেণীভুক্ত, যথা-নিক্তির মাপ শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং গম যবের বা খুর্মার সাথে, যব খুর্মার সাথে এবং স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে বিনিময় করা হলে সেই ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু উভয় পক্ষ থেকে উপস্থিত আদান-প্রদান ও নগদ লেনদেন হতে হবে। নতুবা সুদী লেনদেনে পরিণতি হয়ে হারাম সাব্যস্ত হবে। হ্যাঁ, স্বর্ণ রূপার সাথে গম যব কিংবা খুর্মার বিনিময় হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতারও প্রয়োজন নেই এবং উভয় পক্ষের নগদ লেনদেনেরও প্রয়োজন নেই। আর সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা বেশি গ্রহণ করবে সে সুদ লেনদেনকারী সাব্যস্ত হবে। - (মুসলিম)

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য সমপরিমাণ বিনিময় করতে হবে

হাদীস : ২৬৭৮ ॥ হযরত আবু সায়ীদ (রা) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে খায়বর এলাকায় চাকরি দিলেন। ঐ ব্যক্তি সেখান থেকে খুব ভাল খুর্মা নিয়ে এল। তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন খায়বরের সব খুর্মাই কি এইরূপ উত্তম হয়? ঐ ব্যক্তি বলল না ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা এইরূপ এক ছা খুর্মা খারাব দুই ছা খুর্মার বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। কিংবা ভাল দুই ছা খারাব তিন ছার বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি।

রাসূল (স) বললেন, এইরূপ বিনিময় করো না, বরং খারাব খুর্মা মুদার বিনিময়ে বিক্রি কর, অতপর ঐ মুদা দ্বারা ভাল খুর্মা ক্রয় কর। রাসূলান্নাহ এটাও বললেন, বাটখারায় ওজন করা বস্ত্রনিচয় সম্পর্কেও ঐ বিধানই। -(বোখারী ও মুসলিম)

একই বস্তু পরিমাপে কম বেশি করা যাবে না

হাদীস : ২৬৭৯ ॥ হযরত আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা বেলাল (রা) রাসূল (স)-এর কাছে বনী (এক প্রকার) খুর্মা নিয়ে এলেন। রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রকার খুর্মা কোথা হতে পেলে? তিনি বললেন, আমার কিনট খারাব খুর্মা ছিল আমি তা দুই ছা প্রায় আট সের এই খুর্মা এক ছা প্রায় চার সের এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি।

একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ওহ! এ তো প্রকৃত সুদী লেনদেন হয়েছে। ওহ! তো সুদী লেনদেন হয়েছে। এইরূপ করো না। বরং তুমি এই মন্দ খুর্মা পরিমাণে বেশি দিয়ে কম পরিমাণে উত্তম খুর্মা লাভ করতে চাইলে মুদার বিনিময়ে মন্দ খুর্মা ভিন্নভাবে বিক্রয় করবে, অতপর সেই মুদায় উত্তম খুর্মা ক্রয় করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

গোলামের বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৬৮০ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, একজন ক্রীতদাস মদীনায় এসে পৌছল এবং যে হিজরত করে সব সময়ের জন্য মদীনায় অবস্থান অবলম্বন করবে- এই অঙ্গীকারের উপর রাসূল (স) হস্তেদীক্ষা গ্রহণ করল। তার ক্রীতদাস হওয়া রাসূল (স)-এর কাছে প্রকাশ পায় নাই।

ইতিমধ্যেই ঐ ক্রীতদাসের মনিব রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হল এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। রাসূল (স) অনুরোধ করলেন, ক্রীতদাসটি আমার কাছে বিক্রি করে ফেল। সে মতে তিনি তাকে দুইটি হাবশী ক্রীতদাসের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন। এই ঘটনার পর রাসূল (স) কারও এরূপ দীক্ষা মঞ্জুর করতেন না যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করতেন তুমি ক্রীতদাস না মুক্ত। -(মুসলিম)

ওজন কৃত মাল ওজন ছাড়া মালের সাথে বিনিময় করা যায় না

হাদীস : ২৬৮১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এইরূপ নিষেদ করেছেন যে, একদিকে খুর্মার একটি স্থূপ যা ধামা দ্বারা পরিমাণ করা হয় নাই, অপর দিকেও খুর্মা নির্দিষ্ট পরিমিত। -(মুসলিম)

স্বর্ণের মালার মধ্যে খাদ থাকলে আলাদাভাবে ধরতে হবে

হাদীস : ২৬৮২ ॥ হযরত ফাযালা ইবনে আবু ওবায়দা (রা) বলেন, আমি খায়বর বিজয়ের সময় একটি মালা ক্রয় করলাম বার দীনার স্বর্ণমুদার বিনিময়ে; ঐ মালায় স্বর্ণ দানাও ছিল এবং পুঁতিও ছিল। আমি স্বর্ণদানাগুলো ভিন্ন করে দেখলাম, বারো দীনার পরিমাণের চেয়ে বেশি। আমি ঐ ক্রয় সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এইরূপ ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে স্বর্ণকে লক্ষ্য করা ব্যতিরেকে ক্রয় বিক্রয় জায়েয নয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন সময় আসবে যখন প্রত্যেক লোক সুদ খাবে

হাদীস : ২৬৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, লোকদের উপর এমন যুগ আসবে যখন একটি লোকও সুদের ব্যবহার থেকে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি না খেলেও সুদের ধোঁয়া বা ধূলা তাকে স্পর্শ করবেই। -(আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)- ২৫২৩ (৫৯৪)

গমের বিনিময়ে গম ক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৬৮৪ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খুর্মার বিনিময়ে খুর্মা, নিমকের বিনিময়ে নিমক বিক্রি করো না - যতক্ষণ না উভয় দিকের বস্তু সমপরিমাণের হয়, উভয় দিক হতে নগদ লেনদেন হয় এবং উস্থিত মজলিসে হস্তগত হয়। হ্যাঁ, রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ, স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে গম, গমের বিনিময়ে যব, নিমকের বিনিময়ে খুর্মা, খুর্মার বিনিময়ে নিমক উভয়পক্ষ হতে উপস্থিত আদান-প্রদানে পরিমাণে যেরূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পার। -(শাফেঈ)

খেজুরের পরিবর্তে সমপরিমাণ খুর্মা ক্রয় করা যাবে না

হাদীস : ২৬৮৫ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল- পাকা খেজুরের বিনিময়ে খুর্মা ক্রয় করা সম্পর্কে। তিনি বললেন, পাকা খেজুর শুকালে নিশ্চয় ঘাটতি হয়। প্রশ্নকারী বলল হ্যাঁ, সে মতে তিনি ঐরূপ ক্রয় করতে নিষেধ করলেন। -(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

জীবের বিনিময়ে গোশত বিক্রি নিষেধ

হাদীস : ২৬৮৬ ॥ তাবেয়ী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (স) নিষেধ করেছেন-জীবের বিনিময়ে গোশত বিক্রি করতে। তাবেয়ী সায়দি (রা) বলেছেন, অন্ধকার যুগে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিল, তাতে ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় হত। -(শরহে সুন্নাহ)

শিকারী জীবের দ্বারা জীব ধরে বিক্রি করা নিষেধ

হাদীস : ২৬৮৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুন্বু (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) নিষেধ করেছেন - শিকারী জীবের বিনিময়ে জীব ধরে বিক্রি করতে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

যুদ্ধের জন্য উট ধার্য করা যায়

হাদীস : ২৬৮৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) তাঁকে একটি অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ করেছিলেন। উহা প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় উটের অভাব হয়ে পড়ল। তখন রাসূল (স) তাঁকে আদেশ করলেন, সদকার উট ধরা নেওয়ার। সেমতে তিনি সদকার উট সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে এক একটি উট দুই দুইটি উটের বিনিময়ে গ্রহণ করলেন। -(আবু দাউদ) - ৫৭৭ (৫৭৫)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনের মধ্যেও অনেক সময় সুদ হয়ে যায়

হাদীস : ২৬৮৯ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, শুধু ধারের কারণেও সুদ হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে-উপস্থিত আদান-প্রদান ক্ষেত্রে সুদ হয় না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুদ যে পরিমাণ হোক না কেন তা হারাম

হাদীস : ২৬৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ (রা) যিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত হযরত হানযালার পুত্র- তিনি বলেন রাসূল (স) বলেছেন, সুদের মাত্র একটি রৌপ্য মুদ্রাও যে ব্যক্তি জেনে শুনে খায়, তার গোনাহ ছত্রিশবার যেনা করা অপেক্ষা বেশি হয়। আহমদ, দারে কুতনী এবং বায়হাকী শোআবুল ইমানে এই হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত এটাও আছে- রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তার জন্য দোষখই অধিক শ্রেয়।

-সুদের সবচেয়ে কম গোনাহ মায়ের সাথে যেনা করা

হাদীস : ২৬৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুদের গোনাহ সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তির নিজের মাকে বিয়ে করে।

সুদের মাধ্যমে সম্পদ বেশি হলেও গরীব থাকবে

হাদীস : ২৬৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সুদের দ্বারা সম্পদ বেশি হলেও পরিণামে অভাব আসবে। -উক্ত হাদীস দুইটি রেওয়ায়েত করেছেন ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ইমানে, আর ইমাম আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন শেষের হাদীসটি।

সুদখোরদের পেটে সাপ থাকে

হাদীস : ২৬৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন এক শ্রেণীর লোকদের কাছে পৌছালাম যাদের পেট ঘরের ন্যায্য বড় এবং তার ভিতরে বহু সাপ রয়েছে যা বের হতে দেখা যায়। আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম -হে জিবরাঈল! এরা কোন লোক? তিনি বললেন, এরা সুদখোর।

- ৫৭৭ (৫৭৩)

-(আহমদ ও ইবনে মাজাহ)।

সুদের সব কারবারের প্রতি রাসূল (স) অভিশাপ দিয়েছেন

হাদীস : ২৬৯৪ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে অভিমাণ দিতে শুনেছেন- সুদখোরদের প্রতি এবং সুদ প্রদানকারীর প্রতি এবং সুদের ঋণপত্র লেখকের প্রতি। আরও অভিশাপ দিয়েছেন দান-খয়রাতে বাধাদানকারীর প্রতি। আর তিনি নিষেধ করেছেন মৃতের জন্য বিলাপ করা কাঁদা থেকে। -(নাসাঈ)।

সুদের সন্দেহ হলে তাঁ পরিচয় করিতে হবে

হাদীস : ২৬৯৫ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, সুদ হারাম হওয়ার আয়াতই শেষ আয়াত এবং রাসূল (স)-এর বিরোধান হয়েছে গিয়েছে অথচ সুদের পূর্ণ বিবরণ তিনি আমাদের সম্মুখে রেখে যাননি। সুতরাং তোমরা কুরআন সন্মাহয় বর্ণিত সুদ এবং যে যে ক্ষেত্রে সুদের কোন প্রকার সন্দেহ হয় সবই তোমরা বর্জন করবে।

—(ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ঋণগ্রহীতার কোন সুযোগ সুবিধা ঋণদাতা নিতে পারবে না

হাদীস : ২৬৯৬ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ধার দেয়, অতপর ধারণহীতা যদি দাতাকে কোন হাদিয়া বা উপহার দেয়, তবে উহা গ্রহণ করবে না। যদি গ্রহীতা তার যানবাহনের উপর ধারদাতাকে বসাতে চায় তবে তার উপর বসবে না। অবশ্য যদি ধার নেওয়ার পূর্ব হতে তাদের মধ্যে একরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। —(ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী শোআবুল ইমানে) -২৫৫৭(৫৭৭)

ঋণদাতা উপটৌকন দিলে সুদের মধ্যে গণ্য হয়

হাদীস : ২৬৯৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ধার দিলে ধারদাতা ধারণহীতার কাছে থেকে কোন উপহার বা হাদিয়া গ্রহণ করবে না। —(বোখারী)

সুদের এলাকায় বসবাস করা উচিত নয়

হাদীস : ২৬৯৮ ॥ তাবেরী হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুস্ (রা) বলেন, একবার আমি মদীনায় এসে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন এলাকায় বাস কর যেখানে সুদের প্রচলন বেশী। অতএব কারও উপর যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে—যে যদি তোমাকে এক বোঝা খড়, এক গাটরি যব বা ঘাসের একটি বোঝাও উপটৌকন দেয়, তা গ্রহণ করো না, উহা সুদে পরিগণিত হবে। —(বোখারী)

পঞ্চম অধ্যায়

নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফল গাছে থাকতে বিক্রি নিষেধ

হাদীস : ২৬৯৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন— মোযাবানা রকমের ক্রয়-বিক্রয় থেকে। তা খেজুরের মধ্যে, এইরূপ-বাগানে গাছের মাথায় খেজুর রয়েছে; তাকে অনুমান করা যে, বৃক্ষ থেকে ছিন্ন করে শুকালে এতে কি পরিমাণ খুর্মা হবে। সে মতে মেপে ঐ পরিমাণ খুর্মা প্রদান করা তার বিনিময়ে বৃক্ষের খেজুর বৃক্ষ রেখে ক্রয় করা।

এটা আঙ্গুরের মধ্যে, এমন- বাগানে গাছে আঙ্গুর রয়েছে, তাকে অনুমান করা যে, শুকালে কি পরিমাণ কিশমিশ হতে পারে। সে মতে মেপে ঐ পরিমাণ কিশমিশ প্রদান করে তার বিনিময়ে গাছের আঙ্গুর ক্রয় করা।

তা শস্যের মধ্যে, এমন- খেতে শস্য আছে, তাকে অনুমান করা যে, এতে খাদ্য কি পরিমাণ হবে, মেপে সে পরিমাণে ঐ জাতীয় খাদ্য প্রদান করা খেতের শস্য ক্রয় করা। এসব হতে তিনি নিষেধ করেছেন। —(বোখারী ও মুসলিম)

উভয়ের অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন— মোযাবানা রকমের ক্রয়-বিক্রয় হতে। তিনি আরও বলেছেন— মোযাবানা এই যে, বৃক্ষের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা অনুমাণে বিক্রি করা এবং নির্ধারিত পরিমাণে মাপা খুর্মার বিনিময়ে। এই সাব্যস্তে যে, গাছের খেজুরের উৎপন্ন খুর্মা অনুমাণ হতে কম হওয়ায় প্রদত্ত খুর্মা তা অপেক্ষা যদি বেশি হয়, তবে তার আমার তথা বিক্রেতার লাভ গণ্য হবে। অর্থাৎ অতিরিক্তটা ফেরত দেওয়া হবে না। আর উৎপন্ন খুর্মা অনুমান হতে বেশি হওয়ায় প্রদত্ত খুর্মা তা অপেক্ষা যদি কম হয়, তবে তা আমারই ক্ষতি গণ্য হবে অর্থাৎ ক্রেতার কাছে তা পূরণের দাবী করব না।

শস্য জমিতে থাকা অবস্থায় অনুমাণে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭০০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন— মোযাবানা থেকে, মোহাকাল থেকে এবং মোযাবানা থেকে।

মোহাকাল অর্থ খেতের শস্য বিশ মণ প্রকৃত গমের বিনিময়ে বিক্রি করা। মোযাবানা অর্থ খেজুর গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা বিশ মণ খুর্মার বিনিময়ে বিক্রি করা। মোযাবানা অর্থ তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া। —(মুসলিম)

অনুমাণে শস্য বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭০১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, মোহাকাল, মোযাবানা, মোখাবারা ও মোআওয়ামা থেকে এবং নিষেধ করেছেন, কিছু অংশ বাদ দেওয়া থেকে। আর আরাওয়াকে জায়েয বলেছেন। -(মুসলিম)

গাছের খুমার পরিবর্তে নিচের তৈরি খুমার বিনিময় নিষেধ

হাদীস : ২৭০২ ॥ হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, তৈরি খুমার বিনিময়ে খেজুর ফল বিক্রি করতে। অবশ্য আরিয়্যার অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়্যা বলে ফলকে অনুমান করে বিক্রি করা। সেই অনুমাণ অনুসারে খুর্মা দেবে। আরিয়্যার ফলের ক্রেতা তা পাকা ও তাজা অবস্থায় থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

পাঁচ আছকের কম হলে বিক্রয় বৈধ

হাদীস : ২৭০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) অনুমতি দিয়েছেন, আরিয়্যা শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়, তাতে ফলের অনুমাণে খুমার বিনিময়ে, যা সাধারণত পাঁচ আছকের কমের মধ্যে হয়ে থাকে; অথবা বলা হয়েছে- পাঁচ আছকের মধ্যে হয়ে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

গাছের ফল খাওয়ার উপযোগী না হলে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে, যাবৎ না তা উপযোগী হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে-রাসূল (স) নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে, যতক্ষণ না তাতে লাল বা হলুদ বর্ণন আসে এবং গম যব ইত্যাদি। শীষ জাতীয় বস্তু যতক্ষণ পূর্ণ পেকে শুষ্ক সাদা রংধারী না হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন প্রকার মড়কে বিনষ্ট হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিক্রি করবে।

গাছের ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭০৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর সৃষ্ট কোন মড়কে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান ভাই ক্রেতা এতে কিসের বিনিময়ে টাকা আদায় করবে? -(বোখারী ও মুসলিম)

গাছের ফল অগ্রিম বিক্রি করা নিষেধ

হাদীস : ২৭০৬ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, কয়েক বৎসরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা হতে এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, আহরণের পূর্বে যা বিনষ্ট হয় তার মূল্য কর্তন করতে। -(মুসলিম)

গাছের ফল বিক্রি করলে যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তবে তা জায়েয নয়

হাদীস : ২৭০৭ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তুমি যদি তোমার মুসলমান ভ্রাতার কাছে ফল বিক্রি কর, অতপর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তোমার জন্য জায়েয হবে না যে, তুমি তার কাছে হতে কোন মূল্য আদায় কর। তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে কিসের বিনিময়ে তুমি মূল্য গ্রহণ করবে? -(মুসলিম)

যেখানে খাদ্য বস্তু ক্রয় করা সেখানে বিক্রয় করা যাবে না

হাদীস : ২৭০৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, অনেক লোক বাজারে আগত খাদ্যদ্রব্য বাজারের অগ্রভাগে গিয়ে ক্রয় করে ফেলত। অতপর তথায় বসে বিক্রি করত। এই শ্রেণীর লোকদেরকে ঐ বস্তু সেখানে বসে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন-যতক্ষণ না তা সেখান থেকে তারা নিয়ে যায়। -(আবু দাউদ)

খাদ্য বস্তু হস্তগত না করে তা বিক্রয় করতে পারবে না

হাদীস : ২৭০৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খাদ্যবস্তু ক্রয় করবে, সে তা বিক্রি করতে পারবে না যতক্ষণ না তা হস্তগত করে নেয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ

হাদীস : ২৭১০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যা নিষেধ করেছেন তা হল, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এই ধারণা করি যে, প্রত্যেক বস্তুই এইরূপ।

-(বোখারী ও মুসলিম)

বাজারে খাদ্যদ্রব্য পৌছাবার পূর্বে রাস্তা থেকে ক্রয় করা যাবে না

হাদীস : ২৭১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) বলেছেন, ১. বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাইর থেকে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে- বাজারে পৌছাবার পূর্বে তাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। ২. ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা একজনের পক্ষ থেকে চলা অবস্থায় অপরজন তা

আলোচনা করবে না। ৩. দালালী করবে না। ৪. গ্রাম্য লোকের পণদ্রব্য শহরী লোকেরা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য চাপ দেবে না। ৫. উট, ছাগী, বিক্রি করার পূর্বে তার কুচে (স্তনে) দুই-তিন দিনের দুধ জমা রেখে কুচকে (স্তনকে) ফুলিয়ে রাখবে না। যদি এমন করে তবে যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে সে তার দুধ দোহনের পর তার জন্য খেয়ারের অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে ক্রয়ের উপর রাখবে, ইচ্ছা করলে ক্রয় ভঙ্গ করে তাকে ফেরত দেবে। ফেরত দিলে দুধ পানের বিনিময়ে সঙ্গে এক ছা পরিমাণ খুর্মা দেবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাস্তায় দ্রব্য ক্রয় করে বাজারে এসে বিক্রেতা তা ফেরত নিতে পারে

হাদীস : ২৭১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য পণদ্রব্য নিয়ে আসতেছে আগইয়া গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। যদি কেউ এরূপ করে এবং কোন বস্তু ক্রয় করে তবে ঐ বিক্রেতা মালিক বাজারে পৌছবার পর অবকাশ পাইবে। -(মুসলিম)

রাস্তায় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই

হাদীস : ২৭১৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিক্রয়ের বস্তু বিপণী কেন্দ্রে উপস্থিত করার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয়ের জন্য যাবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

একজনে কোন বস্তু দাম করলে অন্যজনের দাম করা উচিত নয়

হাদীস : ২৭১৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই ক্রয়-বিক্রয়ের কথার উপর নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলতে পারবে না এবং নিজ মুসলমান ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দিতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি ঐ ভাই অনুমতি দিয়ে দেয় তবে পারবে। -(মুসলিম)

জেদাজেদি করে দাম দত্তর করা জায়েয নেই

হাদীস : ২৭১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের কথার উপর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে না। -(মুসলিম)

একজন অপরজন থেকে লাভবান হতে পারে

হাদীস : ২৭১৬ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, শহরী লোক গ্রাম্য লোকদের পণদ্রব্য বিক্রয় করে দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করবে না। লোকদের এইভাবেই থাকতে দাও, আল্লাহ তাআলা একজনকে অপরজন দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন। -(মুসলিম)

ক্রয়-বিক্রয়ে সুই নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হবে

হাদীস : ২৭১৭ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বস্ত্র পরনের দুইটি নিয়ম প্রণালীকে নিষেধ করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের দুইটি প্রণালী নিষেধ করেছেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রণালীদ্বয় হল, মোলামাসা ও মোনাবাযা। মোলামাসা এই যে রাত্রে বা দিনে ক্রেতা বিক্রেতার বিক্রয়ের কাপড়টিকে হাতে স্পর্শ করলেই সে কাপড় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। তাকে দেখে বিবেচনা করার কোন সুযোগ তার থাকবে না। মোনাবাযা এই যে, পরস্পর একজনের কোন বস্ত্র অপরজনের প্রতি ছুঁড়ে মারলেই তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ক্রয়ের বস্তু দেখার সুযোগও থাকবে না এবং উভয়ের সম্মতিরও ধার ধারা হবে না।

আর বস্ত্র পরনের প্রণালী দুইটি হল - ১. লুঙ্গি ইত্যাদি পরন ব্যক্তিরে কে শুধু এক চাদরে সর্বশরীরে আবৃত করার স্থলে চাদরের এক দিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা। ২. লুঙ্গি শ্রেণীর কাপড় পরে হাটুদ্বয় খাড়া করে বসা, অথচ নিম্নদেশ উন্মুক্ত রয়েছে।

অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, বায়-এ হাসাত কাঁকর নিক্ষেপ করার ক্রয়-বিক্রয় থেকে এবং বায়-এ গরর অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় থেকে। -(মুসলিম)

গাভীর পেটের বাচ্চা বিক্রি করা যাবে না

হাদীস : ২৭১৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন- পেটের বাচ্চা বিক্রি করতে। এটা অন্ধকার যুগের ক্রয়-বিক্রয় ছিল। কোন উট উত্তম জাতের, তার চাহিদা বেশী। এইরূপ ক্ষেত্রে অনেকে এই উট ক্রয়-বিক্রয় করত যে, বিক্রেতার উটের পেটে যেই বাচ্চা হবে ঐ বাচ্চা বড় হলে পর তার পেটে যে বাচ্চা হবে তা ক্রয় করা হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

ষাড় দিয়ে পাল দেওয়ার পর পয়সা নিলে তা হারাম

হাদীস : ২৭২০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন-ষাড় দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করতে। -(বোখারী)

উট দ্বারা পাল দিয়ে তার পয়সা নেয়া হারাম

হাদীস : ২৭২১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, উট দ্বারা পাল দিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করা থেকে এবং জমি ও তার সেচ-ব্যবস্থা কোন ব্যক্তিকে চাষ করতে দিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ করা থেকে। -(মুসলিম)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দান করে তার বিনিময় নেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৭২২ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি কাউকেও দান করে তার বিনিময় গ্রহণ করা থেকে। -(মুসলিম)

ঘাসের মূল্য আদায়ের জন্য প্রয়োজনের বেশি পানি দিতে পারবে না

হাদীস : ২৭২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্বয়ং উৎপন্ন ঘাসের মূল্য আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানির মূল্য গ্রহণ করতে পারবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

খাদ্য বস্তুর উপরে ভাল ভিতরে খারাপ এমন জায়েয নেই

হাদীস : ২৭২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) একদা খাদ্য বস্তুর একটি স্তুপের কাছে দিয়ে গমন করা কালে তার ভিতরে হাত ঢোকালেন। স্তুপের ভিতরে হাতে ভিজা অনুভব হল। ঐ স্তুপের মালিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? ঐ ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! বৃষ্টির পানিতে এগুলো ভিজ গিয়েছিল। রাসূল (স) বললেন, ভিজাগুলোকে স্তুপের উপরে কেন রাখলে না, যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করবে, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিক্রিত বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৭২৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, নিচয়ই রাসূল (স) ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রিত বস্তু থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু অংশ বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। -(তিরমিযী)

আঙ্গুর কাল না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭২৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, আঙ্গুর বিক্রয় করতে, যতক্ষণ না তা কল হয়ে যায়, শস্য বিক্রয় করতে, যতক্ষণ না তা পুষ্ট হয়ে যায়। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তিরমিযী ও আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তা লাল বা হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। তিরমিযী বলেছেন এই হাদীসটি হাসান গরীব।

ধানের বিনিময়ে ধানে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭২৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, ধানের বিনিময়ে ধানে বিক্রয় করতে। -(দারা কুতনী) - ২৭২৭ (৫০৬)

ধানের বিনিময়ে ধানে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭২৮ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআব তঁর পিতার মাধ্যমে তঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, ওরবানা রকমের ক্রয়-বিক্রয় থেকে। -(মালিক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) - ২৭২৮ (৫০৭)

জবরদস্তিমূলক ক্রয় বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ২৭২৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয় থেকে এবং প্রতারণামূলক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় থেকে এবং পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করা থেকে। -(আবু দাউদ) - ২৭২৯ (৫০৮)

ষাঁড়ের দ্বারা পাল দিয়ে সৌজন্যমূলক কিছু নেওয়া যায়

হাদীস : ২৭৩০ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, কেলাব গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল-ষাঁড়ের পাল বা প্রজননের মজুরি গ্রহণ সম্পর্কে। রাসূল (স) তাকে নিষেধ করলেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ষাঁড়ের পাল দিয়ে থাকি এবং তার খাতিরে সৌজন্যমূলক কিছু পেয়ে থাকি। রাসূল (স) এমন সৌজন্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন। -(তিরমিযী)

যে বস্তু দখলে নেই তা বিক্রয় করা নিষেধ

হাদীস : ২৭৩১ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে নিষেধ করেছেন, ঐ বস্তু বিক্রয় করতে যা আমার দখলে নেই। -(তিরমিযী)

তিরমিযীর আর এক বর্ণনায় এবং আবু দাউদ ও নাসাঈতে আছে, হাকীম ইবনে হেযাম বলেন, আমি আরয করলাম

ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন লোক আমার কাছে এসে কোন বস্তু ক্রয় করতে চাছে তা আমার কাছে নাই। আমি কি এক বাজার হতে তা তার জন্য ক্রয় করে আনব। -এই আমায় যে, আমি তার কাছে তা বিক্রয় করি। তিনি বললেন, তোমার দখলে যা নেই তা বিক্রি করো না।

একই মাল দু'ধরনের বিক্রি নিষেধ

হাদীস : ২৭৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, একই বিক্রির মধ্যে দুই রকমের বিক্রি করতে। -(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই)

দুটি জিনিসের বিক্রয় এক সাথে করা নিষেধ

হাদীস : ২৭৩৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, দুই বিক্রয়ের ব্যবস্থা এক বিক্রয়ের মধ্যে করা হতে। -(শরহে সুন্নাহ)

ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয় এক সাথে জায়েয নেই

হাদীস : ২৭৩৪ ॥ আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঋণ এবং ক্রয়-বিক্রয় এক সাথে জায়েয নেই। এক বিক্রয়ের সাথে দুইটি শর্ত জুড়ে দেওয়াও জায়েয নেই। যে বস্তুর খেসারতের দায়িত্ব বর্তেনি, তার লাভের অধিকার হাসিল হবে না। আর যে বস্তু তোমার হস্তগত নয়, তা বিক্রি করাও জায়েয নেই। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই। তিরমিযী বলেছেন এই হাদীসটি সহীহ।)

সমমানের বদল করা জায়েয আছে

হাদীস : ২৭৩৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি নকী নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম দীনার স্বর্ণ মুদ্রায়। মূল্য গ্রহণকালে আমি ঐ স্বর্ণ মুদ্রার স্থলে ক্রেতার কাছে থেকে দেবহাম (রৌপ্য মুদ্রা) গ্রহণ করতাম। কোন সময় রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রি করে তার স্থলে স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করতাম। আমি রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এরূপ বদল গ্রহণে দোষ নেই। অবশ্য স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রার উপস্থিতি বিনিময় হার অনুযায়ী সম্পূর্ণটুকু ঐ স্থানেই হস্তগত করতে হবে। কোন অংশও বাকী রেখে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক হতে পারবে না।

- ৫৮২৮ (৬০১) -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও দারেমী)

ক্রয় বিক্রয়ের লিখিত দলিল থাকতে হবে

হাদীস : ২৭৩৬ ॥ হযরত আদা ইবনে খালেদ ইবনে হাওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি লেখা বের করলেন, যাতে লেখা ছিল এটি ক্রয় করল আদা ইবনে খালেদ ইবনে হাওয়া, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) থেকে। সে তাঁর কাছে একটি ক্রীতদাস বা দাসী ক্রয় করেছে। যা কোন প্রকার দোষযুক্ত নয়, বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, বিক্রি হওয়ার অযোগ্য পাত্র নয়। দুই মুসলমানের পরস্পরের ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায়। -(তিরমিযী, তিনি বলেন এই হাদীসটি গরীব।)

নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে

হাদীস : ২৭৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) একটি পেয়ালা ও একখণ্ড কঞ্চল বিক্রি করতে চাইলেন। তিনি ক্রেতা আহ্বানে বলতে লাগলেন, এই পেয়ালা ও কঞ্চল-খণ্ড কে ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টিকে এক দেবহামে (রৌপ্য মুদ্রায়) ক্রয় করতে পারি। রাসূল (স) বললেন, এক দেবহামের বেশি কে দিবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি দুই দেবহামে ক্রয় করতে পারি। তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করে দিলেন।

৫৮২৯ (৬০২) -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোষী বস্তুর দোষ গোপন রেখে বিক্রি নিষেধ

হাদীস : ২৭৩৮ ॥ হযরত ওয়াসেল ইবনে আসকা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন দোষী বস্তু তার দোষ জ্ঞাত না করে বিক্রি করবে, সে হামেশা আত্মাহর অসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত থাকবে। অথবা বলেছেন, সদা তার প্রতি ফেরেশতাগণ লানত ও অভিশাপ দেবেন। -(ইবনে মাজাহ)

৫৮৩০ (৬০৩)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ মাসআলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রীতদাসের মাল বিক্রি করা যাবে

হাদীস : ২৭৩৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খেজুর বাগান ক্রয় করে

তার তাবীর করে সবার এর পর, সেই ক্ষেত্রে ঐ বাগানের বর্তমান ফল বিক্রেতার স্বত্ব হবে। অবশ্য যদি ক্রেতার জন্য হওয়া শর্ত করা হয়। যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাস ক্রয় করে, ঐ ক্রীতদাসের সংশ্লিষ্ট কোন মাল রয়েছে, সেই মাল বিক্রেতার হবে। অবশ্যই যদি ক্রেতার জন্য হওয়ার শর্ত করা হয়। - (মুসলিম আর বোখারী শুধু প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন)

শর্তের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৭৪০ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি তাঁর একটি উটের উপর আরোহণ করে চলছিলেন, উটটি নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এমনতাবস্থায় রাসূল (স) তাঁর কাছে দিয়ে গেলেন এবং উটটিকে আঘাত করলেন। তাতে উটটি এমন দ্রুত গতিতে চলতে লাগল যে, এভাবে চলতে সে সক্ষম ছিল না। অতপর রাসূল (স) বললেন, উটটি আমার কাছে চল্লিশ দেবহামে (রৌপ্য মুদ্রায়) বিক্রি করে ফেল। তিনি বললেন, আমি তা বিক্রি করলাম, কিন্তু এই শর্ত করলাম যে, আমি বাড়ী ফেরা পর্যন্ত উহার উপর আরোহণ করব।

মদীনায় পৌঁছানোর পর আমি উটটি নিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাকে তার মূল্য আদায় করে দিলেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে-তিনি আমাকে তার মূল্য আদায় করে দিলেন এবং তারপর উটটিও আমাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বেলাল (রা)-কে বললেন, তাকে তার প্রাপ্য আদায় করে দাও এবং কিছু অতিরিক্তও প্রদান কর। সে মতে বেলাল (রা) জাবের (রা)-কে তাঁর প্রাপ্য চল্লিশ দেবহাম পরিমাণ রৌপ্য প্রদান করলেন এবং অতিরিক্ত এক কীরাত পরিমাণ দিলেন।

গোলামের মূল্য এক সাথে আদায় করে মুক্ত হতে পারে

হাদীস : ২৭৪১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বরীরা (রা) নামী এক ক্রীতদাসী একদা আমার কাছে এসে বলল, প্রতি বৎসরে চল্লিশ দেবহাম হিসেবে নয় বৎসরের ৩৬০ দেবহাম মালিককে আদায় করে আমি মুক্ত হওয়ার লিখিত অঙ্গীকার সম্পাদন করেছি। তার জন্য আমাকে সাহায্য করুন। আয়েশা (রা) বললেন, তোমার মালিক যদি পছন্দ করে যে, সমুদয় দেবহাম একসঙ্গে আদায় করে আমি তোমাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেব তা আমি করতে পারি এবং সে মতে তোমার মুক্তিদান সূত্রীয় উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকারিণী গণ্য হব আমি।

বরীরা (রা) তার মালিকের কাছে এই কথা ব্যক্ত করলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, যদি উক্ত উত্তরাধিকার-স্বত্বের অধিকারী আমাদেরকে করা হয়, তবে আমরা রাযী আছি। রাসূল (স) সমুদয় বৃত্তান্ত শুনে আয়েশা (রা)-কে বললেন তুমি ক্রয় করে নাও এবং মুক্ত কর। অতপর রাসূল (স) লোকদেরকে একত্র করে ভাষণদানে দাঁড়ালেন। সে মতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন, অতপর এক শ্রেণীর লোকের এই অভ্যাস কেন যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ প্রদত্ত শরীঅতে নেই! যথা- যে ব্যক্তি ক্রীতদাস ক্রয় করে আদায় করবে, সেই সূত্রে উত্তরাধিকার-স্বত্বের অধিকারী সেই হবে, এমন ক্ষেত্রে উক্ত স্বত্বের অধিকার বিক্রেতার জন্য শর্ত করা শরীঅতে নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত শরীঅত বিরোধী যে কোন শর্তই করা হবে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, এমন এক শর্ত করলেও সবই বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলার বিধান অগ্রগণ্য এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া শর্তই সর্বাধিক মজবুত। নিশ্চয়ই মুক্ত করা সূত্রের উত্তরাধিকার-স্বত্ব একমাত্র মুক্তকারীর জন্য সাব্যস্ত থাকবে। - (বোখারী ও মুসলিম)

মুক্ত না করে অগ্রিম বিক্রি করা নিষেধ

হাদীস : ২৭৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, মুক্ত করা সূত্রের উত্তরাধিকার স্বত্বকে অগ্রিম বিক্রি করা থেকে এবং তা অগ্রিম দান করা থেকে। - (বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাসী-গোলাম দিয়ে উপার্জন করা যায়

হাদীস : ২৭৪৩ ॥ মাখলাদ ইবনে খোফাফ (রা) বলেছেন, আমি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করেছিলাম এবং তার দ্বারা কিছু উপার্জনও করেছিলাম। অতপর তার মধ্যে একটি দোষ সম্পর্কে আমি অবগত হলাম এবং শাসনকর্তা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে আমি তার অভিযোগ দায়ের করলাম। তিনি বিচার করলেন যে, আমি তাকে ফেরত দিতে পারব, অবশ্য তার দ্বারা যা কিছু উপার্জন করিয়েছি তাও আমার ফেরত দিতে হবে।

টীকা

হাদীস নং : ২৭৩৯ ॥ মাদী খেজুর গাছে ফল বের হওয়া লগ্নে তার ফুলের সঙ্গে নর খেজুর গাছের ফুল মিশ্রিত করে দিলে ফলন বেশি হয়। এ সময় মদীনার লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, একেই 'তাবীর' বলা হয়।

আমি তাবেয়ী ওরওয়া (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে এই রায় অবগত করলাম। তিনি বললেন, আমি কিফল বেলায়ই শাসনকর্তার কাছে যাব এবং তাঁকে অবহিত করব-আয়েশা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) এই জাতীয় ঘটনার রায় দান করেছেন যে, উপার্জিত আয় ব্যয়ে গণ্য করা হবে।

ওরওয়া (রা) বিকালেই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গেলেন সে মতে তিনি পুনঃবিচার করলেন যে, উক্ত উপার্জন যাকে দেওয়ার জন্য তিনি পূর্ব রায়ে আমাকে আদেশ করেছিলেন, তার কাছে থেকে তা আমি ফেরৎ নেব।

-(শরহে সুন্নাহ)

বিক্রেতার কথাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

হাদীস : ২৭৪৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি কোন মতবিরোধ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা অগ্রগণ্য হবে এবং ক্রেতার জন্য অবকাশ থাকবে ক্রয় ভঙ্গ করে দেওয়ার। -তিরমিযী। ইবনে মাজাহ ও দারেমীর বর্ণনায় আছে-ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি বিরোধ হয় এবং বিক্রীত বস্তু হুবহু বর্তমান থাকে আর কোন পক্ষে সাক্ষী না থাকে, তবে বিক্রেতার কথা অগ্রগণ্য হবে, অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়কে ভঙ্গ করে পরস্পর বস্তু ও মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে।

যে লোক একজন মুসলমানের অনুরোধে ক্রয়-বিক্রয় সাধন করেছে সে পুণ্যের অধিকারী

হাদীস : ২৭৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের অনুরোধক্রমে ক্রয় বা বিক্রয়কে ভঙ্গ করবে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মাক্ষ করবেন।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্পদ মালিকদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করতে হবে

হাদীস : ২৭৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি একখণ্ড ভূমি অপর ব্যক্তি থেকে ক্রয় করল। ক্রেতা ঐ ভূমির মধ্যে একটি কলসে স্বর্ণ পেল। সে বিক্রেতাকে বলল, তোমার স্বর্ণ তুমি নিয়ে যাও, আমি তো শুধু ভূমি ক্রয় করেছি-আমি স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, ভূমি এবং ভূমির মধ্যে যা কিছু আছে সবই আমি বিক্রি করে দিয়েছি। তারা উভয়ে বিরোধী মীমাংসার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। ঐ ব্যক্তি তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সন্তান-সন্ততি আছে কি? তাদের একজন বলল আমার একটি ছেলে আছে, অপরজন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। ঐ ব্যক্তি বলল, তোমাদের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন কর এবং ঐ স্বর্ণ ঐ বিবাহে ব্যয় কর। আর দান খয়রাত করে দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

সপ্তম অধ্যায়

অগ্রিম বিক্রয় এবং বন্ধক রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নির্ধারিত মেয়াদে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়

হাদীস : ২৭৪৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বৎসরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান ক্রয়-বিক্রয় করত। রাসূল (স) বললেন, যে কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, তাকে নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওজনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করতে হবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

জিনিস বন্ধক রাখা জায়েয আছে

হাদীস : ২৭৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এক ইহুদীর কাছে থেকে কিছু খাদ্যবস্তু বাকী ক্রয় করেছিলেন এবং তার লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

তিন মণ যবের পরিবর্তে রাসূল (স) বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন

হাদীস : ২৭৪৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর ইহুদী ত্যাগ করা কালে তাঁর লৌহবর্ম প্রায় ত্রিশ ছা যবের মূল্যের জন্য এক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। -(বোখারী)

আরোহণের পশু বন্ধক রাখা হলে তার ওপর আরোহণ করা যায়

হাদীস : ২৭৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আরোহণের পশু বন্ধক রাখা হলে তার উপর আরোহণ করা যাবে, তবে তার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। দুধবতী পশু বন্ধক রাখা হলে তার দুধ দোহন করা যাবে, তবে তার ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। আরোহণের এবং দুধপানের স্বত্ব যার তাকেই ব্যয়ভার বহন করতে হবে।
-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওজনের ব্যাপারে অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে

হাদীস : ২৭৫১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) পরিমাপ ও ওজনকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের উপর এমন দুইটি কার্যের দায়িত্ব অর্পিত আছে, যে দুইটির ব্যাপারে পূর্ববর্তী অনেক উম্মত ও জাতি ধ্বংস হয়েছে। -(তিরমিযী) - ৫২৮ (১০৫)

জিনিস বন্ধক রাখলে মালিক স্বত্বহীন হয় না

হাদীস : ২৭৫২ ॥ তাবেরী হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, রেহেন বা বন্ধক রাখা বন্ধকী বস্তু থেকে তার মালিককে স্বত্বহীন করে না। ঐ বস্তুর আয়-উৎপন্নের অধিকারীও সে-ই হবে এবং তার উপর। - ৫২৮ (১০৪)

মক্কা ও মদীনায় স্ব-স্ব স্থানের পরিমাপ গণ্য হবে

হাদীস : ২৭৫৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, পরিমাপ ক্ষেত্রে মদীনায় প্রচলিত পরিমাপই গণ্য হবে এবং ওজনের ক্ষেত্রে মক্কায় প্রচলিত ওজন গণ্য হবে। আবু দাউদ ও নাসাই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্রিম ক্রয় বস্তু হস্তগত না করে হস্তান্তর করতে পারবেন না

হাদীস : ২৭৫৪ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তু বায়-এ সলম' তথা অগ্রিম ক্রয় করেছে সে ঐ বস্তু হস্তগত করার পূর্বে অপরের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না।

৫২৮ (১০৬) -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

অষ্টম অধ্যায়

খাদ্য-দ্রব্য মজুদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

খাদ্য-বস্তু গুদামজাত করা যাবে না

হাদীস : ২৭৫৫ ॥ হযরত মা'মর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্যবস্তু গুদামজাত করে, সে বড় অপরাধী- সে গোনাহ্গার সাব্যস্ত হবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

খাদ্য আমদানীকারক লাভবান হয়

হাদীস : ২৭৫৬ ॥ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমদানীকারক লাভবান হবে। পক্ষান্তরে গুদামজাতকারী অভিশপ্ত হবে। -(ইবনে মাজাহ ও দারেমী) - ৫২৮ (১০৭)

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ

হাদীস : ২৭৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স)-এর আমলে এক সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। লোকেরা অনুরোধ করল, ইয়া নবীয়াল্লাহ! দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে দিন। রাসূল (স) বললেন, মূল্যের গতি আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সঙ্কীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী একমাত্র তিনিই এবং তিনিই রিয়িকদাতা। সদা আমার এই চেষ্টাই থাকবে, আমি যেন আল্লাহর দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হই যে, আমার উপর তোমাদের কারও প্রতি কোন যুলুম-অন্যায়ের দাবী না থাকে। জানের বা মালের। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভাব অনটন সৃষ্টির জন্য খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করলে সে দোষখী

হাদীস : ২৭৫৮ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর অভাব-অনটন সৃষ্টি করে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কুঠি রোগে এবং দারিদ্রে পতিত করবেন। -(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী শোআবুল ইমানে ও রযীন) - ২৭৫৮ (৬০৮)

দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য গুদামজাত করলে সে অভিশপ্ত

হাদীস : ২৭৫৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে আল্লাহর আইন ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার হেফাযতের দায়িত্ব ত্যাগ করবেন। -(রযীন) ২৭৫৯ (৬০৮)

খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকারী খুবই ঘৃণিত ব্যক্তি

হাদীস : ২৭৬০ ॥ হযরত মুআয (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, গুদামজাতকারী ব্যক্তি কতই না ঘৃণিত। আল্লাহ তা'আলা দ্রব্যমূল্য কমিয়ে দিলে সে চিন্তিত হয়। আর দ্রব্যমূল্য বেশি করে দিলে সে আনন্দিত হয়।

- ২৭৬০ (৬০৮) -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে ও রযীন)

চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করলে তা দান করে দিলেও গোনাহ
ক্ষমা হবে না

হাদীস : ২৭৬১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে তার ঐ মাল দীন-খয়রাত করে দিলেও তার জন্য যথেষ্ট হবে না। -(রযীন)

- ২৭৬১ (৬১১)

নবম অধ্যায়

দেউলিয়া হওয়া ও ঋণীকে অবকাশ দান

প্রথম পরিচ্ছেদ

কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হলে যার মাল ছবছ পাওয়া যাবে

তা সেই পাবে

হাদীস : ২৭৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে তার কাছে যে নিজের মাল ছবছ পাবে, অন্য পাওনাদার অপেক্ষা একমাত্র সেই ঐ মালের অধিকারী হবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ব্যবসায়ে দেউলিয়া হলে ঋণ ক্ষমা করে দিতে হয়

হাদীস : ২৭৬৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর সময়ে এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেক ঋণের দায়ে দায়ী হয়ে পড়ল। রাসূল (স) লোকদেরকে বললেন, তাকে দান খয়রাত দ্বারা সাহায্য কর। সে মতে লোকগণ তাকে দান খয়রাত করল, কিন্তু তার ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হল না। অতপর রাসূল (স) ঐ ব্যক্তির পাওনাদারদেরকে ডেকে বললেন, যা উপস্থিত আছে তা তোমরা নিয়ে যাও, এর অতিরিক্ত আর পাবে না।

-(মুসলিম)

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে হয়

হাদীস : ২৭৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি লোকদেরকে ধার দিয়ে থাকত। সে তার কর্মচারীকে বলত কোন খাতককে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে মুক্তি দিয়ে দিও। এই অছিলায় হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের মুক্তি দেবেন। তিনি বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে পৌছালে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋণী অক্ষম হলে তাকে ক্ষমা করা উচিত

হাদীস : ২৭৬৫ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেন, সে যেন অক্ষম ঋণী ব্যক্তির সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ কর্তন করে দেয়। -(মুসলিম)

ঋণ ক্ষমা করলে কিয়ামতে মর্যাদা পাবে

হাদীস : ২৭৬৬ ॥ হযরত আবুল কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময় দান করবে অথবা তার ঋণ কর্তন করে দেবে, আল্লাহ তায়াল্লা কিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হতে তাকে মুক্তি দান করবেন। -(মুসলিম)

ঋণীকে পরিশোধের সময় দিতে হয়

হাদীস : ২৭৬৭ ॥ হযরত আবুল ইউসূর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময় দান করবে অথবা তার ঋণ কর্তন করে দেবে, আল্লাহ তায়াল্লা তাকে (হাশরের মাঠে) তাঁর (রহমতের) ছায়া দান করবেন। -(মুসলিম)

ধার করলে উত্তমটি পরিশোধ করতে হয়

হাদীস : ২৭৬৮ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তি থেকে একটি যুবা উট ধার নিলেন। অতপর বাইতুল মালে সদকার উট আমদানী হলে আবু রাফে বলেন, তখন আমাকে আদেশ করলেন তার ঋণ পরিশোধ করতে। আমি আরয করলাম বাইতুল মালে শুধুমাত্র সাত বৎসর বয়সের উট আছে, রাসূল (স) বললেন, ঐ বড়টিই তাকে প্রদান কর, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি লোকদের মধ্যে উত্তম যে প্রাপ্য পরিশোধ করতে ভালটি প্রদান করে।

-(মুসলিম)

পাওনাদারের তাগিদ করার অধিকার আছে

হাদীস : ২৭৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে কঠোরতার সাথে প্রাপ্যের তাগিদা করল, তাতে সাহাবীগণ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাসূল (স) বললেন, তাকে কিছু বলো না। কারণ পাওনাদার কঠোর উক্তি প্রয়োগ করতে পারে। তার প্রাপ্য পরিশোধের জন্য একটি উট ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও। সাহাবীগণ বললেন, তার প্রাপ্য উট চেয়ে বড় উট ছাড়া অন্য উট পাওয়া যাচ্ছে না। রাসূল (স) বললেন, বড়টিই ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও; তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে উত্তম হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা উচিত নয়

হাদীস : ২৭৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তির জন্য টালবাহানা করা অন্যায। তোমাদের কারও প্রাপ্য পরিশোধে ঋণী ব্যক্তি অপর সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা কর্তব্য। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরিমাণে কমিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ২৭৭১ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর আমলে একদা মসজিদের মধ্যে ইবনে আবী হাদরাদ (রা) নামাযী ব্যক্তির কাছে তার প্রাপ্য ঋণের তাগিদা করলেন। উভয়ের কথাবার্তায় উচ্চ আওয়াজ সৃষ্টি হল। রাসূল (স) নিজ গৃহে ছিলেন, তিনি তাঁদের উচ্চ আওয়াজ শুনে বাইরের দিকে এলেন এবং দরওয়াজার পর্দা উঠিয়ে হে কা'ব বলে ডাকলেন। কা'ব (রা) উপস্থিত আছেন, ইয়া রাসূল্লাহ! বলে ছুটে এলেন। হাতের ইশারায় তাকে তার প্রাপ্য ঋণের অর্ধভাগ ক্ষমা করে দিতে বললেন। কা'ব (রা) বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি তাই করে দিলাম। তখন ঋণী ব্যক্তিকে বললেন, যাও অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করে দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋণী ব্যক্তির মৃত্যু হলে ওয়ারিশগণ জানাযার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করবে

হাদীস : ২৭৭২ ॥ হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসেছিলাম, এমনতাবস্থায় একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। লোকেরা রাসূল (স)-কে জানাযার নামায পড়াবার অনুরোধ জানাল। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, মৃত ব্যক্তির উপর ঋণ আছে কি? তারা বলল, না। রাসূল (স) ঐ জানাযার নামায পড়ে দিলেন। অতপর আরো একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তার সম্পর্কে রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তার উপর ঋণ আছে কি? বলা হল তাঁ, আছে-জিজ্ঞেস করলেন, সে কোন বস্তু রেখে গিয়েছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, তিনটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে গিয়েছে। তার জানাযার নামাযও পড়ালেন। অতপর তৃতীয় আর একটি জানাযা উপস্থিত করা হলো। তার সম্পর্কেও রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তার উপর ঋণ আছে কি? লোকেরা বলল তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা তার উপর ঋণ আছে। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু রেখে গিয়েছে কি? লোকেরা বলল না। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা ইয়া তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়িয়ে নাও। সাহাবী আবু কাতাদা (রা) বললেন, এর জানাযার নামায পড়িয়ে দিন ইয়া রাসূল্লাহ! তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। তখন রাসূল (স) তার জানাযার নামাজ পড়িয়ে দিলেন। -(বোখারী)

ঋণ পরিশোধের নিয়ত থাকলে তা হয়ে যায়

হাদীস : ২৭৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঋণের লোকের মাল ঋণরূপে গ্রহণ করে তার পরিশোধ করার নিয়তের সাথে, আল্লাহ তা'আলা তার ঋণ পরিশোধ করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে ঋণদাতার মাল হালাক করার নিয়তে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হালাক করবেন না। -(বোখারী)

মানুষের ঋণ পরিশোধ না করলে মাক্ফ হবে না

হাদীস : ২৭৭৪ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! বলুন তো যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই দৃঢ় পদ থেকে, সওয়াব লাভের উদ্দেশ্য করে, সম্মুখপানে অগ্রগামী থেকে পশ্চাদপদ না হয়ে, তবে আল্লাহ আমার সমস্ত গোনাহ্ মাক্ফ করে দেবেন কি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। অতপর ঐ ব্যক্তি চলে যেতে লাগল। পিছন থেকে রাসূল (স) তাকে ডেকে বললেন, কিন্তু ঋণ মাক্ফ হবে না। জিবরাঈল (আ) এসে এই কথা বলে শেলেন। -(মুসলিম)

শহীদদেরও ঋণ পরিশোধ করতে হয়

হাদীস : ২৭৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, শহীদদের সমস্ত গোনাহ্ই মাক্ফ করা হয় -ঋণ ব্যতীত। -(মুসলিম)

রাসূল (স) ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়লেন না

হাদীস : ২৭৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স)-এর কাছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে কি? যদি বলা হত যে, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে, তবে তিনি তার জানাযার নামায পড়তেন। অন্যথায় মুসলমানদেরকে বলে দিতেন তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়ে নাও।

অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে বিভিন্ন জেহাদে বিজয় দান করলেন এবং তিনি গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মাল-সম্পদের দ্বারা বাইতুল মাল সরকারী ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার করলেন, তখন বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজ অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকামী। সে মতে মু'মিনদের মধ্য হতে যে কেউ ঋণ রেখে দুনিয়া ত্যাগ করবে, ঐ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বাইতুল মালের পক্ষে আমার (তথা রাষ্ট্র প্রধানের) উপর ন্যস্ত থাকবে। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ থাকলে তার উপর বাইতুল মালের দাবী আসবে না, বরং ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট থাকলে তা তার ওয়ারিশগণ পাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করতে হয়

হাদীস : ২৭৭৭ ॥ হযরত আবু খালদা যোরাকী (রা) বলেন, একদা আমরা আমাদের এক সঙ্গী ব্যক্তি, যে নিতান্তই নিঃস্ব সাব্যস্ত হয়েছিল, তার সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে গমন করলাম। তিন বললেন, এই জাতীয় ব্যাপারে রাসূল (স) ফয়সালা করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি মরে যায় বা নিঃস্ব সাব্যস্ত হয়, তার কাছে যে ব্যক্তি স্বীয় কোন বস্তু হব্ব রক্ষিত পায়, সে তার অধিকারী হবে। -(শাফেঈ ও ইবনে মাজাহ) - ২৭৭৭ (১১২)

ঋণী ব্যক্তির ক্ষমা নেই

হাদীস : ২৭৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মর্যাদালাভে বাধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তার ঋণের দ্বারা। যতক্ষণ না তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়। -(শাফেঈ, আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ঋণী ব্যক্তির ঋণের দায়ে আছে, থাকবে

হাদীস : ২৭৭৯ ॥ হযরত রাবা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঋণী ব্যক্তি ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকবে। সে নিঃস্ব অবস্থায় থাকার অভিযোগ করতে থাকবে তার পরওয়ারদেগারের নিকট। -(শরহে সুন্নাহ)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত মুআয (রা) কর্তৃক নিতেন। তাঁর পারওনাদাররা নিজ নিজ দাবী নিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত হলে রাসূল (স) তাদের প্রাপ্য পরিশোধের জন্য হযরত মুআযের সমুদয় সম্পদ বিক্রয় করে দিলেন। এমন কি মুআয নিঃস্ব হয়ে পড়ল। মাসাবীহস সুন্নায এই হাদীস মুরসালরূপে উল্লেখ করেছে, তবে তার মূল কিতাবসমূহে এই হাদীসটি পাই নি। অবশ্য মোত্তাকা কিতাবে এটা বর্ণিত আছে।

আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মারেক (রা) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) দানবীর তরুণ ছিলেন- কোন কিছু

জমা রাখতেন না; ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এমন কি তাঁর কাছে সম্পত্তি ঋণে ঘিরে গেল। এমতাবস্থায় তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাঁর পাওনাদারদের কাছে সুপারিশ করেন। পাওনাদারদের পক্ষে প্রাপ্যের দাবী ছেড়ে দেওয়া যদি সম্ভব হত তবে তাঁরা অবশ্যই মুআযের জন্য তা ছেড়ে দিতেন। কারণ রাসূল (স) সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাদের জন্য তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে রাসূল (স) পাওনাদারদের জন্য হযরত মুআযের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন। এমনকি মুআয (রা) নিঃশ্ব হয়ে গেলেন। -(সায়ীদ তার সুনান গ্রন্থে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন)। ২৭৮৫ (৬১৬)

সক্ষম ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যায়

হাদীস : ২৭৮০ ॥ হযরত শারীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করলে তাকে লজ্জিত করা এবং শাস্তি প্রদান করা জায়েয আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রা) বলেছেন, লজ্জিত করা অর্থ তার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা আর শাস্তি প্রদান অর্থ আইনের মাধ্যমে তাকে হাজতে রাখা। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করে জানাযা পড়া উচিত নয়

হাদীস : ২৭৮১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে একটি জানাযা উপস্থিত করা হল- তার নামায পড়বার জন্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাধী মৃত ব্যক্তির উপর কোন ঋণ আছে কি? লোকেরা বলল, জি হ্যাঁ। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা রেখে গিয়েছে কি? লোকেরা বলল, জি-না। রাসূল (স) বললেন, তোমরা তোমাদের সাধীর জানাযার নামায পড়ে নাও।

তখন আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বললেন, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম-ইয়া রাসূলান্নাহ! অতপর রাসূল (স) তার জানাযার নামায পড়ালেন।

অপর এক বর্ণনায় আরও আছে, হযরত আলীকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দোষ থেকে মুক্তি দান করুন, যে রূপ তুমি তোমার মুসলমান ভাইকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করেছ। যে কোন মুসলমান তার ভাইকে ঋণ হতে মুক্ত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসে মুক্তি দান করবেন। -(শরহে সুনান) - ২৭৮৬ (৬১৪)

যে ঋণ থেকে মুক্ত থাকবে সে বেহেশতী

হাদীস : ২৭৮২ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু আসবে অথচ সে অহঙ্কার হতে মুক্ত, খেয়ানত হতে মুক্ত এবং ঋণ হতে মুক্ত অবশ্যই সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

-(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ঋণের গোনাহ সব চেয়ে বড় গোনাহ

হাদীস : ২৭৮৩ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে উপস্থিত হলে কবীরী গোনাহ সমূহের পরেই সবচেয়ে বড় গোনাহ পরিগণিত হবে এমতাবস্থায় মৃত্যু হওয়া যে, সে ঋণগ্রস্ত হয় এবং তা পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে না যায়। -(আহমদ ও আবু দাউদ) - ২৭৮৬ (৬১৫)

আপোস মীমাংসা ইসলামের বৈধ আছে

হাদীস : ২৭৮৪ ॥ হযরত আমর ইবনে আওফ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের পরস্পর আপোস-মীমাংসাকে ইসলাম অনুমোদন করে। কিন্তু যেই মীমাংসা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে, তা অনুমদিত হবে না।

মুসলমানরা পরস্পরে যে শর্ত ও চুক্তি করবে তা অবশ্য পালনীয় হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা পালনীয় হবে না। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) পায়জামা ওজন করে ক্রয় করলেন

হাদীস : ২৭৮৫ ॥ হযরত সুওয়াইদ ইবনে কায়স (রা) বলেন, আমি এবং মাখরামাতুল আকী (রা) হাজার নামক স্থান থেকে ব্যবসার জন্য কাপড় নিয়ে মক্কায় এলাম। তখন রাসূল (স) আমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি আমাদের কাছে থেকে একটি পায়জামা ক্রয় করতে চাইলেন। আমরা তাঁর কাছে তা বিক্রি করলাম। বিনিময় নিয়ে বিভিন্ন বস্তু ওজনকারী এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল, তখন রাসূল (স) তাকে পায়জামা ওজন করে দিতে বললেন। তিনি তাকে এটাও বললেন, ওজন করার সময় প্রাপ্য অপেক্ষা একটু বেশি দেবে। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। আর তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

ঋণ পরিশোধের সময় কিছু বেশি দেওয়া উচিত

হাদীস : ২৭৮৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তা পরিশোধকালে তিনি আমাকে আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দিলেন। -(আবু দাউদ)

যে ধার দেয় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়

হাদীস : ২৭৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী রবীআ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমার কাছে থেকে চল্লিশ হাজার দেবহাম ধার নিয়েছিলেন। যখন অর্থ সঞ্চয় হল, তখন তিনি আমার প্রাপ্য পরিশোধ করলেন এবং দোয়া করলেন-আল্লাহ তায়াল্লা তোমাকে ধনে-জনে বরকত দান করুন। আর বললেন, ধার দেওয়ার প্রতিদান ধারদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং ধার পরিশোধ করা। -(নাসাই)

ঋণ গ্রহিতাকে সময় দিলে পুণ্য হয়

হাদীস : ২৭৮৮ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রাপ্য থাকে অপর কারও উপর, সে যদি খাতককে কিছু দিনের সময় দান করে, তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে সঁদকা বা দান-খয়রাত করার সওয়াব তার লাভ হবে। -(আহমদ) - ৫১৬ (৩১৬)

ঋণ দাবী করলে তা পরিশোধ করা উচিত

হাদীস : ২৭৮৯ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আতওয়াল বলেন, আমার ভাইয়ের মৃত্যু হলে, তিনি তিনশত দীনার স্বর্ণ মুদ্রা রেখে গেলেন এবং নাবালক সন্তান রেখে গেলেন। আমার ইচ্ছা হল তাঁর দীনারগুলো তাঁর শিশুদের জন্য ব্যয় করব। রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমার ভাই ঋণের দায়ে আবদ্ধ হয়েছে তার ঋণ পরিশোধ কর। তিনি বলেন, সে মতে আমি গিয়ে ঋণ পরিশোধ করলাম এবং পুনরায় এসে বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! সব ঋণই পরিশোধ করেছি, শুধুমাত্র একজন মহিলা অবশিষ্ট রয়েছে। সে দুই দীনার পাওয়ার দাবী করে, কিন্তু তার কোন সাক্ষী নেই। রাসূল (স) বললেন, তাকেও দিয়ে দাও, সে সত্যবাদিনী। -(আহমদ)

ঋণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন

হাদীস : ২৭৯০ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা) বলেন, একদা আমরা মসজিদের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় বসেছিলাম, যেখানে জানাযা রাখা হত, রাসূল (স)ও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আকাশপানে চোখ উঠালেন এবং তাকালেন, অতপর দৃষ্টিকে অবনত করে ললাটের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, সোবহানাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হল।

বর্ণনাকারী বলেন, একদিন এক রাত্রি চূপই রইলাম এই সময়ের মধ্যে সব ভালই দেখলাম। মুহম্মদ বলেন, পরবর্তী দিন ভোর হলে আমি রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, কি কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বললেন, ঋণ সম্পর্কে কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে।

ঐ খোদার কসম যার হাতে মুহম্মদের প্রাণ! কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে পুনরায় দুনিয়ার জীবন লাভ করেছে, আবার শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করেছে, আবার শহীদ হয়ে পরকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তার উপর ঋণ ছিল, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।

- ৫১৭ (৩১৭) -(আহমদ ও শরহে সুন্নাহ)

দশম অধ্যায়**অংশীদারিত্ব ও ওকালত****প্রথম পরিচ্ছেদ****রাসূল (স)-এর দোয়ার বরকতে প্রচুর সম্পদ লাভ**

হাদীস : ২৭৯১ ॥ তাবেরী হযরত যুহরী ইবনে মা'বাদ থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর দাদা সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম তাঁকে নিয়ে বাজারে যেতেন এবং খাদ্যশস্য ক্রয় করতেন, অতপর তাঁর সাথে হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে যুবারের সাক্ষাৎ হত। তখন তাঁরা তাঁকে বলতেন, আপনি আমাদেরকে আপনার সাথে শরীক করুন। কেননা, রাসূল (স) আপনার বরকতের জন্য দো'আ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে নিজের সাথে শরীক করতেন। দেখা যেত, কোন সময় তিনি পূর্ণ এক উট বোঝাই মাল লাভ করতেন এবং তা নিজের বাড়ীর দিকে পাঠিয়ে দিতেন। যুহর বলেন, ব্যাপার হল এই যে, একদা আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশামকে তাঁর-মাতা রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর জন্য বরকতের দো'আ করেছিলেন। -(বোখারী)

মুহাজিররা আনসারদের বাগানে পরিশ্রম করতেন

হাদীস : ২৭৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার আনসাররা রাসূল (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের ও আমাদের ভাই মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না, আমাদের জন্য তোমাদের পক্ষ থেকে এটাই যথেষ্ট যে, তোমরা বাগানের তত্ত্বাবধানের কষ্ট স্বীকার কর, আমরা তোমাদেরকে ফলে শরীক করব। তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা একথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর দোয়ায় প্রচুর বরকত নিহিত ছিল

হাদীস : ২৭৯৩ ॥ হযরত ওরওয়া ইবনে আবুল জাহ্ন বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁকে একটি বকরী খরিদ করতে একটি দীনার দিলেন। তিনি তা দ্বারা তাঁর জন্য দুইটি বকরী খরিদ করলেন। অতপর একটি এক দীনারে বিক্রয় করে দিলেন এবং একটি বকরী ও একটি দীনার তাঁকে এনে দিলেন। অতএব, রাসূল (স) বেচাকেনার ব্যাপারে তাঁর জন্য বরকতের দো'আ করলেন। অতপর যদি তিনি মাটিও খরিদ করতেন তাতেও লাভ হত। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নেই

হাদীস : ২৭৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স)-এর নাম করে বলতেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন, দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয় যতক্ষণ না তারা একে অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাদের মধ্যে থেকে সরে পড়ি। -(আবু দাউদ) - ২৭২৮ (৩১৫)

কিন্তু রযীন বর্ধিত করেছেন, তাদের মধ্যে শয়তান এসে পৌছায়।

আমানতের খেয়ানত করা বড় গোনাহ

হাদীস : ২৭৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তার কাছে আমানত আদায় করবে যে, তোমার কাছে আমানত রেখেছে এবং খেয়ানত করবে না। যে তোমার খেয়ানত করেছে তারও না।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

সত্যায়ন করে মাল দেওয়ার নিয়ম

হাদীস : ২৭৯৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি খায়বরের দিকে যাইতে ইচ্ছা করলাম। অতপর রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম করে বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি খায়বরের দিকে যেতে ইচ্ছা করেছি। রাসূল (স) বললেন, সেখানে আমার উকিলের কাছে পৌছাবে, তার কাছে থেকে পনের ওঙ্ক খেজুর নেবে। সে যদি তোমার কাছে আমার কোন নিদর্শন তালাশ করে, তখন তুমি তার গলার হাসুলির উপর হাত রেখো। -(আবু দাউদ) - ২৭২৮ (৩১৭)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অঙ্গীকারের ওপর বিক্রয় করলে বরকত হয়

হাদীস : ২৭৯৭ ॥ হযরত সুহাইব রুমী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন জিনিসে বরকত রয়েছে, অঙ্গীকারের উপর বিক্রয় করা, ভাগের বা শরীকের ব্যবসা করা এবং ঘরের কাজে গমের সাথে যব মেশান, বিক্রয়ের জন্য নয়। -(ইবনে মাজাহ) - ২৭২৮ (৩২৬)

কোরবানীর পশুর ব্যবসা করা যায়

হাদীস : ২৭৯৮ ॥ হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) একটি কোরবানীর পশু খরিদ করার জন্য একটি দীনার দিয়ে তাঁকে বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দীনার দিয়ে একটি দুগ্ধা খরিদ করলেন এবং তা দুই দীনারে বিক্রয় করলেন। অতপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। আবার গিয়ে এক দীনার দিয়ে একটি কোরবানীর পশু খরিদ করে নিলেন, অতপর পশু ও অতিরিক্ত দীনার এনে রাসূল (স)-কে দিলেন। রাসূল (স) তা দান করে দিলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন যেন তাঁর ব্যবসাতে বরকত হয়। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) - ২৭২৮ (৩২২)

একাদশ অধ্যায়

কারো সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ধার ও ক্ষতিপূরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জোর করে সম্পদ দখল করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ২৭৯৯ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কারো এক বিষয় যমীন জবর দখল করেছে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক থেকে ঐ পরিমাণ যমীন বেড়ি রূপে পরিণে দেওয়া হবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

অন্যের পুত্তর দুধ বিনা অনুমতিতে দোহন করা নিষেধ

হাদীস : ২৮০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কারো বিনা অনুমতিতে তার পুত্তর দুধ না দোহায়। কেননা, তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে, কেউ তার দোতলায় পৌছাক, আর তার ভাণ্ডার ভেঙ্গে তার খাদ্যশস্য নিয়ে যাক। নিশ্চয় তাদের পুত্তর স্তন তাদের জন্য খাদ্যকে (দুধকে) ভাণ্ডার করে রাখে।

-(মুসলিম)

কারও কোন জিনিস ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়

হাদীস : ২৮০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) তাঁর জনৈক স্ত্রীর ঘরে ছিলেন, এমন সময় উম্মুল মুমিনীনদের অপর একজন বড় পেয়ালায় করে রাসূল (স)-এর জন্য কিছু খাদ্য পাঠালেন। এতে রাগান্বিত হয়ে রাসূল (স) যার ঘরে ছিলেন, তিনি খাদ্যদেয়ের হাতে আঘাত করলেন, যাতে পেয়ালা পড়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। রাসূল (স) পেয়ালার টুকরাগুলো একত্রিত করলেন, অতপর তাতে যে খাদ্য ছিল তা জমা করতে লাগলেন এবং বললেন, তোমার মাতা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। এ সময় তিনি খাদ্যদেয়কে ততক্ষণ আটকো রাখলেন, যতক্ষণ না তিনি যার ঘরে ছিলেন তাঁর ঘর থেকে একটি আস্ত পেয়ালা আনা হল। অতপর আস্ত পেয়ালাটি তিনি তাঁকে দিলেন, যার পেয়ালা ভাঙ্গা হয়েছিল এবং ভাঙ্গাটি তাঁর জন্য রাখলেন যিনি তা ভেঙেছিলেন। -(বোখারী)

লুণ্ঠন করা শক্ত গোনাহের কাজ

হাদীস : ২৮০২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লুণ্ঠন করতে ও কারো নাক-কান কেটে দিতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী)

চুরি করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ২৮০৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমনায় একবার সূর্য গ্রহণ হল, যেদিন রাসূল (স)-এর পুত্র ইবরাহীম ইশ্তেকাল করলেন। রাসূল (স) মানুষকে নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়লেন ছয় রাকাত চার সিজদা দিয়ে। তিনি নামায শেষ করলেন আর সূর্য তার অবস্থায় ফিরে গেল। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদেরকে যেসব জিনিসের ওয়াদা দেওয়া হয় আমি আমার এই নামাযে সেসব দেখেছি। এসময় আমার সম্মুখে দোযখকে আনা হয়েছিল, আর এটি তখনও হয়েছিল যখন তোমরা আমাকে দেখেছিলে, আমাতে আগুনের ফুলকি পৌছানোর ভয়ে আমি পিছনে হটছিলাম। এমন কি বাঁকা মাথা লাঠিওয়ালাকেও দেখেছি, যে তাতে আপন নাড়ী-ভুঁড়ি টানছে। সে বাঁকা মাথা লাঠি দ্বারা হাঙ্গীদেবের জিনিস চুরি করত। যদি লোকে টের পাইত, বলত, আমার লাঠির মাথা আটক হয়ে গিয়েছে, আর যদি টের না পেত তা নিয়ে যেত। এমন কি আমি দোযখে বিড়ালওয়ালীকেও দেখেছি, যে তাকে বেঁধে রেখেছিল, অথচ তাকে খাদ্য দিত না, আর ছেড়েও দিত না, যাতে সে মাটির জীব ইঁদুর ইত্যাদি ধরে খেতে পারে, অবশেষে সেটি ক্ষুধায় মারা যায়। অতপর আমার কাছে বেহেস্তয়ার আনা হল, আর তা ঐ সময় হয়েছিল যখন তোমরা দেখলে আমি সামনে এগুলাম এমন কি আমি আমার এই অবস্থানে দাঁড়িলাম। নিশ্চয় আমি তখন এই ইচ্ছায় হাত বাড়িয়ে দিলাম যে, আমি তার ফল নই, যাতে তোমরা তা দেখতে পাও। অতপর আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমি এটা যেন না করি। -(মুসলিম)

রাসূল (স) অনুসন্ধানের বের হলেন

হাদীস : ২৮০৪ ॥ তাবেরী কাতাদা বলেন, আমি সাহাবী হযরত আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা মদীনায চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, শত্রু আসছে, তখন রাসূল (স) আবু তালহা থেকে এটি ঘোড়া ধার নিলেন, যার নাম ছিল মানদুব এবং অনুসন্ধানের জন্য তাতে সওয়ার হলেন, কিন্তু যখন ফিরলেন, বললেন, আমি তো কিছু দেখেছিলাম না। আর আমি এই ঘোড়াকে দ্রুতগামীই পেলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পতিত জমির মালিক তার আবাদকারী

হাদীস : ২৮০৫ ॥ হযরত সায়ীদ ইবনে যায়দ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে পতিত জমি আবাদ করে তা তারই। অন্যায় দখলকারীর মেহনতের কোন হক নেই। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। মালিক ওরওয়া থেকে মুরসালরূপে। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান গরীব।)

কারও প্রতি জুলুম করা বড় অন্যায় কাজ

হাদীস : ২৮০৬ ॥ হযরত আবু হুররা রাঈশী তাঁর চাচা সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! কেউ কারো প্রতি জুলুম করবে না। সাবধান! কারো মাল তার মনের সন্তোষ ব্যতীত কারো জন্য হালাল নয়।

-(বায়হাকী শোআবুল ইমানে, দারে কুতনী মুজতাবায়)

সম্পদ লুট করলে সে মুসলমান নয়

হাদীস : ২৮০৭ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইসলামে জলব এবং জনব নেই শেগার নেই। আর যে কোন প্রকার লুট করেছে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। -(তিরমিযী)

জোর করে কিছু নিলে তা ফেরত দিতে হবে

হাদীস : ২৮০৮ ॥ হযরত সায়েব তাঁর বাপ সাহাবী ইয়াযীদেদের মাধ্যমে রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের লাঠি হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে রেখে দেবার উদ্দেশ্যে কেড়ে না নেয়। যে তার ভাইয়ের লাঠি কেড়ে নিয়েছে সে যেন তা তাকে ফেরত দেয় অন্যথায় গজব হবে। -(তিরমিযী আবু দাউদ)

কারণ কাছে হবহ তার মাল যাবে তা তারই

হাদীস : ২৮০৯ ॥ হযরত সামুরূ ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে তার হবহ মাল কারো কাছে পেয়েছে, সে তার হকদার। খরিদার ধরবে তাকে যে তার কাছে বিক্রয় করেছে। -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাই)

যে যা গ্রহণ করে সে তার জন্য দায়ী

হাদীস : ২৮১০ ॥ হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে যা গ্রহণ করেছে সে তার জন্য দায়ী, যতক্ষণ না তা আদায় করে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) - ১৫২৮ (৩১৩)

দিনে বাগানওয়ালা বাগান পাহারা দেবে

হাদীস : ২৮১১ ॥ তাবেয়ী হারাম ইবনে সা'দ ইবনে মুহায়াস হতে বর্ণিত, একবার হযরত বারা ইবনে আয়েব (রা)-এর একটি উট কারো বাগানে ঢুকে তা নষ্ট করে দিল। এক্ষেত্রে রাসূল (স) বিচার করলেন, দিনে বাগান রক্ষা করার দায়িত্ব বাগানওয়ালার, আর রাতে পশু যার নষ্ট করবে সে জন্য দায়ী পশুওয়ালা। -(মালিক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আগুনে কোন কিছু ক্ষতি হলে তার দণ্ড নেই

হাদীস : ২৮১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, পা দণ্ডহীন এবং বলেছেন আগুন দণ্ডহীন। -(আবু দাউদ) ১৫২৯ (৩১৪)

অনুমতি ছাড়া কোন কিছু খাওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২৮১৩ ॥ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী, সাহাবী হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কোন পশুপালের কাছে পৌছে, তখন যদি তাতে তাদের মালিক থাকে, তবে যেন সে তার কাছে থেকে অনুমতি নেয়, আর যদি তাতে মালিক না থাকে, তবে যেন সে তিনবার শব্দ করে। যদি কেউ তাতে সাড়া দেয়, তবে তার কাছে থেকে অনুমতি নেয়, আর যদি কেউ সাড়া না দেয়, তবে যেন সে দুধ দোহায় এবং খায়, কিন্তু কিছু যেন নিয়ে না যায়। -(আবু দাউদ)

বাগানে বসে খাওয়া যাবে কিন্তু সাথে করে নেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৮১৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বাগানে পৌছে সে যেন তা থেকে খায়, তবে আঁচলে ভরে কিছু না নিয়ে যায়। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

ধারে জিনিস লওয়া যায়

হাদীস : ২৮১৫ ॥ তাবেয়ী উমাইয়া ইবনে সাফওয়ান তাঁর বাবা সাফওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, হুসাইন যুদ্ধের তারিখে রাসূল (স) তাঁর লৌহবর্ম সমূহ ধারে নিলেন। তখন সাফওয়ান বললেন, হে মুহম্মদ, জোর করে নিলে? রাসূল (স) বললেন, না; বরং ধার নিলাম, ফেরত দেওয়া হবে। -(আবু দাউদ)

ধারের বস্তু অবশ্যই ফেরত দিতে হবে

হাদীস : ২৮১৬ ॥ হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ধারের বস্তু ফেরত দিতে হবে। মিনহা ফেরত দিতে হবে, ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদারের দণ্ড দিতে হবে।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

গাছের নিচে পড়ে থাকা ফল খাওয়া যায়

হাদীস : ২৮১৭ ॥ হযরত রাফে ইবনে আমর গেফারী (রা) বলেন, আমি ছোট ছিলাম। আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়তাম। একবার আমাকে রাসূল (স)-এর কাছে ধরে আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ছেলে তুমি কেন খেজুর গাছে ঢিল ছোঁড়? বললাম খাইতে। তিনি বললেন, ঢিল ছুঁড়িও না। গাছের নিচে যা পড়ে খাইও। রাবী বলেন, অতপর তিনি তার মাথার উপর হাত বুলাইয়া বললেন, আল্লাহ তুমি তার পেটকে ভরে দাও।

- ১৫২৮ (৩১৫)

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জোর করে সম্পদ দখল করা আল্লাহর আইনের বিরোধী

হাদীস : ২৮১৮ ॥ সেই ইয়ালা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো এক বিষত জমি দখল করে, তাকে আল্লাহ তা সাত তবকের শেষ পর্যন্ত খুড়তে বাধ্য করবেন। অতপর তার গলায় তা শিকল রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না মানুষের বিচার শেষ করা হয়। -(আহমদ)

জবর দখল ভূমি কিয়ামতে গলায় বেঁধে দেওয়া হবে

হাদীস : ২৮১৯ ॥ তাবেরী সালেম তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অনধিকারে কারো কিছু যমীন নিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীন পর্যন্ত বেড়ী পরিয়ে দেয়া হবে। -(বোখারী)

জবর দখল জমির মাটি মাথায় করে কিয়ামতে হাজির হবে

হাদীস : ২৮২০ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে অন্যায় ভাবে কারো কোন জমি দখল করেছে, তাকে তার মাটি হাশরের মাঠে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে। -(আহমদ)

দ্বাদশ অধ্যায়

শোফার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশীকে তার মাল রাখার অনুমতি দিতে হবে

হাদীস : ২৮২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার দেওয়ালে তার কোন প্রতিবেশীকে কড়িকাঠ রাখতে নিষেধ না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বাড়ীর পাশে সাত হাত পরিমাণ রাস্তা রাখবে

হাদীস : ২৮২২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোন রাস্তার পাশ সম্পর্কে মতভেদ করবে, তখন তার পাশে সাত হাত ধরা হবে। -(মুসলিম)

কোন জমি ভাগ হয়ে গেলে আর দেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৮২৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) শোফার ফয়সালা করেছেন সেসব স্থাবর সম্পত্তিতে, যা ভাগ করা হয়নি। যখন সীমানা চিহ্নিত হয় ও পথ পৃথক করা হয় তখন শোফা নেই। -(বোখারী)

রাসূল (স) অনেক সম্পদ ভাগ করে দিয়েছেন

হাদীস : ২৮২৪ ॥ সেই হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক এমন শরীকী সম্পত্তিতে শোফা অধিকার দিয়েছেন যা বিভক্ত করা হয়নি। চাই বাড়ী ভিটা হোক চাই বাগান। তার পক্ষে তার বিক্রয় করা জায়েয নহে, যতক্ষণ না তার শরীককে খবর দেয়া হয়। শরীক ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা না করলে ছেড়ে দেবে। যখন এ খবর না দিয়ে বিক্রয় করবে, শফীই তার হকদার হবে। -(মুসলিম)

নিকটতম প্রতিবেশীই বেশি হকদার

হাদীস : ২৮২৫ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কাছে প্রতিবেশীই শোফার হকদার, তার নৈকট্যের কারণে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাড়ী ও জমি বিক্রয় করলে তাতে বরকত নেই

হাদীস : ২৮২৬ ॥ হযরত সাযীদ ইবনে হুরাইস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বাড়ী অথবা জমি বিক্রয় করেছে, তার কাজে বরকত না হওয়ারই সে উপযুক্ত। তবে যদি সে তা এরূপ কাজে লাগায় তা ভিন্ন কথা। -(ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

প্রতিবেশী তার অংশীদার

হাদীস : ২৮২৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পড়শী শোফার হকদার। তার জন্য এ ব্যাপারে অপেক্ষা করা হবে যদিও সে অনুপস্থিত থাকে, যখন উভয়ের পথ এক হয়। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

প্রত্যেক জিনিসের ভাগ আছে

হাদীস : ২৮২৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, শরীক হল শফী, আর প্রত্যেক স্থাবর জিনিসেই শোফা রয়েছে। -তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি তাবেয়ী ইবনে আবুল মুলাইকা হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই বিস্তৃত কথা। - যত্ন (১১১)

যে বড়ই গাছ কাটে আল্লাহ তার মাথা নিচু করে দেন

হাদীস : ২৮২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুবাইশ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বড়ই গাছ কেটেছে তাঁকে আল্লাহ মাথা নিচু করে দোযখে ফেলবেন। -আবু দাউদ ইহা বর্ণনা করে বলেন যে, হাদীসটি সফিকু। ইহার মর্ম হল, যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে তার কোন ফায়দা ব্যতীত মাঠের বড়ই গাছ কেটেছে যার নিচে মুসাফির ও পশুআদি আশ্রয় নেয়, আল্লাহ তার মাথাকে নিচু করে দোযখে ফেলবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃপ, নর খেজুর গাছে ভাগ নেই

হাদীস : ২৮৩০ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, যখন যমীনে সীমানা চিহ্নিত হয়, তখন তাতে শোফা নাই। কৃপ ও নর খেজুর গাছেও শোফা নাই। -(মালিক)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাগান ও ভূমি বর্গা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) খায়বারের জমি ইহুদীদের দান করলেন

হাদীস : ২৮৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) খায়বার বাগান ও যমীন খায়বারের ইহুদীদেরকে বর্গা দিয়েছিলেন। তারা নিজেদের অর্থে তাতে কাজ করবে আর রাসূল (স) তার ফলের আধা পাবেন।

-(মুসলিম)

বোখারীর বর্ণনায় আছে -রাসূল (স) খায়বারকে ইহুদীদের কাছে বর্গা দিয়েছিলেন, তারা তাতে মেহনত করবে ও শস্য বুনবে, আর তাদের জন্য উৎপাদনের অর্ধেক হবে।

জমি বর্গা করা ঠিক নয়

হাদীস : ২৮৩২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা বর্গার কারবার করতাম, আর এতে কোন আপত্তি আছে বলে মনে করতাম না, যতক্ষণ না রাফে ইবনে খাদীজ বললেন, রাসূল (স) তা নিষেধ করেছেন। অতপর ইহার কারণে আমরা তা ত্যাগ করলাম। -(মুসলিম)

জমি বর্গা দিলে কাউকে ঠকান যাবে না

হাদীস : ২৮৩৩ ॥ তাবেয়ী হানযালা ইবনে কায়স হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার দুই চাচা আমাকে বলেছেন, তাঁরা রাসূল (স)-এর যুগে এইরূপ যমীন কেয়ায়া (বর্গা) দিতেন, যা খালের নিকটের যমীনে ফলবে তা তাদের। অথবা যমীনওয়ালা অপর কোন অংশ বাদ রাখত। অতপর রাসূল (স) আমাদেরকে এইরূপ করতে নিষেধ করলেন। হানযালা বলেন, আমি রাফেকে জিজ্ঞেস করলাম দেহাম ও দীনারের বিনিময়ে কেয়ায়া দেওয়া কেমন? তিনি বললেন, ইহা কোন আপত্তি নেই। রাফে বলেন, যা ইহাতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এই সুরতই। হালাল-হারাম অভিজ্ঞ বিবেচক ব্যক্তির যদি এই সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন, তবে উহার অনুমতি দেবেন না। যেহেতু তাতে বিপদের ঠকাঠিকির আশঙ্কা রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জমি বর্গা চাষ জামেয় আছে

হাদীস : ২৮৩৪ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা মদীনার সর্বাপেক্ষা অধিক জমিওয়ালা ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ তার যমীন এইভাবে বর্গা দিত, বলত, যমীনের এই টুকরা আমার আর এই টুকরা তোমার। অথচ কখনো কখনো এই টুকরায় ফসল উৎপন্ন হত আর ঐ টুকরায় হত না। অতপর রাসূল (স) তাদেরকে তা নিষেধ করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

জমি বর্গা দিলে কৃপণের উপায় হয়

হাদীস : ২৮৩৫ ॥ তাবেয়ী আমর ইবনে দীনার বলেন, আমি তাবেয়ী তউসকে বললাম, আপনি যদি বর্গা দেওয়া ছেড়ে দিতেন। কেননা, ওলামারা মনে করেন, রাসূল (স) তা নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমর! আমি কৃষকদের দান করি এবং সাহায্যও করি। আমাদের ওলামাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমাদের কারও পক্ষে আপন ভাইকে বিনা বিনিময়ে ধাররূপে জমি দেওয়া তার উপর নির্দিষ্ট কর গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম। -(বোখারী ও মুসলিম)

জমি থাকলে চাষ করতে হবে

হাদীস : ২৮৩৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার কোন জমি আছে সে যেন তাতে চাষ করে অথবা তার ভাইকে মোফতে দেয়নি সে তা না করে, তবে সে তার জমি ধরে রাখুক। -(বোখারী ও মুসলিম)

লাঙ্গল ও চাষের যন্ত্রপাতি অকল্যাণকর

হাদীস : ২৮৩৭ ॥ হযরত আবু উমামা বহেলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একটি লাঙ্গল ও কিছু চাষের যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে জাতির ঘরেই এইগুলো প্রবেশ করবে, সেই জাতিতেই আল্লাহ লাঞ্ছনা প্রদীপ্ত করাবেন। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি ছাড়া অন্যের জমি চাষ করা যাবে না

হাদীস : ২৮৩৮ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন লোকের অনুমতি ব্যতীত তার জমিতে কৃষি করেছে, তার জন্য কৃষিতে কোনও অংশ নেই। সে তার খরচ পাবে মাত্র।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্গা যে নেবে সে জমির ফসলের অর্ধেক পাবে

হাদীস : ২৮৩৯ ॥ তাবেয়ী কায়স ইবনে মুসলিম হযরত ইমাম আবু জাফল মুহম্মদ বাকের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মদীনার কোন মুহাজির পরিবারই ছিল না, যারা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের উপর বর্গার কারবার করেন নি। বর্গার কারবার করেছেন, হযরত আলী, সাদ ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, কাসেম ইবনে মুহম্মদ, ওরওয়া ইবনে জুবাইর এবং হযরত আবু বকরের পরিবার, ওমরের পরিবার, আলীর পরিবার ও ইবনে সীরীন। আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ বলেন, আমি বর্গায় আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদে অংশীদার ছিলাম। হযরত ওমর (রা) লোকের সাথে বর্গার কারবার করেছেন নিম্নরূপে- যদি ওমর (রা) নিজ হাতে বীজ দেন, তবে তিনি অর্ধেক পাবেন আর যদি তার (কৃষকরা) বীজ দেয় তবে তারা এত পাবে। -(বোখারী)

চতুর্দশ অধ্যায়

ভাড়া ও শ্রম বিক্রয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জমি ইজারা দেওয়া যায়

হাদীস : ২৮৪০ ॥ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, সাহাবী সাবেত ইবনে যাহ্‌হাক মনে করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বর্গা নিষেধ করেছেন এবং ইজারার আদেশ দিয়েছেন। সাবেত বলেন, ইজারাতে কোন আপত্তি নেই। -(মুসলিম)

শিক্ষাদাতার মজুরী হালাল

হাদীস : ২৮৪১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) শিক্ষা নিয়েছেন এবং শিক্ষাদাতাকে মজুরী দিয়েছেন এবং তিনি নাকে ঔষধও টেনেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

প্রত্যেক নবীই ছাগল চরাতেন

হাদীস : ২৮৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠান নি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম। -(বোখারী)

স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করা নিষেধ

হাদীস : ২৮৪৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। ক. যে ব্যক্তি আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তা ভঙ্গ করেছে। খ. যে ব্যক্তি স্বাধীন মানুষকে বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়েছে এবং গ. যে ব্যক্তি মজুরীতে মজুর রেখে তার কাছে থেকে পূর্ণ কাজ নিয়েছে অথচ তার মজুরী পূর্ণ করেনি। -(বোখারী)

সাপে কাটলে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিতে হয়

হাদীস : ২৮৪৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে একদল এক পানির কূপওয়ালাদের কাছে পৌঁছালেন, যাদের একজনকে বিচ্ছূতে অথবা সাপে কেটেছিল। কূপওয়ালাদের এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের মধ্যে কোন মন্ত্র জানা লোক আছে কি? এই পানির ধারে একজন বিচ্ছূতে কাটা বা সাপে কাটা লোক রয়েছে। তখন তাদের মধ্যে থেকে আবু সায়ীদ খুদরী গেলেন এবং কতক ভেড়ার বিনিময়ে তার উপর সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলেন। এতে সে ভাল হয়ে গেল এবং সাহাবি ভেড়াগুলো নিয়ে আপন সহচরদের কাছে এলেন। এটি পছন্দ করলেন না এবং বলতে লাগলেন, আপনি কি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে উজুরা নিলেন? অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! ইনি কিতাবুল্লাহর বিনিময়ে উজুরা গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে উজুরা গ্রহণ করে থাক, তাদের মধ্যে হল কিতাবুল্লাহ অধিকতর উপযোগী। -(বোখারী)

অপর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা ঠিক করেছ, উহা ভাগ কর এবং আমার জন্যও তোমাদের সাথে এক ভাগ রাখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দেওয়ায় পাগল ভাল হল

হাদীস : ২৮৪৫ ॥ তাবেরী খারেজা ইবনে সালত তাঁর চাচা সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর কাছে থেকে রওয়ানা করলাম এবং একটি আরব গোত্রের কাছে পৌঁছলাম। তারা বলল, আমরা সংবাদ পেয়েছি, আপনারা ঐ ব্যক্তির কাছে থেকে কল্যাণ নিয়ে আসছেন। আপনাদের কাছে কি কোন ঔষদ বা মন্ত্র আছে? আমাদের কাছে বন্ধনে আবদ্ধ একটি পাগল আছে। আমরা বললাম হ্যাঁ আছে। তারা বন্ধন সহকারে পাগলটাকে নিয়ে আসলেন। আমি তিন দিন যাবৎ সকাল-বিকাল তার উপর এইরূপে সূরা ফাতিহা পড়লাম, আমি আমার থুথু একত্র করে তার উপর ফুকতাম। তিনি বলেন, এতে সে যেন হঠাৎ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল। অতপর তারা আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিল। আমি বললাম, না, এটা আমি খাব না। যতক্ষণ না আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, খাও! আমার জীবনের শপথ অবশ্য যে ব্যক্তি বাতেল মন্ত্র দ্বারা খায়! আর তুমি খাচ্ছে সত্য মন্ত্র দ্বারা। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

শ্রমিকের পারিশ্রমিক ঘাম শুকাবার আগেই পরিশোধ করতে হবে

হাদীস : ২৮৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শ্রমিককে তার পরিশ্রমিক তার ঘাম শুকাবার পূর্বেই আদায় করে দেবে। -ইবনে মাজাহ। (হাসান সনদের সাথে। আবু ইয়াল হযরত আবু হুরায়রা থেকে, তাবরানী জাবের হতে এবং হাকীম তিরমিযী আনাস হতে বর্ণনা করেছেন।)

যদি কেউ ঘোড়ায় চড়ে এসেও কিছু চায় তবে তাকে দিতে হবে

হাদীস : ২৮৪৭ ॥ ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যা এল্লাকারী হক রয়েছে, যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে। -(আহমদ ও আবু দাউদ, আর মাসাবীহতে মুরসালরূপে।) - ১৫২০ (১২৭)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত মুসা (আ) মোহরানার বিনিময়ে মজুরী খেটেছেন

হাদীস : ২৮৪৮ ॥ হযরত ওত্বা ইবনে নুদার (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি সূরা কাহাছের 'তা' 'হীন' 'মীম' থেকে পড়তে আরম্ভ করে হযরত মুসার কাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, মুসা (আ) মহরানা ও পাহারার বিনিময়ে আট কি দশ বৎসর নিজেকে মজুরীতে খাটিয়েছিলেন। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ) - ১৫২০ (১২৭)

কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে হাদীয়ার ব্যাপারে ফয়সালা

হাদীস : ২৮৪৯ ॥ হযরত ওবাদা ইবনে সাবেত (রা) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলান্নাহ! এক ব্যক্তি যাকে আমি লেখা এবং কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম, সে আমার জন্য একটি ধনুক উপহার পাঠিয়েছে, যা মূল্যবান কোন মাল নয়, সুতরাং আমি কি তা দিয়ে জেহাদে তীর মারতে পারব? তিনি বললেন, যদি তুমি দোযখের শিকল গলায় পরতে ভালবাস, তবে তা গ্রহণ করতে পার। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

পঞ্চদশ অধ্যায় সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অতিরিক্ত পানি নেওয়াতে বাধা দেবে না

হাদীস : ২৮৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কাউকে অতিরিক্ত পানি নিতে বাধা দিও না। অথচ তোমাদের বাধা দেওয়া হবে অতিরিক্ত ঘাসে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না

হাদীস : ২৮৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি রহমতের নজরে দেখবেন না। ১. যে ব্যক্তি কোন পণ্য সম্পর্কে হলফ করেছে যে, ইহার যে মূল্য বলা হচ্ছে তা অপেক্ষা এর আগে অধিক মূল্য বলা হয়েছে, অথব সে মিথ্যুক। ২. যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের মাল গ্রহণ করতে আসরের পর মিথ্যা হলফ করেছে এবং ৩. যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি নিতে বাধা দিয়েছে। তখন আল্লাহ তায়াল্লা বলবেন, আজ আমি বাধা দেব তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহে, যেভাবে তুমি বাঁধা দিয়েছিলে যা তোমার হাত সৃষ্টি করেনি তাতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে তার মালিক আবাদকারী

হাদীস : ২৮৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে এমন যমীন আবাদ করেছে যাহা কারও মালিকানায় নহে। সেই তার হকদার। তাবেয়ী ওরওয়া ইবনে যুবারর বলেন, হযরত ওমরও তাঁর খেলাফতকালে এই হুকুম দিয়েছিলেন। -(বোখারী)

চারগভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

হাদীস : ২৮৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত সা'ব ইবনে জাসসামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত চারগভূমি রক্ষা করার অধিকার কারও নেই। -(বোখারী)

নিজের হক পুরোপুরি আদায় করা যায়

হাদীস : ২৮৫৪ ॥ তাবেয়ী ওরওয়া (রা) বলেন, হাররা হতে প্রবাহিত নালার পানি বন্টন সম্পর্কে আমার পিতা যুবাররের এক আনসারের সাথে বিবাদ হল। তখন রাসূল (স) বললেন, যুবারর, তুমি তোমার যমীনে পানি দাও, অতপর তোমার প্রতিবেশীর যমীনের দিকে ছাড়িয়ে দাও। আনসারী বলে উঠল, আপনার ফুফাত ভাই, তাই তো। এতে রাসূল (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এবার তিনি বললেন, যুবারর, তুমি তোমার যমীনে পানি দাও, অতপর তা আটকিয়ে রাখ যাতে পানি আইল পর্যন্ত পৌছে, অতপর তোমার প্রতিবেশীর যমীনের দিকে ছেড়ে দাও। এখন রাসূল (স) স্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা যুবাররকে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন, যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করল, তার প্রথমে তাদেরকে এমন নির্দেশ দিয়ে ছিলেন যাতে উভয়ের সুবিধা ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়া দৌড় পরিমাণ ভূমি পেলেন

হাদীস : ২৮৫৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) হযরত যুবাররকে তাঁর ঘোড়ার এক দৌড়ের পরিমাণ ভূমি দিতে বললেন। সুতরাং যুবারর আপন ঘোড়া দৌড়ালেন, অবশেষে ঘোড়া থেমে গেল, অতপর তিনি আপন বেত নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, তাকে তার বেত পৌছানোর স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও।

-৫১০ (৩৮৫) ১৬৩০

-(আবু দাউদ)

অনাবাদী বা খাস ভূমির দখলকারই তার মালিক

হাদীস : ২৮৫৬ ॥ হযরত হাসান বসরী (রা) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে তিনি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তিমালিকহীন যমীনের চারিপার্শ্বে আইল ঘেরা দিয়েছে সে যমীন তার। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) যুবাররকে খেজুর বাগান দান করলেন

হাদীস : ২৮৫৭ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যুবাররকে এক খণ্ড খেজুর বাগান দান করেছিলেন। -(আবু দাউদ)

রাসূল কর্তৃক হুজরাকে ভূমি দান

হাদীস : ২৮৫৮ ॥ তাবেরী আলকামা তাঁর পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজরা থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) তাঁকে ইয়ামানের হায়রামাওতে একখণ্ড যমীন দান করেছিলেন। ওয়ায়ের বলেন, এ জন্য আমার সাথে মুআবিয়া-কে পাঠিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন, তাকে তা মেপে দাও। - (তিরমিযী ও দারেমী)

রাসূল (স) কর্তৃক দানকৃত ভূমি ফেরৎ নেওয়া

হাদীস : ২৮৫৯ ॥ হযরত আবইয়ায ইবনে হাম্মাল মাআরেবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-এর কাছে আপন গোত্রের প্রতিনিধি রূপে এলেন, এসময় তিনি মাআরেবস্থ নিমকের কূপটি তাঁর কাছে দান রূপে চাইলেন। তিনি তাঁকে তা দান করলেন। যখন তিনি রওয়াল্লা হলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি তাঁকে প্রসবণের অফুরন্ত পানি দিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, অতপর রাসূল (স) তাঁর কাছে থেকে তা ফেরত নিলেন। রাবী বলেন, আবইয়ায এটাও জিজ্ঞেস করেন যে, আরাক গাছের কোনটি রক্ষিত করা যায়? রাসূল (স) বললেন, যা উটের ক্ষুর পায় না। অর্থাৎ মানুষের নাগালের বাইরে। - (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

তিন জিনিসে সকল মুসলমানের অংশীদার

হাদীস : ২৮৬০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন জিনিসে সকল মুসলমান সমান শরীক, পানি, ঘাস ও আগুন। - (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

খাস ভূমি বা সম্পদ প্রথম যে পাবে তা তার

হাদীস : ২৮৬১ ॥ হযরত আসমার ইবনে মুযারেস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে এসে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করলাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোন পানির কাছে প্রথম পৌছেছে যার কাছে তার আগে কোন মুসলমান পৌছেনি তা তার। - (আবু দাউদ) - ১/১২০ (১৩৯)

পতিত ভূমির মালিক আল্লাহ ও তার রাসূল

হাদীস : ২৮৬২ ॥ তাবেরী তাউস ইবনে কায়সার মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ তা করবে তারই হবে। মালিকহীন যমীন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতপর আমার পক্ষ থেকে তা তোমাদের। - (শাফেঈ) - ১/১২০ (১৩৯)

শরহে সুন্নাহর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে মদীনায় বসতবাড়ীর জায়গা জায়গীর রূপে দান করলেন, আর তা ছিল আনসানদের খেজুর বাগান ও বাড়ীর ইমারতের মধ্যস্থলে। তখন আনসারীদের বনী আবদে যুহরা গোত্র বলে উঠল, ইয়া রাসূল্লাহ! উম্মে আবদের পুত্রকে আমাদের সাথে দূরে রাখুন। তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, তবে কেন আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন? আল্লাহ সেই জাতিকে পবিত্র করেন না যাদের মধ্যে দুর্বলের হক দেওয়া হয় না।

রাসূল কর্তৃক পানি বন্টনের ব্যবস্থা

হাদীস : ২৮৬৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআযব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) মাহযুরা মাঠের পানি সম্পর্কে ফয়সালা করেছেন-তা আটকিয়ে রাখা হবে, যতক্ষণ না তা পায়ের ছোট গিরা পর্যন্ত পৌছে। অতপর উপরের ব্যক্তি নিচের ব্যক্তির যমীনের দিকে ছেড়ে দেবে। - (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

সামুরা কর্তৃক রাসূলের নির্দেশ অমান্য

হাদীস : ২৮৬৪ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, এক আনসারীর বাগানের মধ্যে তার কতক খেজুর গাছ ছিল। তার আনসারীর সাথে তাঁর পরিবার ছিল। সামুরা সেখানে প্রবেশ করতেন এবং তাতে আনসারীর কষ্ট হত। এ কারণে আনসারী রাসূল (স)-এর কাছে এসে তাঁর কাছে তার উল্লেখ করলেন। রাসূল (স) সামুরা (রা)-কে ডেকে তা বিক্রি করতে বললেন। কিন্তু সামুরা তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, এর পরিবর্তে অন্য কোথাও গাছ নিয়ে নাও। কিন্তু সামুরা এতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, তুমি তাকে তা দান কর আর তোমার জন্য বেহেশতে এই হবে। মোটকথা, রাসূল (স) তাকে এমন কথা বললেন যাতে তাকে উৎসাহিত করা হল, কিন্তু এতেও তিনি স্বীকার করলেন না। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি প্রতিবেশীর পক্ষে ক্ষতিকর এবং আনসারীকে বললেন, যাও তুমি তার গাছ কেটে ফেল। - (আবু দাউদ) - ১/১২০ (১৩৯)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল কর্তৃক আয়েশাকে উৎসাহিত করা

হাদীস : ২৮৬৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, ইয়া রাসূল (স)! কোন জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করা হালাল নই? তিনি বললেন, পানি, নিমক ও আগুন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম এই পানির কথার তাৎপর্য তো বুঝলাম কিন্তু নিমক ও আগুনের কথার তাৎপর্য কি? তখন তিনি বললেন, হে হোমায়রা (আয়েশা!) যে আগুন দান করেছেন সে যেন আগুনে যা পাক করেছে সে সমস্ত দান করেছে। আর যে নিমক দান করেছে সে যেন নিমকে যা সুস্বাদু করেছে তা সমস্ত দান করেছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানি পান করিয়েছে সেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে, সে যেন একটা দাস আয়াদ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানির শরবত পান করিয়েছে সেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে, সে যেন তাকে জীবন দান করেছে। -(ইবনে মাজাহ)- ১৩৬৪

ষোড়শ অধ্যায়

ওয়াকফ বিষয়ক বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর কর্তৃক অপূর্ব দান

হাদীস : ২৮৬৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা) খায়বরের গণীমতের এক ঋণ ভূমি লাভ করলেন। অতপর তিনি রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি খায়বরের এক ঋণ ভূমি লাভ করেছি, যা অপেক্ষা উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। এখন রাসূল (স) আমাকে এতে কি করতে বলেন? তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি যদি চাও এর মূল রক্ষা করে লভ্য দান করতে পার। সুতরাং ওমর (রা) এতে ঐকপেই দান করলেন যে, তার মূল বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে এবং তাতে উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হবে না। উহা দান করা হবে অভাবীদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, দান মুক্তকরণে, আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ জেহাদে) মুসাফিরদের জন্য ও মেহমানদের জন্য। যে তার মৃতওয়াদী হবে সে জমা না করে তা এতে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে বা আপন পরিবারকে খাওয়াতে পারবে। এতে আপত্তি নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

জীবনস্বত্ব দান প্রসঙ্গ

হাদীস : ২৮৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওমর বা জীবনস্বত্ব দান জায়েয। -(বোখারী ও মুসলিম)

জীবনস্বত্বদানকারী ওয়ারিসরাই তার মালিক হবে

হাদীস : ২৮৬৮ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জীবনস্বত্ব যাকে দেওয়া হয়েছে, তার ওয়ারিসগণই তা মীরাস রূপে পাবে। -(মুসলিম)

জীবনস্বত্ব দানে উত্তরাধিকার নেই

হাদীস : ২৮৬৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দেওয়া হয় তার ও তার উত্তরাধিকারীদের জন্য, তা যাকে দেওয়া হয়েছে তারই হয়। যে দিয়েছে তার দিকে ফিরে আসে না। কেননা, সে এমন দান করেছে যাতে উত্তরাধিকার স্থাপিত হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

যদি জীবনস্বত্বের মধ্যে উত্তরাধিকারের কথা থাকে

হাদীস : ২৮৭০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, যে জীবনস্বত্বের অনুমতি রাসূল (স) দিয়েছেন তা হল, দাতা এইরূপ বলবে, এতে তোমার ও তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য, কিন্তু যে এমন বলবে, এটা তোমার জন্য যতক্ষণ না তুমি বেঁচে থাক, তখন তা তার দাতার দিকে ফিরে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

. দান করার একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে

হাদীস : ২৮৭১ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা রুকবা রূপে ও ওমরা রূপে দান করো না। যে ব্যক্তিকে রুকবা রূপে ও ওমরা রূপে কোন জিনিস দান করা হয়েছে, তা তার ওয়ারিসরাই পাবে। -(আবু দাউদ)

ওমরা এবং রুকবা পদ্ধতিতে দান করতে হয়

হাদীস : ২৮৭২ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ওমরা জায়েয, যাকে ওমরা দেওয়া হয়েছে, তা তারই এবং রুকবা জায়েয, যাকে রুকবা দেওয়া হয়েছে তা তারই। -(আহমদ, তিরমিযী, ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে উত্তম রূপে দান করেছে তা তারই

হাদীস : ২৮৭৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মাল তোমরা তোমাদের কাছে ধরে রাখ এবং নষ্ট করো না। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি ওমর রূপে দান করেছে তা তারই হবে, যাকে তা দান করা হয়েছে তা জীবনকালে, মৃত্যুকালে এবং পরেও তার ওয়ারিস হবে। -(মুসলিম)

সপ্তদশ অধ্যায়

দান, হেবা ও উপহার সম্পর্কিত আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দান করে ফেরত নেওয়া যায় না

হাদীস : ২৮৭৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে দান করে ফেরত নেয় সে হল কুকুরের ন্যায়। সে আপন বমি পুনরায় খেয়ে ফেলে। আমাদের পক্ষে এই মন্দ উদাহরণ সাজে না। -(বোখারী)

সকল সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হয়

হাদীস : ২৮৭৫ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমার এই সন্তানকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। রাসূল (স) বললেন, তুমি তোমার সকল সন্তানকেই এইরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

অপর এক বর্ণনায় আছে-তুমি কি চাও যে, তারা সকলে তোমার সাথে সমানভাবে সম্ব্যবহার করুক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তবে তো এরূপে নয়।

অপর বর্ণনায় আছে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। তখন আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহ আমার পিতাকে বললেন, আমি এতে রাযী নই যতক্ষণ না আপনি রাসূল (স)-কে সাক্ষী করান। সুতরাং আমার পিতা রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমরাহ বিনতে রাওয়াহর গর্ভজাত আমার এই সন্তানটিকে একটি কিছু দান প্রদান করেছি, কিন্তু আমরাহ আমাকে বলেছেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনাকে যেন সাক্ষী করাই। রাসূল (স) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সকল সন্তানের মধ্যে সমান ব্যবহার কর। নো'মান বলেন, সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আপন দান ফিরিয়ে নিলেন। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বললেন, আমি অন্যান্যের সাক্ষী হই না। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুগন্ধি দান করলে ফেরত দেবে না

হাদীস : ২৮৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যাকে সুগন্ধি দান করা হয় সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা, এটা হালকা বোঝা, অথচ সুগন্ধিযুক্ত। -(মুসলিম)

রাসূল (স) সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না

হাদীস : ২৮৭৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) সুগন্ধি জিনিস ফিরিয়ে দিতেন না। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দান করে ফেরত নেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২৮৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে দান করে অতপর তা ফেরত নেওয়া হালাল নয়। পিতা আপন পুত্রকে যা দান করে তা ব্যতীত। যে ব্যক্তি দান করে অতপর তা ফেরত নেয়, তার উদাহরণ সেই কুকুরের ন্যায়, যে খায়, অবশেষে যখন পেট ভরে তখন বমি করে, অতপর আপন বমি খেয়ে নেয়। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন।)

হেবা করলে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না

হাদীস : ২৮৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেউ আপন হেবার জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে না পিতা আপন পুত্রের হেবা ব্যতীত। -(নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) একটি উটের পরিবর্তে ছয়টি উট দিলেন

হাদীস : ২৮৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন রাসূল (স)-কে একটি উটনি উপহার দিল। রাসূল (স) এর পতিদানে তাকে ছয়টি উটনি উপহার দিলেন, কিন্তু এতে সে নাখোশ হল। এই খবর রাসূল (স)-এর কাছে পৌছলে তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করলেন। অতপর বললেন, অমুক আমাকে একটি উটনি উপহার দিয়েছে, আর আমি তার পরিবর্তে তাকে ছয়টি উটনি উপহার দিয়েছি, কিন্তু সে তাতে নাখোশ। আল্লাহর কসম! আমি সংকল্প করেছি কোন কুরাইশী অথবা আনসারী অথবা সক্ষী অথবা দাওসী ব্যতীত কারও উপহার গ্রহণ করব না।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

দান করলে প্রতিদান করা উচিত

হাদীস : ২৮৮১ ॥ হযরত জাবের (রা) নিশ্চয়ই রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যাকে দান করা হয় তার যদি সামর্থ্য থাকে তবে সে যেন তার প্রতিদান করে, আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন তার প্রশংসা করে। কেননা, যে তার প্রশংসা করেছে সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আর যে তা গোপন করেছে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আর যে দান না পেয়ে পেয়েছে বলে, সে হল দ্বিগুণ মিথ্যুক। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

ভাল ব্যবহারকারীকে প্রশংসা করতে হয়

হাদীস : ২৮৮২ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার প্রতি কোন ভাল ব্যবহার করা হল, আর সে ভাল ব্যবহারকারীকে বলল, আল্লাহর আপনাকে ভাল প্রতিদান দিন। সে তার বহুল প্রশংসা করল। -(তিরমিযী)

মানুষেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত

হাদীস : ২৮৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। -(আমহদ ও তিরমিযী)

মদীনার আনছারগণ ছিলেন উত্তম সাহায্যদাতা

হাদীস : ২৮৮৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) মদীনা আগমন করলেন, তখন মুহাজিরগণ তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা যাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছি তাদের অপেক্ষা প্রচুর জিনিসের দাতা এবং অল্প জিনিস দ্বারা হলে সহানুভূতিশীল কোন সম্প্রদায় আমরা আর দেখি নি। তাঁরা আমাদের কষ্টের ভার নিয়েছেন এবং কষ্টে অর্জিত জিনিসে আমাদেরকে শরীক করেছেন, যাতে আমরা ভয় করছি যে, তারা ই সমস্ত সওয়াব নিয়ে যাবেন। রাসূল (স) বললেন, তা হবে না যতক্ষণ না তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর ও তাদের প্রশংসা কর। -(তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন সহীহ।)

উপহার বিনিময় করা ইসলামের বিধান

হাদীস : ২৮৮৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, পরস্পরে উপহার দেবে। কেননা, উপহার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে। - ২৮৮৫ (৬৩৫)

হাদিয়া অন্তরের কলুষতা দূর করে

হাদীস : ২৮৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, একে অন্যকে হাদিয়া দিও। হাদিয়া অন্তরের কলুষ দূর করে। এক পড়শিনী অপর পড়শিনীকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ হাদিয়াকে সামান্য মনে না করে। যদিও এক টুকরা ভেড়ার ক্ষুর হয়। -(তিরমিযী) - হাদীস : ২৮৮৬ (৬৩৬)

তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া যায় না

হাদীস : ২৮৮৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। বসবার গদি, তৈল ও দুধ। -(তিরমিযী, তিরমিযী বলেন, এই হাদীস গরবি। কেউ বলেছেন, তৈল অর্থে এখানে খোশবুকেই বুঝিয়েছেন।)

খোশবু বেহেশত থেকে বের হয়

হাদীস : ২৮৮৮ ॥ তাবেয়ী হযরত আবু ওসমান নাহ্‌দী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কাউকে খোশবুদার জিনিস দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, উহা বেহেশত থেকে বের হয়েছে।

- ২৮৮৮ (৬৩৭) -(তিরমিযী মুরসাল রূপে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হয়

হাদীস : ২৮৮৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, বশীরের স্ত্রী বশীরকে বলল, আমার ছেলেকে তোমার গোলামটি দান কর এবং এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে সাক্ষী কর। সুতরাং সে রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! হাদীস : ২৮৮৯ (৬৩৮)

অমুকের মেয়ে আমার কাছে চেয়েছে আমি যেন তার ছেলেকে আমার গোলামটি দান করি এবং বলেছেন, এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে সাক্ষী করি। তখন রাসূল (স) বললেন, তার অন্য ভাই আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাদের প্রত্যেককেই কি এর অনুরূপ দান করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তবে ইহা ঠিক নই, আর আমি সাক্ষী হই না হক বিষয় ছাড়া অন্য কিছু উপর। -(মুসলিম)

প্রথম দেখলে শেষ দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করা

হাদীস : ২৮৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, যখন তাঁর কাছে কোন নূতন ফল আনা হত, তিনি তা আপন চক্ষে ও গুঠে লাগাতেন এবং বলতেন, আয় আল্লাহ! যেভাবে তুমি আমাদেরকে এর প্রথমটি দেখিয়েছ সেভাবে এর শেষটিও দেখাও। অতপর তা তাঁর কাছে যে সকল ছেলে থাকত তাদেরকে দিতেন।

-(বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে)

অষ্টাদশ অধ্যায় হারানো বস্তু প্রাপ্তির বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হারানো দ্রব্য পেলে এক বছর প্রহর গুণতে হবে

হাদীস : ২৮৯১ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে হারানো প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, এর খলি ও মুখ বন্ধ করবে। অতপর এক বছরকাল তার প্রচার করবে। ইতিমধ্যে যদি তার মালিক আসে, নচেৎ তোমার ইচ্ছা। আবার সে জিজ্ঞাসা করল, তবে হারানো ছাগল? তিনি বললেন, তা তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ে বাঘের। সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, তবে হারানো উট? তিনি বললেন, ওটা তোমার, মাথা ঘামানো কি আছে? এর সাথে ওটার মশক ও জুতা রয়েছে-তা পানিতে নেমে পানি এবং গাছের কাছে গিয়ে পাতা খাবে- অবশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে- তিনি বললেন, তার প্রচার করবে এবং বছরকাল তার মুখ বেঁধে ও খলি চিনে রাখবে। অতপর যদি মালিক না আসে তুমি তা ব্যয় করবে। তারপর যদি মালিক আসে তাকে তা দিয়ে দিবে।

হারানো পশু পেলে প্রচার করতে হবে

হাদীস : ২৮৯২ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালেদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে হারানো পশুকে আশ্রয় দিয়েছে সে নিজেই পথহারা, যতক্ষণ না সে তার শোহরত করে। -(মুসলিম)

হাজীদের হারানো জিনিস ওঠানো নিষেধ

হাদীস : ২৮৯৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) হাজীদের হারানো জিনিস ওঠাতে নিষেধ করেছেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাছের ফল খাওয়া যাবে কিন্তু আঁচল করে নেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৮৯৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআব তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, গাছের লটকিয়ে আছে এমন ফল সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, যদি কোন ক্ষুধার্ত হাজতমান্দ লোক তা থেকে কিছু খায় তাতে তার উপর কিছু নেই, যদি আঁচলে ভরে কিছু না নিয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি তার কিছু নিয়ে যায়, তবে তার উপর দুই গুণ দণ্ড বর্তাবে, তদুপরি সাজাও হবে, অবশ্য হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যে তার কিছু চুরি করবে বাড়ীতে স্থান দেওয়ার পর, যার মূল্য হয় একটি ঢালের, তার হাত কাটা যাবে। এখানে দাদা হারানো উট ও ছাগলের উল্লেখ করেন যেভাবে অন্যেরা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল হারানো জিনিস সম্পর্কেও। তখন তিনি বললেন, যা আবাদ রাস্তায় অথবা আবাদ বস্তিতে পাওয়া যায়, আর তা জন্য সে এক বছর প্রচার করে, অতপর যদি উহার মালিক আসে তবে তা তাকে দিয়ে দিবে, আর তার মালিক না আসে, তবে তা তোমার হবে। আর যা বিরান জায়গায় পাওয়া যায় তাতে এবং মাটিতে প্রোথিত গুণ্ডনের এক পঞ্চমাংশ রায়তুল মালে দিতে হবে এবং বাকীটা তোমার হবে। -(নাসাঈ আবু দাউদ হারানো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, হতে শেষ পর্যন্ত।)

হারানো বস্তু খাওয়া যায় কিন্তু মালিক আসলে ফিরিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ২৮৯৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা) একটি হারানো দীনার পাইলেন এবং তা হযরত ফাতেমা (রা)-কে দিলেন। অতপর সে সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (স) বললেন, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। সুতরাং ইহা থেকে স্বয়ং রাসূল (স) খেলেন। এইরূপ হওয়ার পর একটি ত্রীলোক দীনারের সন্ধানে এল। তখন রাসূল (স) বললেন আলী! তার দীনার আদায় করে দাও। -(আবু দাউদ)

হারানো জিনিস পেয়ে প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য

হাদীস : ২৮৯৬ ॥ হযরত জারুদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানদের হারানো জিনিস আগুনের স্কলিঙ্গরূপ। -(দারেমী)

হারানো জিনিস পেলে দুই জন সাক্ষী রাখতে হয়

হাদীস : ২৮৯৭ ॥ হযরত ইয়ায ইবনে হেমার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তু পায়, সে যেন এক কি দুই জন ন্যায্যবান লোককে সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখে এবং তা গোপন ও গায়েব না করে, অতপর যদি তার মালিককে পায় এবং তাকে তা ফিরিয়ে দেয়। নচেৎ তা আল্লাহর মাল, তিনি যাকে চান তাকে দেন।

-(আহমদ, আবু দাউদ ও দারেমী)

সাধারণ জিনিসের প্রতি কড়াকড়ি কম

হাদীস : ২৮৯৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) ছড়ি, চাবুক, রশি ও এইগুলোর ন্যায় নগণ্য জিনিস যা কোন ব্যক্তি ওঠায় তার দ্বারা নিজে উপকার লাভ করতে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। -(আবু দাউদ)-১৫২৫ (১৩৫)

উনবিংশ অধ্যায়

বষ্টন সম্পর্কীয় বয়ান

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুমিনদের ঋণ রাসূল (স) পরিশোধ করতেন

হাদীস : ২৮৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুমিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও নিকটতর। সুতরাং যে মারা যায় ও তার উপর ঋণের বোঝা থাকে, আর যে তা পরিশোধ করার পরিমাণ সম্পত্তি রেখে না যায়, তা পরিশোধ করার ভার আমার উপর। আর সে যে মাল রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের।

অপর এক বর্ণনায় আছে-যে ঋণ অথবা অসহায় পোষ্য রেখে যায়, সে যেন আমার কাছে আসে, আমিই তার অভিভাবক। অপর বর্ণনায় আছে-যে মাল রেখে যাবে তা তার ওয়ারিসদের হবে, আর যে কোন বোঝা রেখে যাবে তা আমার প্রতি বর্তাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নির্ধারিত ভাগ হকদারদের পৌছে দিবে

হাদীস : ২৯০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নির্ধারিত দায়-ভাগসমূহ তাদের হকদারকে পৌছিয়ে দেবে। তারপর যা বাঁচবে তা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হবে না

হাদীস : ২৯০১ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, না মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হবে আর না কাফের মুসলিমের। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস সে সেই গোত্রের

হাদীস : ২৯০২ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন গোত্রে ক্রীতদাস সেই গোত্রেরই একজন। -(বোখারী)

ভাগিনেয় বংশের একজন

হাদীস : ২৯০৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোত্রের ভাগিনেয় গোত্রেরই একজন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দু'জন ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পর ওয়ারিস হয় না

হাদীস : ২৯০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পর ওয়ারিস হয় না। - (আবু দাউদ ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী হযরত জাবের থেকে।)

হত্যাকারী মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়

হাদীস : ২৯০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হত্যাকারী নিহতের মিরাস পায় না।

-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

দাদী ও নানীর অংশ নির্ধারিত

হাদীস : ২৯০৬ ॥ হযরত বুয়ায়দা ইবনে হুসাইব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) দাদী ও নানীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন- যদি এদের মোবাকিলায় মা না থাকে। - (আবু দাউদ) - ১৫১০ (৩৩৭)

জীবিত সন্তান প্রসব হলে তার জানাযা পড়াতে হবে

হাদীস : ২৯০৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যখন চিৎকার করবে, তার জানাযা পড়াতে হবে এবং তাকে ওয়ারিস করতে হবে। - (ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন

হাদীস : ২৯০৮ ॥ তাবয়েী কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ও দাদা পরস্পরায় বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোত্রের ক্রীতদাস তাদেরই একজন, গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন এবং গোত্রের ভাগিনেয় তাদেরই একজন। - (দারেমী) - ১৫১০ (৩৪০)

মুমিন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকটতম

হাদীস : ২৯০৯ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মাদীকারেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের পক্ষে তার নিজের চেয়েও বেশি নিকটে, সুতরাং যে ঋন অথবা পোষ্য রেখে যাবে তা আমার জিম্মায় হবে, আর যে মাল রেখে যাবে তা তার ওয়ারিসদের হবে। আমিই অভিভাবক যার অভিভাবক নেই, আমি তার মালের ওয়ারিস হব এবং তার বন্দী মুক্ত করব। মামু তার ওয়ারিস হবে যার কোন ওয়ারিস নাই। সে তার মালের ওয়ারিস হবে এবং তার বন্দী মুক্ত করবে।

আর এক বর্ণনায় আছে- আমি ওয়ারিস যার ওয়ারিস নেই, আমি তার রক্তপণ দেব এবং তার ওয়ারিস হব। মামু ওয়ারিস যার ওয়ারিস নেই, সে তার রক্তপণ দেবে ও তার ওয়ারিস হবে। - (আবু দাউদ)

ত্রীলোক তিনটি মিরাস পেয়ে থাকে

হাদীস : ২৯১০ ॥ হযরত ওয়াসেল ইবনে আসকা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ত্রীলোক তিনটি মিরাস সম্পূর্ণ লাভ করে, তার মুক্ত ক্রীতদাসের মিরাস, তার পড়ে যাওয়া সন্তানের মিরাস এবং যে সন্তান সম্পর্কে সে লাআন করেছে তার মিরাস। - (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) - ১৫১০ (৩৪১)

যেনার সন্তান ওয়ারিশ হবে না

হাদীস : ২৯১১ ॥ আমর ইবনে শোআব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনা নারী অথবা বাঁদীর সাথে যেনা করেছে সে সন্তান হবে যেনার সন্তান। সে যেনাকারীর ওয়ারিস হবে না এবং মৌরুসও হবে না। - (তিরমিযী)

ওয়ারিস না থাকলে গ্রামবাসী কোন একজনের প্রাপ্য

হাদীস : ২৯১২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর এক মুক্ত গোলাপ মারা গেল এবং কিছু মিরাস রেখে গেল, কিন্তু কোন আত্মীয় বা সন্তান রেখে গেল না। তখন রাসূল (স) বললেন, তার মিরাস তার গ্রামবাসীদের কোন ব্যক্তিকে দাও। - (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

লা ওয়ারিস ব্যক্তির সম্পদ একজনকে দেওয়া হল

হাদীস : ২৯১৩ ॥ হযরত বুয়ায়দা আসলামী (রা) বলেন, খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি মারা গেল এবং তার মিরাস রাসূল (স)-এর কাছে আনল। তিনি বললেন, তার কোন ওয়ারিস অথবা দূর আত্মীয় আছে কিনা তালাশ কর, কিন্তু তারা তার কোন ওয়ারিস অথবা দূর আত্মীয় পেল না। তখন রাসূল (স) বললেন, খুযাআর প্রবীণতম ব্যক্তিকে দিয়ে দাও।

- ১৫১০ (৩৪২)

-(আবু দাউদ। তাঁর অপর বর্ণনায় আছে, খুযাআর প্রবীণতম ব্যক্তিকে তালাশ করে দেখ।)

যাদের ভাই বোন ওয়ারিস হবে

হাদীস : ২৯১৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, তোমরা বটন বিষয়ে এই আয়াত পড়ে থাক, তা তোমরা যে অসিয়ত কর সে অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর। অথচ রাসূল (স) ঋণ আদায়ের হুকুম দিয়েছেন অসিয়তের পূর্বে। তিনি আরও হুকুম দিয়েছেন, সহোদর ভাই বোন ওয়ারিস হবে, সৎ ভাই বোন নয়। ভাই ওয়ারিস হয় এক বাপ ও এক মায়ের ভাইয়ের, এক বাপের ও ভিন্ন মায়ের ভাইয়ের নহে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু দারেমীর বর্ণনায় রয়েছে, সহোদর ভাইরা ওয়ারিস হবে সৎ ভাইরা নয়।)

মিরাসের ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা করলেন

হাদীস : ২৯১৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একদা সাদ ইবনে রবী'র স্ত্রী সাদের ওরসে জন্ম তার দুই মেয়েকে নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! এই দুইটি সাদ ইবনে রবী'র মেয়ে। এদের পিতা আপনার সাথে ওহুদের যুদ্ধে শহীদরূপে নিহত হয়েছে। তাদের চাচা তাদের সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে গেছে এবং তাদের জন্য কিছুই রাখেনি। অথচ তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না যদি তাদের মাল না থাকে। রাসূল (স) বললেন, আশা করি আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন হুকুম জারি করবেন। তখন মিরাসের আয়াত নাযিল হল। রাসূল (স) তাদের চাচার কাছে লোক পাঠালেন, বললেন, সাদের দুই মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ দাও এবং তাদের মাকে অষ্টমাংশ, অতপর যা বাকী থাকবে তা তোমার। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।)

সম্পদে কন্যা ও ভগ্নি অর্ধেক পাবে

হাদীস : ২৯১৬ ॥ তাবেরী হুযাইল ইবনে শোরাহবীল (রা) বলেন, হযরত আবু মুসা আশআরীকে কন্যা, পৌত্রী ও ভগ্নী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, কার কত? তিনি বললেন, কন্যার অর্ধেক ও ভগ্নীর অর্ধেক, তবে একবার ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা কর, আশা করি তিনি আমার অনুরূপ বলবেন। ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করা হল এবং তাঁকে হযরত আবু মুসার উত্তর জ্ঞাপন করা হল। তিনি বললেন, যদি আমি এমন বলি, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হব এবং পথপ্রাণ্ডদের অন্তর্গত থাকব না। আমি এ ব্যাপারে ফয়সালা দেব যে ফয়সালা রাসূল (স) দিয়েছিলেন। কন্যার অর্ধেক এবং পৌত্রীর এক ষষ্ঠাংশ, দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। আর বাকী যা থাকবে অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ তা ভগ্নীর আসাবরূপে। রাবী বলেন, অতপর আমরা হযরত আবু মুসার কাছে গেলাম এবং তাঁকে হযরত ইবনে মাসউদের উত্তর জ্ঞাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে এই মহাপণ্ডিত আছেন। -(বোখারী)

দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ নিয়ামত হিসেবে পেল

হাদীস : ২৯১৭ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমার পৌত্র মারা গিয়েছে, আমার জন্য তার মীরাসের কি রয়েছে? তিনি বললেন, তোমার এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। সে যখন চলল, তাকে ডেকে বললেন, তোমার জন্য আরেক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। যে যখন চলল, আবার ডেকে বললেন, দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ তুমি নিয়ামত রূপে পেল। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ) ১৭২৮ (৬৪৬)

নানী এবং দাদী মিরাসের অংশ পাবে

হাদীস : ২৯১৮ ॥ হযরত কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে এক নানী এসে তার মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অংশ নাই এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাতেও তোমার কোন অংশ নেই। এখন যাও। আমি সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করে দেখি। অতপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা বললেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম তিনি নানীকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আপনার সাথে আপনি ছাড়া অন্য কেউ ছিল কি না? তখন মুহম্মদ ইবনে মাসলামা মুগীরার কথার অনুরূপ বললেন। সুতরাং আবু বকর (রা) তার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার হুকুম দিলেন। কাবীসা বলেন, অতপর অন্য দাদী এসে হযরত ওমর (রা)-কে তার মিরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, সেই ছয় ভাগের এক ভাগই। তোমরা যদি উভয়ে থাক তবে তা তোমাদের মধ্যে ভাগ হবে। আর তোমাদের দুইয়ের কেউ যদি একা থাক, তবে তা তারই হবে। -(মালিক, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ) ১৭২৯ (৬৪৭)

দাদী ছেলের সাথে থেকেও নাতীর মিরাস পাবে

হাদীস : ২৯১৯ ॥ দাদী আপন ছেলের সাথে থাকলে নাতীর মিরাস পাবে কিনা সে সম্পর্কে হযরত মাসউদ (রা) বলেছেন, সে হল প্রথম দাদী যাহাকে রাসূল (স) ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন, অথচ তার ছেলে জীবিত। -(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী হাদীসটি যরীফ বলেছেন।) ১৭২৯ (৬৪৮)

ভাই পুত্র ভাইবির ওয়ারিস হয় না

হাদীস : ২৯২০ ॥ তাবেয়ী মুহম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা আবু বকর হাযম (রা)-কে বহুবার বলতে শুনেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাতাব (রা) বলতেন, কি আশ্চর্য! ফুফু মৌরুস হয় অথচ সে ওয়ারিস হয় না। -(মালিক)

ফারায়েষ শিক্ষা করা ফরজ

হাদীস : ২৯২১ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেছেন, ফারায়েষ শিক্ষা কর। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বাড়িয়ে বলেছেন, তালাক ও হজ্জের মাসায়েলও অতপর উভয়ে বলেছেন, কেননা তা তোমাদের ধ্বিনের অঙ্গ। -(দারেমী) - ২৭২৮ (৩৪৮)

রাসূল কর্তৃক যাহূহাককে লিখিত নির্দেশ

হাদীস : ২৯২২ ॥ হযরত যাহূহাক ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) তাঁর কাছে লিখেছিলেন, আশইয়াম যুবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর রক্তপনের অংশ দাও।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

তামীমদারী কর্তৃক রাসূল (স) প্রশ্ন

হাদীস : ২৯২৩ ॥ হযরত তামীম দারী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, শরীঅতে ঐ মুশরিক ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে হুকুম কি? যে কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে? তিনি বলেন, সে মুসলমান তার নিকটতম লোক তার জীবনেও মরণেও। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

উত্তরাধিকারী না থাকলে যে কেউ তার সম্পদ পাবে

হাদীস : ২৯২৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মারা গেল এবং তার আযাদ করা একটি গোলাপ ব্যতীত কাউকেও উত্তরাধিকারী রেখে গেল না। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কেউ আছে? লোকেরা বলল, তার আযাদ করা একটি গোলাপ ছাড়া কেউ নেই। তখন রাসূল (স) তার উত্তরাধিকার তাকে দিলেন।

- ২৭২৯ (৩৪৭) -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

যে মালের ওয়ারিস হয় সে ওলার ওয়ারিস হয়

হাদীস : ২৯২৫ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েরব তাঁর পিতা ও দাদা পরস্পরায় বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে মালের ওয়ারিস হয় সে ওলারও ওয়ারিস হয়। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এটির সনদ সবল নয়।) - ২৭২৯ (৩৪৭)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিরাস ইসলামের নীতি অনুসারেই করতে হবে

হাদীস : ২৯২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে মিরাস জাহেলিয়াত যুগে বন্টিত হয়ে গিয়েছে তা জাহেলিয়াতের বন্টন অনুসারেই থাকবে। আর যে মিরাসকে ইসলাম পাইয়েছে তা ইসলামের বন্টন অনুসারেই হবে। -(ইবনে মাজাহ)।

বিংশ অধ্যায়

অসিয়তের গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অসিয়তনামা লিখে রাখা উচিত

হাদীস : ২৯২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে ওছিয়ত করা যেতে পারে, তার নিজের কাছে অসিয়তনামা লেখে না রেখে দুই রাত্রি অতিবাহিত করাও তার অধিকার নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা যায়

হাদীস : ২৯২৮ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বৎসর আমি এক রোগে আক্রান্ত হলাম, যাতে আমি মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছলাম। ঐ সময় রাসূল (স) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রচুর মাল আছে, আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত ঔসজাত কোন ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার সমস্ত মাল অন্যদের জন্য অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তা হলে কি তিন ভাগের দুই ভাগ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম তবে কি এক তৃতীয় ভাগ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তৃতীয় ভাগ। আর তৃতীয় ভাগও বেশী। তুমি তোমার অপর ওয়ারিসদেরকে সচ্ছল রেখে যাবে এটাই তোমার পক্ষে উত্তম। তাদেরকে দরিদ্র রেখে যাওয়া অপেক্ষা-যাতে তারা তোমার পর অন্যের কাছে হাত না পাতে। তুমি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তোমার পরিবারে প্রতি যে খরচ করবে, নিশ্চয় তাতেও তোমাকে সওয়াব দেওয়া হবে। এমন কি তুমি আদর করে তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা উঠিয়ে দাও তাতেও। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত করা ইসলামের বিধান

হাদীস : ২৯২৯ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমার এক রোগে রাসূল (স) আমাকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, অসিয়ত করবার ইচ্ছা করেছো কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি পরিমাণ? আমি বললাম, আমার সমস্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় দিতে ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, তোমার সন্তানের জন্য কি রাখতে চাও? আমি বললাম, তারা বহু সম্পদের অধিকারী। তিনি বললেন, তবুও তুমি দশ ভাগের এক ভাগ অসিয়ত কর। সাদ বলেন, আমি বরাবর তাঁকে ইহা কম ইহা কম বলতে লাগলাম। অবশেষে তিনি বললেন, তবে তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়ত কর, তার তিন ভাগের এক ভাগও বেশী। -(তিরমিযী)

ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত নেই

হাদীস : ২৯৩০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকেই তার হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য কোন অসিয়ত নেই। - আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বাড়িয়ে বলেছেন, সন্তান, স্ত্রী আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। তারা পরকালে তাদের বিচার আল্লাহর হাতে পাবে। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত নাই, কিন্তু যদি ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়।

অসিয়ত দ্বারা সম্পদের ক্ষতি করলে আল্লাহ বেজার হন

হাদীস : ২৯৩১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ বা নারী যাট বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা করে, অতপর তাদের কাছে মউত পৌঁছে আর তারা অসিয়ত দ্বারা ওয়ারিসদের ক্ষতি করে, যাতে তাদের জন্য দোষখ আবশ্যক হয়ে যায়। অতপর আবু হুরায়রা এই আয়াত পাঠ করলেন, 'অসিয়তের পর যা অসিয়ত করা হয় এবং ঋণের পর যদি অসিয়তকারী ক্ষতি না করে ওয়ারিসদের বাক্য হতে ইহা হল বড় সাফল্য পর্যন্ত। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) - ২৭২৮ (৬৫৭)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অসিয়ত করে মৃত্যুবরণ করা ভাল

হাদীস : ২৯৩২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অসিয়ত করে মরেছে সে সত্য পথ ও ঠিক প্রথার উপর মরেছে, মুত্তাকী ও শহীদ রূপে মরেছে এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে মরেছে। -(ইবনে মাজাহ)- ২৭২৮ (৬৫৮)

মুসলমান ব্যতীত আখিরাতে কোন মূল্য নেই

হাদীস : ২৯৩৩ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েরব তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, আস ইবনে ওয়ায়েল মরার কালে অসিয়ত করে যান যে, তার পক্ষ থেকে যেন একশত গোলাম আযাদ করা হয়। তদনুসারে তার পুত্র হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করেন। অতপর তাঁর পুত্র আমর বাকী পঞ্চাশটি আযাদ করার ইচ্ছা করলেন, তবে বললেন, আমি আযাদ করব না যতক্ষণ না এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করব। অতপর তিনি রাসূল (স)-এর খেদমতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা তাঁর পক্ষ থেকে একশত গোলাম আযাদ করার অসিয়ত করে গিয়েছেন এবং আমার ভাই হিশাম পঞ্চাশটি আযাদও করেছেন, আর বাকী রয়েছে পঞ্চাশটি। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করব? তখন রাসূল (স) বললেন, সে যদি মুসলমান হত আর তোমরা তার পক্ষ থেকে তা আযাদ করতে অথবা দান-খয়রাত করতে অথবা হজ্জ করতে, তার কাছে তার সওয়াব পৌঁছাত। -(আবু দাউদ)

মিরাসের অংশ নিয়ে গোলমাল উচিত নয়

হাদীস : ২৯৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারিসদের মিরাসের অংশ কটিয়াছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতের মিরাসের অংশ কেটে দিবেন। -(ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী তাঁর শোআবুল ইমানে আবু হুরায়রা থেকে।) - (৫৭৫ (৩৫১))

একবিংশ অধ্যায়

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়াবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুবকের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে

হাদীস : ২৯৩৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা চক্ষুকে আনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে, আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে, রোযা হল তার জন্য খোজা হওয়া। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিয়ে করা ইসলামের একটি বিধান

হাদীস : ২৯৩৬ ॥ হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা)-এর বিবাহ না করার প্রস্তাবকে রদ করে দিয়েছেন। যদি তিনি তাকে তার অনুমতি দিতেন, নিশ্চয় আমরা খোজা হয়ে যেতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

চার কারণে নারীকে বিয়ে করা হয়

হাদীস : ২৯৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নারীকে বিবাহ করা হয় চার কারণে। তাদের ধনের কারণে, তাদের বংশ মর্যাদার কারণে, তাদের সৌন্দর্যের কারণে এবং তার ধর্মের কারণে। সুতরাং ধার্মিক নারী লাভ করতে চেষ্টা করবে, তুমি ধ্বংস হও যদি অপর নারী চাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারী হল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ

হাদীস : ২৯৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোটা দুনিয়াটাই হল সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল সতী-সাক্ষী নারী। -(মুসলিম)

নারীদের মধ্যে উত্তম নারী কোরাইশী নারী

হাদীস : ২৯৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উটে চড়ে এমন নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হল কোরাইশী নারী। তারা সন্তানদের প্রতি হয় বড়ই স্নেহশীল সন্তানদের ছোটকালে, স্বামীর মালের প্রতি হয় রক্ষিকা যা তাদের হাতে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারীরাই পুরুষের জন্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর

হাদীস : ২৯৪০ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পুরুষের জন্যে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রেখে যাচ্ছি না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুনিয়া এবং নারী জাতি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার আবশ্যক

হাদীস : ২৯৪১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুনিয়া হচ্ছে সুস্বাদু ঘাস স্বরূপ, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করবেন, যাতে তিনি দেখেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব, তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং সতর্ক হও নারী জাতি সম্পর্কে। কেননা, বনী ইসরাঈলের প্রতি যে প্রথম বিপদ এসেছিল তা নারীদের ভিতরে দিয়েই এসেছিল। -(মুসলিম)

তিনটি বস্তুতে অকল্যাণ রয়েছে

হাদীস : ২৯৪২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অকল্যাণ রয়েছে নারীতে, বাসস্থানে ও ঘোড়ায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় রয়েছে- অকল্যাণ রয়েছে তিন জিনিসে। নারী, বাসস্থান ও পশুতে।

রাসূল (স) কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে বলতেন

হাদীস : ২৯৪৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। আমরা যখন মদীনার নিকটে এসে পৌঁছলাম, আমি বললাম ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি সম্প্রতি বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন, তুমি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম; বরং বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে আমোদ করতে আর সেও তোমার সাথে আমোদ করত? অতপর যখন আমরা মদীনায় উপনীত হলাম, আপন বাসস্থানে যেতে চাইলাম। তিনি বললেন থাম, আমরা রাত্রে অর্থাৎ সন্ধ্যায় যাব, যাতে রক্ষা কেশী নারী মাথায় চিরুনি করে নেয় এবং প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী নাভির নিচের কেশ সাফ করতে পারে।

—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আবশ্যিক

হাদীস : ২৯৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ আবশ্যিক মনে করেন। মুকাতাবা যে দাস তার মুক্তিপণ আদায় করতে চায়। বিবাহকারী যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং মুজাহিত যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। —(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

দীনদারী ও চরিত্রকে প্রধান্য দিয়ে বিয়ে দিতে হয়

হাদীস : ২৯৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে এমন লোক বিয়ের প্রস্তাব করে, যার দীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ কর, তখন বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তাহা না কর তবে যমীনে বিপদ ও বড় ফাসাদ সৃষ্টি হবে। —(তিরমিযী)

অধিক সম্ভান প্রসবকারী মহিলাদের বিয়ে করা উচিত

হাদীস : ২৯৪৬ ॥ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিয়ে কর তোমরা রমণীয় ও অধিক সম্ভান প্রসবিনী নারীকে। কেননা, আমি তোমাদের সংখ্যায় অন্যান্য উম্মতের উপর জরী হতে চাই।

—(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কুমারী মেয়ে বিয়ে করা ভাল

হাদীস : ২৯৪৭ ॥ তাবে তাবেয়ী আবদুর রহমান ইবনে সালাম ইবনে উতায়বা ইবনে উমাইয়া ইবনে সায়েদা আনসারী তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কুমারীদের বিবাহ করবে। কেননা, তাদের মুখ বেশি মিষ্টি, তাদের গর্ভশয় অধিক গর্ভধারিণী এবং তারা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে।

—(ইবনে মাজাহ মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ হল উত্তম বন্ধন

হাদীস : ২৯৪৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রণয়ীর মধ্যে বিবাহের ন্যায় উত্তম বন্ধন আর কিছুই দেখবে না।

স্বাধীন নারী বিয়ে করা উচিত

হাদীস : ২৯৪৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিশতে চায় সে যেন স্বাধীনা নারী বিবাহ করে। — ২৫২০ (৩৫২)

নেককার স্ত্রী একটা বিরাট সম্পদ

হাদীস : ২৯৫০ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, মুমিন বান্দা আল্লাহর ভয় লাভের পর নেক স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু লাভ করতে পারে না। যদি তাকে আদেশ করে সে তা মেনে নেয়। যদি তার দিকে দেখে সে তাকে খুশী করে, যদি তাকে লক্ষ্য করে কোন শপথ করে সে তা পূর্ণ করে, আর যদি স্বামী তার কাছে থেকে দূরে চলে যায়, সে তার নিজের বিষয়ে ও স্বামীর মালের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে। —(ইবনে মাজাহ উক্ত হাদীস তিনটি বর্ণনা করেছেন।) — ২৫২০ (৩৫৩)

বিয়ে করলে স্বীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়

হাদীস : ২৯৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দা বিবাহ করল, নিশ্চয় সে তার স্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল এবং বাকী অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবে।

যে বিয়েতে কষ্ট কম তাই উত্তম বিয়ে

হাদীস : ২৯৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ শাদী (বিবাহ) হল যা সর্বাপেক্ষা কম কষ্টে নির্বাহ হয়। —(বায়হাকী শোআবুল ইমানে হাদীস দুইটি রেওয়ায়েত করেছেন।) — ২৫২০ (৩৫৪)

দ্বিংশ অধ্যায়

পাত্র-পাত্রী দেখা ও পর্দার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহিতা নারীর সাথে এক বিছানায় শয়ন করা নিষেধ

হাদীস : ২৯৫৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খবরদার! কোন পুরুষ যেন কোন বিবাহিতা নারীর সাথে এক জায়গায় রাত্রি যাপন না করে স্বামী অথবা কোন মাহরাম ব্যক্তি হওয়া ব্যতীত। -(মুসলিম)

দেবর নারীর জন্য যমের সমতুল্য

হাদীস : ২৯৫৪ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নারীর কাছে যাবে না। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দেবর সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, সে তো সাক্ষাৎ যম। -(বোখারী ও মুসলিম)

জীলোকেরা মহারাম ব্যতীত অন্য পুরুষ দেখা হারাম

হাদীস : ২৯৫৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, হযরত উম্মে সালামা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে শিক্ষা নিতে অনুমতি চাইলেন। রাসূল (স) আবু তায়বাকে তাঁর শিক্ষা দিতে নির্দেশ দিলেন। জাবের বলেন, আমি মনে করি, আবু তায়বা তাঁর দুধ-ভাই অথবা না-বালগ বালক ছিল। -(মুসলিম)

কোন মেয়ের বুকের প্রতি দৃষ্টি পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হয়

হাদীস : ২৯৫৬ ॥ হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে হঠাৎ দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে চক্ষু ফিরিয়া নিতে বললেন। -(মুসলিম)

নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়

হাদীস : ২৯৫৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়। তোমাদের কারও কাছে যখন কোন নারী ভাল লাগে এবং সে তার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন আপন জীর কাছে যায় এবং তার সাথে সহবাস করে। এটা তার অন্তরে যা আছে তা দূর করবে। -(মুসলিম)

আনহারী মহিলাদের চোখে একটা দোষ ছিল

হাদীস : ২৯৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আনসারীদের একটি মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেছি। রাসূল (স) বলতেন, তাদের প্রথমে দেখে নাও। কেননা, আনসারীদের চোখে একটা দোষ থাকে। -(মুসলিম)

কোন নারীর অপর নারীর সাথে বেশি মাখামাখি করা উচিত নয়

হাদীস : ২৯৫৯ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন নারী যেন অপর নারীর সাথে বেশি মাখামাখি না করে, অতপর আপন স্বামীর কাছে গিয়ে এমনভাবে তার রূপ বর্ণনা না করে, যেন তার স্বামী তাকে আপন চোখে দেখছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

এক পুরুষ অন্য পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের দিকে নজর করবে না

হাদীস : ২৯৬০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক পুরুষ যেন অপর পুরুষের আবরণীয় অঙ্গের প্রতি নজর না দেয়। এই রূপে নারীও যেন অপর নারীর আবরণীয় অঙ্গের প্রতি নজর না দেয় এবং এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে না শোয়। এরূপ এক নারীও যেন অপর এক নারীর সাথে এক কাপড়ের নিচে না শোয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের জন্য নারীর জায়েয অঙ্গ ভালভাবে দেখতে নির্দেশ

হাদীস : ২৯৬১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারীর বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তখন যদি তার পক্ষে তার এমন কোন (জায়েয অঙ্গ) দেখা সম্ভবপর হয় যা তাকে বিবাহের দিকে ডাকে, তখন সে যেন তা দেখে। -(আবু দাউদ)

বিয়ে করার পূর্বে ভাল করে দেখা উচিত

হাদীস : ২৯৬২ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি একটি নারীর বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখে নিয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা, এটা পরে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়ে দেবে। -(আহমদ, তিরমিযী, দাসী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

অন্য স্ত্রীকে দেখে মনসংযোগ হলে স্ত্রীর কাছে যেতে হয়

হাদীস : ২৯৬৩ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) এক স্ত্রীলোককে দেখলেন এবং সে তাঁর কাছে ভাল লাগল। অতএব তিনি নিজের স্ত্রী সওদার কাছে গেলেন, তখন তিনি একটা খোশবু তৈরি করতে ছিলেন এবং তার কাছে আরও কতিপয় স্ত্রীলোক ছিল। তারা তাঁর জন্য ঘর খালি করে দিল এবং তিনি তাঁর আবশ্যক পুরো করলেন। অতপর তিনি বললেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে দেখে আর সে তার কাছে ভাল লাগে, তখন সে যেন আপন স্ত্রীর কাছে যায়। কেননা, তার নিকটও তা রয়েছে যা তার কাছে রয়েছে। -(দারেমী)

নারীরা বের হলে শয়তান তার পেছনে চলে

হাদীস : ২৯৬৪ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নারী হল আগরত বা আবরণীয় জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে। -(তিরমিযী)

অন্য নারীকে হঠাৎ একবার দেখা যায়

হাদীস : ২৯৬৫ ॥ হযরত বুয়ায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) একদা হযরত আলীকে বললেন, আলী হঠাৎ একবার দেখার পর পুনর্বার দেখিও না। কেননা, তোমার প্রথমবার অনুমতি রয়েছে এবং দ্বিতীয়বার অনুমতি নাই।

-(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

দাসী অন্যে বিয়ে করলে তার অঙ্গের দিকে আর তাকানো যাবে না

হাদীস : ২৯৬৬ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েব তাঁর পিতা ও দাদা পরস্পরায় বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার দাসকে তার দাসী বিবাহ করিয়ে দেয়, তখন সে যেন আর কখনো তার আবরণীয় অঙ্গের প্রতি নজর না করে। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন আর কখনো তার নাভির নিচের এবং হাটুর উপরের অঙ্গের প্রতি নজর না করে। -(আবু দাউদ)

মানুষের রাগও একটি আবরণীয় অঙ্গ

হাদীস : ২৯৬৭ ॥ হযরত জারহাদ ইবনে খুওয়াইলদ (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) একদা আমাকে বললেন, জারহাদ, তুমি জান না যে, রাগ আবরণীয় অঙ্গ? -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাগ প্রকাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ২৯৬৮ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁকে বললেন, হে আলী! তোমার রাগ প্রকাশ করো না এবং জীবিত ও মৃত কারোও রাগের প্রতি নজরও করিও না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) - ১৫২০ (৩৫৫)

রাগ বের করে রাখা গোনাহ

হাদীস : ২৯৬৯ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে জাহ্শ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) মা'মার ইবনে আবদুল্লাহর কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর উভয় রাগ খোলা ছিল। তিনি বললেন, মা'মর তোমার রাগ ঢাক। কেননা, রাগদ্বয় আবরণীয় অঙ্গ। -(শরহে সুন্নাহ) - ১৫২০ (৩৫৬)

কখনো উলঙ্গ হওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২৯৭০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কখনো উলঙ্গ হবে না। কেননা, তোমাদের সাথে কেরামান কাতেবীন ফেরেশতারা রয়েছে, যারা তোমাদের কাছে থেকে পৃথক হয় না। তোমাদের পায়খানা-প্রসাব ও স্ত্রী সহবাসের সময় ব্যতীত, সূতরাং তাদেরকে লজ্জা করবে এবং তাযীম করবে। -(তিরমিযী) - ১৫২০ (৩৫৭)

অঙ্গ থেকেও নারীদের পর্দা করতে হবে

হাদীস : ২৯৭১ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি ও হযরত মায়মুনা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে ছিলেন। হঠাৎ ইবনে উম্মে মাকতুম তাঁর কাছে এসে পৌঁছল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা পর্দা কর! আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! সে কি অঙ্গ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখছে না। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি অঙ্গ যে তাকে দেখছে না? -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ) - ১৫২০ (১৪৩৮) এবং মাসদে নুহুল নামে একজন

ছব্দন রচি আছেন ১৫২০ (৩৫৮)

আল্লাহ পাককে বেশি লজ্জা করা উচিত

হাদীস : ২৯৭২ ॥ বাহয় ইবনে হাকীম তাঁর পিতা ও দাদা মুআবিয়া পরস্পরায় বর্ণনা করেন, রাসূল (স) একদা বললেন, মুআবিয়া! তোমার স্ত্রী ও তোমার দাসী ছাড়া অপরের কাছে তোমার আবরণীয় অঙ্গকে রক্ষা করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! বলুন যখন কোন ব্যক্তি একা থাকে। তিনি বললেন, তখন আল্লাহকেই অধিক লজ্জা করা উচিত। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

কোন নারী এবং পুরুষ একত্র হলে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হয়

হাদীস : ২৯৭৩ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে একা হলেই শয়তান এসে তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হয়। -(তিরমিযী)

যে মহিলার স্বামী ঘরে নেই তার কাছে যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২৯৭৪ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যাদের স্বামী উপস্থিত নেই, তাদের কাছে যেও না। কেননা, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর রক্তের ন্যায় বিচরণ করে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনার মধ্যেও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার মধ্যেও তবে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন তাই আমি তা থেকে রক্ষা পাই। -(তিরমিযী)

দাসের সাথে দেখা দেয়া যায়

হাদীস : ২৯৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) হযরত ফাতেমার কাছে একটা দাস নিয়ে গেলেন, যা তিনি তাঁকে দান করেছিলেন, আর তখন ফাতেমার গায়ে ছিল এমন একটা কাপড়, যা দ্বারা মাথা ঢাকলে তার পা পর্যন্ত পৌছাত না এবং পা ঢাকলে মাথা পর্যন্ত পৌছত না। যখন রাসূল (স) তাঁকে ঐরূপ অসুবিধা বোধ করতে দেখলেন, বললেন, কিছু না মা, এখানে তো তোমার বা ও তোমার দাসই। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নপুংসক থেকেও পর্দা করতে হবে

হাদীস : ২৯৭৬ ॥ হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁর কাছে ছিলেন। এ সময় ঘরে এক নপুংসকও ছিল। সে হযরত উম্মে সালমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে বলল, হে আবদুল্লাহ! আগামীতে আল্লাহ যদি তোমাদেরকে তায়েফসাবীদের উপর বিজয় দান করেন, আমি তোমাকে গায়লানের কন্যাকে দেখাইব- সে চারটি নিয়ে আগমন করে এবং আটটি নিয়ে প্রস্থান করে। ইহা শুনে রাসূল (স) বললেন, এরা যেন কখনো তোমাদের কাছে আসতে না পারে। -(বোখারী ও মুসলিম।)

উলঙ্গ হওয়া কোন ক্রমেই জায়েয নেই

হাদীস : ২৯৭৭ ॥ হযরত মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, আমি একটি ভারী পাথর উঠিয়ে নিয়ে চললাম, হঠাৎ আমার পরনের কাপড় পড়ে গেল এবং আমি তা ধরতে পারলাম না। এ সময় রাসূল (স) আমাকে দেখলেন এবং বললেন, কাপড় পরে নাও নেংটা চলো না। -(মুসলিম)

লজ্জাস্থানের দিকে নজর করা উচিত নয়

হাদীস : ২৯৭৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনো রাসূল (স)-এর লজ্জাস্থানের দিকে নজর করি নাই বা উহা দেখি নাই। -(ইবনে মাজাহ) - ১১২১০ (৬৫৯)

হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে অবনত হবে

হাদীস : ২৯৭৯ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে কোন মুসলমানের কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি হঠাৎ প্রথম দৃষ্টি পড়ে যায়, অতপর যে আপন চক্ষু নীচু করে, আল্লাহ তার জন্য এক এবাদতের সুযোগ সৃষ্টি করেন যাতে সে তার স্বাদ পায়। -(আহমদ) - ১১২১০ (৬৬০)

ইচ্ছা করে দৃষ্টিকারীর প্রতি লানত

হাদীস : ২৯৮০ ॥ হযরত হাসান বসরী মুরসাল রূপে বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌছেছে যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ লানত করেন দৃষ্টিকারীর এবং যার উপর দৃষ্টি পতিত হয় তার প্রতি। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে) - ১১২১০ (৬৬১)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় বিবাহেওলী ও কনের অনুমতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনুমতি ব্যতীত প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের বিয়ে দেওয়া যাবে না

হাদীস : ২৯৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বালেগা বিবাহিতা নারীকে বিবাহ দেওয়া যাবে না যতক্ষণ না তা স্পষ্ট অনুমতি নেওয়া হয়। এইরূপ বালেগা কুমারীকেও বিবাহ দেওয়া যাবে না যতক্ষণ না তার অনুমতি গ্রহণ করা হয়। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! তার অনুমতি কিরূপে বোঝা যাবে? সে তো কথা বলবে না। তিনি বললেন, চূপ থাকাই তার অনুমতি। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিয়ের সময় অনুমতি নিতে হয়

হাদীস : ২৯৮২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, বালেগা বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে তার ওলী অপেক্ষা অধিক হকদার। বালেগা কুমারী হতে তার বিষয়ে তার নিজের মত গ্রহণ করা আবশ্য। তার মত দেওয়া হল তার চূপ থাকা। অপর এক বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক বেশি কমের সাথে এই কথা রয়েছে। আর এক বর্ণনায় আছে, বালেগা বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে তার ওলী অপেক্ষা অধিক হকদার। বালেগা কুমারীর ব্যাপারে তার পিতা তার অনুমতি নিবে। তার অনুমতি হাল তার মৌনতা। -(মুসলিম)

বিয়ে পছন্দ না হলে ভেঙ্গে দেওয়া যায়

হাদীস : ২৯৮৩ ॥ হযরত খেনসা বিনতে খেয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বিবাহ দিল অথচ সে তখন পূর্ব বিবাহিতা; আর সে উহা না পছন্দ করল এবং রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তার অভিযোগ করল, তিনি তার বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন। -(বোখারী। ইবনে মাজাহর বর্ণনামতে, পিতার দেওয়া বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন।)

বাল্য বিবাহ ইসলামে জায়েয

হাদীস : ২৯৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন তাঁকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বৎসর। আর যখন তাঁকে রাসূল (স)-এর ঘরে পাঠানো হয় তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বৎসর। তখন তাঁর খেলনা ছিল তাঁর সাথে। আর যখন তাঁকে ছেড়ে যান তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওলী ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ২৯৮৫ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ওলী ছাড়া বিবাহ হয় না। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

ওলী ব্যতীত বিবাহ করলে সে বিবাহ অশুদ্ধ হবে

হাদীস : ২৯৮৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন নারী তার ওলীর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করেছে, তার বিবাহ অশুদ্ধ, তার বিবাহ অশুদ্ধ, তার বিবাহ অশুদ্ধ। কিন্তু যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তবে সে মোহর পাওনা হবে। স্বামী যে তার লজ্জাহানকে হালাল করেছে সে জন্য। যদি ওলীগণ বিবাদ করে, তবে যার ওলী নেই তার ওলী হল দেশের শাসক। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

প্রমাণ ব্যতীত বিয়ে হলে যিনাকার বলে সাব্যস্ত হবে

হাদীস : ২৯৮৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, আসল ব্যভিচারিনী তারাই, যারা প্রমাণ ব্যতীত নিজেদেরকে বিবাহ দেয়। সহীহ কথা এই যে, উক্তিটি ইবনে আব্বাসের। -(তিরমিযী)-২৭৭(১৯২)

প্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম বালিকাকে বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে

হাদীস : ২৯৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইয়াতীম বালেগাকে তার বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। যদি সে নীরব থাকে তাহলে এ তার অনুমতি হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তার প্রতি অবিচার চলবে না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ এবং দারেমী আবু মুসা থেকে।)

মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন দাস বিয়ে করলে সে ব্যভিচারী

হাদীস : ২৯৮৯ ॥ হযরত জবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেছে যে আসলে ব্যভিচারী। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলে তা বাতিল করা যায়

হাদীস : ২৯৯০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক বালগা কুমারী মেয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এসে জানাল, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছে। তখন রাসূল (স) তাকে এ স্বামীর সাথে থাকা না থাকার অধিকার দিয়ে দিলেন। -(আবু দাউদ)

একজন নারী অন্য নারীকে বিয়ে দিতে পারে না

হাদীস : ২৯৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন কোন নারী কোন নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং নিজেকেও বিবাহ দিতে পারে না। ব্যভিচারিণী সেই নারী যে নিজেকে বিবাহ দিয়েছে। -(ইবনে মাজাহ)

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উত্তম নাম রাখবে

হাদীস : ২৯৯২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যে যে তার উত্তম নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়। আর যখন সে বালগা হবে তার বিবাহ দিবে। যদি সে বালগা হয় আর তার বিবাহ না দেয় এবং সে কোন গোনাহের কাজ করে বসে তখন তার গোনাহ পিতার হবে। - ২৭২৫ (৬৬৩)

তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে মেয়ের বার বছর পূর্ণ হলে বিয়ে দিতে হবে

হাদীস : ২৯৯৩ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) ও আনাস ইবনে মালিক (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আসল তাওরাত কিতাবে লেখা আছে- যার মেয়ের বয়স বার বৎসরে উন্নীত হয়েছে, আর সে তার বিবাহ দেয় নাই, ফলে সে কোন অপরাধ করেছে তার গোনাহ পিতার হবে। -(উল্লিখিত হাদীসটি দুইটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে রেওয়ায়েত করেছেন।) - গুনকাদ (৬৬৪)

চতুবিংশ অধ্যায়

বিবাহের ঘোষণা, খুতবা ও শর্ত ইত্যাদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বলতেন না আগামীকাল কি হবে

হাদীস : ২৯৯৪ ॥ রুবাইয়্যা বিনতে মুআবেয ইবনে আফ্রা (রা) বলেন, যখন আমাকে আমার স্বামীর গৃহে পাঠান হল, তখন রাসূল (স) আমার ঘরে এলেন এবং আমার বিছানার উপর বসলেন, যেমন তুমি আমার কাছে বসে আছ। এ সময় আমাদের বালিকারা দফ বাজাতে লাগল এবং বদর যুদ্ধে নিহত আমার বাপ-দাদাদের শোকগাথা গাইতে লাগল। এমন সময় বালিকাদের একজন বলল, এবং “আমাদের মধ্যে রয়েছে এমন নবী যিনি আগামীকালের খবর জানেন।” একথা শুনে তিনি বললেন, এ ছাড় এবং পূর্বে যা বলছিলে তাই বল। -(বোখারী)

আনহাররা আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে

হাদীস : ২৯৯৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক স্ত্রীলোককে তার আনসারী স্বামীর গৃহে পাঠান হলে রাসূল (স) স্ত্রীর পক্ষকে বলতেন, তোমাদের সাথে কি আমোদ-প্রমোদের কিছু নেই? আনসারদের তো আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে। -(বোখারী)

হযরত আয়েশাকে বেশি ভালবাসতেন

হাদীস : ২৯৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছিলেন এবং শাওয়াল মাসেই আমাকে তাঁর ঘরে নিয়েছেন। তবুও আমি অপেক্ষা রাসূল (স)-এর কোন স্ত্রী তাঁর কাছে অধিক আদরনীয় ছিলেন কি? -(মুসলিম)

লজ্জাস্থান হালাল করার জন্য বিয়ে করতে হবে

হাদীস : ২৯৯৭ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যেসকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা উচিত, তন্মধ্যে সর্বোপযোগী শর্ত হল যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

একজনের বিয়ের প্রস্তাব দিলে সেখানে অন্যের প্রস্তাব দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২৯৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা ছেড়ে দিয়ে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোন নারীর উচিত নয় তার বোনের তালাক চাওয়া

হাদীস : ২৯৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন নারী যেন তার ভগ্নীর তালাক না চায়, যাতে সে ভগ্নীর পেয়ালা খালি করে আর নিজের পেয়ালা ভর্তি করে। কেননা, তার তাই হবে যা তার তকদীরে রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

শেগার করা ইসলামে নিষেধ

হাদীস : ৩০০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) শেগারকে নিষেধ করেছেন, আর শেগার হল এক ব্যক্তি তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির কাছে এই শর্তে বিয়ে দেবে যে, অপর ব্যক্তি তার কন্যাকে এর কাছে বিয়ে দেবে। অথচ তাদের মধ্যে এ ছাড়া মহর নির্ধারিত হবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় আছে, ইসলামে শেগার নেই।

মোতা বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন

হাদীস : ৩০০১ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) খায়বর যুদ্ধের দিন মোতা বিবাহ করতে ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আওতাস যুদ্ধে তিন দিনের জন্য মোতা বিয়ের অনুমতি ছিল

হাদীস : ৩০০২ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) আওতাস যুদ্ধের বৎসর দিন দিনের জন্য মোতা বিবাহ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন, অতপর তা নিষেধ করে দিয়েছেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই একথা বল বড় প্রশংসা

হাদীস : ৩০০৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে নামাযের তাশাহুদ এবং হাজতের তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, নামাযের তাশাহুদ হল, “সমস্ত সম্মান, উপাসনা, সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী আল্লাহর সালাম, শান্তি, রহমত বর্ষিত হোক আপনার উপর। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।”

আর হাজতের তাশাহুদ হল, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমরা তাঁর কাছে পানাহ চাচ্ছি আমাদের নিজের মন্দ কাজ থেকে। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারে না। আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আমি আরও ঘোষণা করছি, মোহম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।” অতপর তিনি এই তিনটি আয়াত পাঠ করলেন।

১. হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর, যথাযোগ্য ভয় এবং মরিও না তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০২)

২. হে মুমিনগণ, ভয় কর আল্লাহকে যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে আপন অধিকার দাবী করে থাক এবং ভয় কর আত্মীয়তার বন্ধনকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজের পর্যবেক্ষণ করেন। (সূরা নিসা, আয়াত-১)

৩. হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করবে এবং ঠিক কথা বলবে, এতে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলীকে ঠিক করবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়েছে, সে সব রকমের কর্মে কৃতকার্য হয়েছে। (সূরা আহযাব, আয়াত-৭০-৭১)। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

তিরমিযীতে আছে-এই তিন আয়াতের উল্লেখ সুফিয়ান সাওরী করেছেন। ইবনে মাজাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর বাক্যের পর বাড়িয়ে বলেছেন, আমরা তার প্রশংসা করছি, এবং নিজের মন্দ থেকে বাক্যের পর বাড়িয়েছেন, এবং আমাদের মন্দ কার্যাবলী থেকে এবং দারেমী বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, বড় রকমের কৃতকার্য হয়েছে, বাক্যের পর অতপর রাসূল (স) হাজতের উল্লেখ করতেন।

বাগাবীর শরহুস সুন্নায বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মাসউদ ‘হাজত’ অর্থে বিবাহ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন।

খোতবা দিলে তাতে তাশাহুদ থাকতে হবে

হাদীস : ৩০০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে খোতবায় তাশাহুদ নাই, তা হল কাটা হাতের ন্যায়। -(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা হাসান সহীহ।)

যে কোন কাজে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করবে

হাদীস : ৩০০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই আল্লাহর প্রশংসার সাথে শুরু করা না হলে তা হবে বরকতহীন। -(ইবনে মাজাহ) - ২৫২৫ (৬৬৫)

বিবাহ মসজিদে হওয়া এবং তাতে দফ বাজানো উচিত

হাদীস : ৩০০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিবাহকে প্রচার করবে এবং তা মসজিদে সম্পন্ন করবে। তাছাড়া তাতে দফ পিটাবে। -(তিরমিযী ইহা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব হাদীস।) - ২৫২৫ (৬৬৬)

বিবাহে দফ বাজানো কর্তব্য

হাদীস : ৩০০৭ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনে হাতের জুমাহী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, বিবাহে হালাল ও হারামের পার্থক্য হল আওয়াজ ও দফ পিটান। -(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

বিবাহে গানের আয়োজন থাকা কর্তব্য

হাদীস : ৩০০৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার কাছে এক আনসারী মেয়ে ছিল। তাকে আমি বিবাহ দিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, আয়েশা তোমরা কি গানের ব্যবস্থা করনি? এ আনসারী মহল্লাবাসীরা তো গান ভালবাসেন। - মুতাক্ক (৬৬৭)

আনসারী মহিলাগণ গান পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩০০৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আয়েশা তাঁর এক আনসারী আত্মীয়া মেয়েকে বিবাহ দিলেন। অতপর রাসূল (স) এলেন এবং বললেন, মেয়েটাকে কি স্বামীর সাথে পাঠিয়েছ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, গান করতে পারে এমন কাউকেও তার সাথে পাঠিয়েছ কি? আয়েশা বললেন, না। তখন রাসূল (স) বললেন, আনসারীরা এমন সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে গানের ঝাঁক রয়েছে। যদি তার সাথে এইরূপ বলার লোক পাঠাতে তোমাদের কাছে আমরা আসছি। আল্লাহ তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন এবং আমাদেরকেও দীর্ঘজীবী করুন।

- ২৫২৫ (৬৬৮)

-(ইবনে মাজাহ)

ওলী ও ব্যবসায়ী সম্পর্কে সাবধানতা

হাদীস : ৩০১০ ॥ হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে নারীকে সমপর্যায়ের দুই ওলী দুই ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিয়েছে সে প্রথম ব্যক্তির হবে। এইরূপে যে ব্যক্তি দুইজনের কাছে কোন মাল বিক্রয় করেছে সে মাল প্রথমজনের হবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ ও দারেমী) - ২৫২৫ (৬৬৯)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর হালাল জিনিস হারাম করা নিষেধ

হাদীস : ৩০১১ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করতাম, আমাদের সাথে নারী থাকত না। একবার আমরা বললাম, আমরা কি খাসী হব না? তিনি আমাদের ইহা থেকে নিষেধ করলেন। অতপর আমাদেরকে মোতা বিবাহ করতে অনুমতি দিলেন। সুতরাং আমাদের কেউ কেউ একটি কাপড় দিয়ে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন নারীকে বিবাহ করত। রাবী বলেন, অতপর আবদুল্লাহ কোরআনের আয়াত পাঠ করলেন, মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর হালাল করা পবিত্র জিনিসকে হারাম মনে করিও না। (সূরা মায়েরা) -(বোখারী ও মুসলিম)

মোতা বিবাহ কার্যত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল

হাদীস : ৩০১২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মোতা বিবাহ ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। কোন ব্যক্তি যখন কোন জনপদে পৌছাত, যেখানে তার কারও সাথে কোন পরিচয় থাকত না। অতএব, সে সেখানে যতদিন অবস্থান করবে বলে মনে করত, ততদিনের জন্য কোন নারীকে বিবাহ করত। নারী তার আসবাবপত্র রক্ষা করত এবং তার খানাপিনা প্রস্তুত করত। অবশেষে যখন এই আয়াত নাযিল হল, যারা আপন লজ্জাস্থানকে হেফযত করে আপন স্ত্রী অথবা আপন দাসীদের ব্যতীত অন্য সকল লজ্জাস্থানই হারাম হয়ে গেল। -(তিরমিযী) - ২৫২৫ (৬৭০)

প্রথম দিকে বিয়ের সময় গানের অনুমতি ছিল

হাদীস : ৩০১৩ ॥ হযরত আমের ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি একদা এক বিবাহে হযরত কারাযা ইবনে কাব আনসারী ও আবু মাসউদ আনসারীর কাছে পৌছলাম। তখন দেখি কতক মেয়ে গান গাইছে। এটা দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স)-এর সাহাবীদয় এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদয়! আপনাদের সম্মুখে কি এইরূপ করা হচ্ছে? তখন তাঁরা বললেন, ইচ্ছা হয় বস এবং আমাদের সাথে শোন, আর ইচ্ছা না হলে চলে যাও। কেননা, বিবাহের সময় গানের ব্যাপারে আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। -(নাসাঈ)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

যাদের সাথে বিবাহ হারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

একবার কিংবা দুবার দুধ চুষলে হারাম হবে না

হাদীস : ৩০১৪ ॥ হযরত উম্মুল ফযল (রা) বলেন, নিচ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, এক কি দুইবার চোষণে হারাম করে না। হযরত আয়েশার বর্ণনায় আছে—একবার কি দুই চোষণে হারাম করে না। উম্মুল ফযলের অপর বর্ণনায় আছে—এক কি দুইবার খাওয়ানো হারাম করে না।—(মুসলিম)

কেউ যদি দশবার কোন নারীর দুধ খায় তবে তা হারাম

হাদীস : ৩০১৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কোরআনে যা নাখিল হয়েছিল তা ছিল নিশ্চিত জানা দশবার খাওয়া হারাম করে—অতপর নিশ্চিত জানা পাঁচবারের দ্বারা তা মনসূখ হয়ে যায়। তারপর রাসূল (স) এত্তেকাল করেন, অথচ তা কুরআনে পড়া হত।—(মুসলিম)

সবাই দুধ খেলে দুধ ভাই হবে না

হাদীস : ৩০১৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) তাঁর কাছে পৌছালেন, তখন তাঁর কাছে ছিল একটি পুরুষ। এটা যেন তিনি না পছন্দ করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, ইনি আমার দুধ ভাই। তখন তিনি বললেন, দেখ তোমার ভাই কারা? ভাই হয় দুধের বয়সে ক্ষুধায় দুধ খেলেই।—(বোখারী ও মুসলিম)

দুধ ভাইয়ের বিয়ে হারাম

হাদীস : ৩০১৭ ॥ হযরত ওকবা ইবনে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু এহাব ইবনে আযীযের একটি কন্যাকে বিবাহ করলেন। অতপর একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি ওকবাকে এবং সে যাকে বিবাহ করেছে তাদের দুধ খাইয়েছেন। ওকবা তাকে বললেন, আমি জানি না যে, আপনি আমাকে দুধ খাইয়েছেন এবং কখনো আমাকে এটা বলেন নাই। অতপর ওকবা আবু এহাব পরিবারের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, আমরাও জানি না যে, সে আমাদের পাত্রীকে দুধ খাইয়েছে। অতপর ওকবা মদীনায় রাসূল (স)—এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (স) বললেন তোমরা কিভাবে এক সাথে থাকতে পার যখন বলা হয়েছে যে, তোমরা দুধ ভাই বোন? সুতরাং ওকবা তাকে পৃথক করে দিল এবং সেই নারী অন্যকে বিয়ে করল।—(বোখারী)

কোন নারীকে তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা হারাম

হাদীস : ৩০১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে বিবাহবন্ধনে একত্র করা যাবে না। আর না কোন নারীকে তার খালার সাথে।—(বোখারী ও মুসলিম)

দুধ সম্পর্কের কারণে যা হারাম, রক্ত সম্পর্কে তা হারাম

হাদীস : ৩০১৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুধ সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয় রক্ত সম্পর্কের কারণেও তা হারাম।—(বোখারী)

নারী চাচার সাথে দেখা দিতে পারবে

হাদীস : ৩০২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার দুধ চাচা আসলেন, এবং আমার কাছে উপস্থিত হতে অনুমতি চাইলেন। আমি রাসূল (স)—কে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। অতপর রাসূল (স) এলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি তোমার চাচা। সুতরাং তাকে অনুমতি দাও। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাকে তো নারীই দুধ পানি করিয়েছে, পুরুষ তো পান করান নাই। তখনও রাসূল (স) বললেন, তবু তিনি তোমার চাচাই। সুতরাং তিনি তোমার কাছে আসতে পারেন। আয়েশা বলেন, এটা আমাদের প্রতি পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বের ঘটনা।—(বোখারী ও মুসলিম)

ভাতিজীকে বিয়ে করা যায় না

হাদীস : ৩০২১ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি কি আপনার চাচা হামযার মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছা রাখেন? সে তো কুরাইশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী যুবতী। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি জান না, হামযা আমার দুধ ভাইও? আর আল্লাহ দুধের কারণে হারাম করেছেন যা রক্তের কারণে করেছেন।—(মুসলিম)

যুদ্ধ বন্দীগণ বন্টন হওয়ার পর তাদের সাথে সহবাস বৈধ

হাদীস : ৩০২২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) হুনাইন যুদ্ধের তারিখে আওতাসের দিকে এক সৈন্যদল পাঠালেন। তারা শত্রুত সম্মুখীন হল এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করল, অবশেষে তাদের উপর জয়ী হল এবং বহু নারী তাদের অধিকারে এসে গেল। অতপর রাসূল (স) সাহাবীদের মধ্যে কিছু কিছু লোক ঐ নারীদের মুশরিক স্বামী থাকার কারণে তাদের সাথে সহবাস করাকে দুঃখীয় মনে করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল করলেন এবং সখবা নারী, কিন্তু যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে। রাবী বলেন, অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্য হালাল যখন তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফুফু ভাইঝি একসাথে বিবাহ হারাম

হাদীস : ৩০২৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন, আর ফুফুকে তার ভাইঝির সাথে, কোন মেয়েকে তার খালার সাথে, আর খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে। এইরূপ ছোট ভগ্নীকে বড় বোনের সাথে এবং বড় বোনকে ছোট বোনের সাথে।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী ও নাসাঈ। তবে নাসাঈর বর্ণনা বোনের মেয়ে পর্যন্ত।)

মাকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম

হাদীস : ৩০২৪ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, একদা আমার মামু আবু বোরাদা ইবনে নেয়ার আমার কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল একটি পতাকা। আমি বললাম, কাথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমাকে রাসূল (স) এক ব্যক্তির কাছে তার মাথা কেটে আনতে পাঠিয়েছেন, যে তার বাপের পত্নীকে বিবাহ করেছে। -তিরমিযী ও আবু দাউদ। কিন্তু আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমীর অপর এক বর্ণনায় আছে-আমাকে তিনি তার গর্দান কেটে ও তার মাল ছিনিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ বর্ণনায় মামু শব্দের স্থলে চাচা শব্দ রয়েছে।

দুধ খাওয়ার পর পেটে যেতে হবে তবে হারাম

হাদীস : ৩০২৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুধ পান হারাম করে না যাহা বোটা হতে অঙ্কে যায় তা ব্যতীত এবং যা দুধ ছড়ানোর আগে খাওয়া হয়। -(তিরমিযী)

একটি দাস অথবা দাসী মুক্ত করলে দুধের হক আদায় হবে

হাদীস : ৩০২৬ ॥ তাবেরী হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ আসলামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তাঁর পিতা বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! কিসে দুধ পানের হক আদায় করা যায়? তিনি বললেন, একটি দাস অথবা একটি দাসী মুক্ত করা হলে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী) - ২৫২৫ (৬৭০)

দুধ মাতাকে আপন মাতার সঙ্গ করলে হয়

হাদীস : ৩০২৭ ॥ হযরত আবুতুফাইল গানাবী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে বসে আছি, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক এলেন। রাসূল (স) তাঁর জন্য আপন চাদর বিছিয়ে দিলেন আর তিনি তার উপর বসে গেলেন। যখন তিনি চলে গেলেন তখন লোকেরা বলল, ইনিই রাসূল (স)-কে দুধ পানি করেছিলেন। -(আবু দাউদ) - ২৫২৫ (৬৭২)

চারজন স্ত্রী একসাথে বিবাহে রাখা যায়

হাদীস : ৩০২৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, গায়লান ইবনে সালামা সাকাতী মুসলমান হল, আর জাহেলিয়াত যুগের তার দশ স্ত্রী ছিল। তারা সকলেই তার সাথে মুসলমান হল। রাসূল (স) বললেন, চারটি রাখ এবং বাকী সকলকে পৃথক করে দাও। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

চারজন স্ত্রী একসাথে রাখা জায়েয আছে

হাদীস : ৩০২৯ ॥ হযরত নওফেল ইবনে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন আমার অধীনে পাঁচটি নারী ছিল। অতপর আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, একটি পৃথক করে দাও, আর চারটি রাখ। সুতরাং আমি আমার সর্বপ্রথম সহচারীকে বেছে নিলাম। যে ৬০ বছর যাবৎ বাঁধা ছিল এবং তাকেই পৃথক করে দিলাম। -(শরহে সুন্নাহ)

দুই আপন বোন এক সাথে বিবাহে বন্ধনে থাকতে পারবে না

হাদীস : ৩০৩০ ॥ তাবেরী যাহ্‌হাক ইবনে ফায়রুয দায়লামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, অথচ আমার অধীনে দুই বোন এক সাথে আছে, তিনি বললেন, দুইটির মধ্যে একটি রাখ যাকে চাও। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মুসলমানের জী মুসলমান হতে হবে

হাদীস : ৩০৩১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একটি জীলোক মুসলমান হল এবং স্বামী গ্রহণ করল। অতপর তার প্রথম স্বামী রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! আমিও মুসলমান হয়েছি এবং আমার ইসলামের খবর আমার জী জানে। রাসূল (স) তাকে তার দ্বিতীয় স্বামী হতে ছিনিয়ে প্রথম স্বামীকে দিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, সে বলল, আমার জী আমার সাথেই মুসলমান হয়েছে। সুতরাং তিনি তাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

- ১২২০ (৬৭৬)

জীর কন্যাকে বিয়ে করা হারাম

হাদীস : ৩০৩২ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়েরব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করেছে এবং তার সাথে সহবাস করেছে, সে ব্যক্তির জন্য ঐ নারীর কন্যা বিবাহ করা হালাল নয়। আর যদি সহবাস না করে থাকে, তবে সে তার কন্যাকে বিবাহ করতে পারে এবং যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করেছে, তার জন্য তার মাকে বিবাহ করা হালাল নয়। চাই সে তার সাথে সহবাস করে থাকুক বা না থাকুক। -(তিরমিযী। কিন্তু তিনি বলেছেন, হাদীসটি সনদগত সহীহ নয়। কেননা, ইবনে লাহিয়া ও মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ ইহা আমর ইবনে শোআয়েরব থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তারা উভয়ের যঈফ রাবী।)- ১২২০ (৬৭৪)

সৎ মাকে বিবাহ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম

হাদীস : ৩০৩৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রক্ত সম্পর্কের কারণে সাত জন এবং বিবাহ বন্ধনের কারণে সাত জন নারী হারাম করা হয়েছে। অতপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা থেকে শেষ পর্যন্ত। -(বোখারী)

ষড়বিংশ অধ্যায়

মিলন বা আয়ল সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়ল করার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর অনুমতি নেই

হাদীস : ৩০৩৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বনী মুত্তালিকের যুদ্ধে বের হলাম এবং তথায় বহু আরবীয় নারী বন্দিরূপে আমাদের অধিকারে এসে গেল। এ সময় আমাদের নারী সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা জাগল এবং নারীবিন্দির থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ল, কিন্তু আমরা আয়ল করাকেই পছন্দ করলাম। চাই আয়ল করার ইচ্ছা করলাম এবং বললাম, রাসূল (স) জিজ্ঞাসা না করেই কি আমরা আয়ল করব, অথচ তিনি আমাদের মধ্যে আছেন? সুতরাং আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, না করলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল লোক হবার আছে তারা হবেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

জী সহবাসে কোন বাধা নিষেধ নেই

হাদীস : ৩০৩৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, ইহুদীরা বলে, যখন কোন ব্যক্তি পিছন দিক থেকে আপন জীর লজ্জাস্থান উপভোগ করে, তখন সন্তান টেরা চক্ষুবিশিষ্ট হয়। এর প্রতিবাদে এই আয়াত নাযিল হয়, “তোমাদের জীরা হচ্ছে তোমাদের কৃষিক্ষেত্র। সুতরাং উহাতে তোমরা প্রবেশ করতে পার যেমন ইচ্ছা।” (সূরা বাক্বা আয়াত-২২৩) -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আমলে আয়ল করা হত

হাদীস : ৩০৩৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমরা আয়ল করতাম কোরআন নাযিল হবার সময়কালে। -বোখারী ও মুসলিম কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, এ খবর রাসূল (স) কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু আমাদেরকে নিষেধ করেন নাই।

আল্লাহ নির্ধারিত যা তা আসবেই

হাদীস : ৩০৩৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূল (স)! আমার একটি দাসী আছে, সে আমার খেদমত করে। আমি তাকে উপভোগ করি, অথচ তার গর্ভধারণ করাকে আমি পছন্দ করি না। রাসূল (স) বললেন, ইচ্ছা করলে আয়ল করতে পার। তবে তার জন্য যা নির্ধারিত আছে তা হবেই। রাবী বলেন, কিছুদিন অপেক্ষার পর সে ব্যক্তি পুনরায় তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! নাসীটি গর্ভধারণ করেছে। রাসূল (স) বললেন, আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তার যা হবার মোকদ্দার আছে তা হবেই। -(মুসলিম)

আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন তা সৃষ্টি করেন

হাদীস : ৩০৩৮ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, প্রত্যেক পানি দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয় না, আল্লাহ যখন কোন জিনিস সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, কোন কিছুই তাকে রোধ করতে পারে না। -(মুসলিম)

আযল করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৩৯ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে আযল করি। রাসূল (স) বললেন, কেন তা কর? সে বলল, আমি তার সন্তান সম্পর্কে ভয় করি। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, যদি এ ক্ষতিকর হত, তবে ইরানী ও রোমানদের তা ক্ষতি করত। -(মুসলিম)

আযল হল জীবন্ত সন্তান প্রোথিত রাখা

হাদীস : ৩০৪০ ॥ হযরত জুদামা বিনতে ওহাব (রা) বলেন, একদা আমি আরও কতক লোক সহকারে রাসূল (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম, তখন তিনি বলছিলেন, আমি গীলা নিষেধ করতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমি রোমান ও ইরানীদের দিকে দেখলাম। দেখি তাহারা গীলা করে অথচ ইহা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। অতপর লোকেরা তাঁকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূল (স) বললেন, ইহা হল জীবন্ত কন্যা পুঁতে ফেলা; তবে প্রচ্ছন্নভাবে এ আল্লাহর এই কালামের অন্তর্গত-যখন জীবন্ত পোতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। -(মুসলিম)

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৪১ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানত, অপর বর্ণনায় আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি সেই, যে নিজের স্ত্রীর কাছে যায় এবং স্ত্রী তার কাছে আসে আর সে এই গুণ্ড কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীগণ পুরুষের ক্ষেতস্বরূপ

হাদীস : ৩০৪২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হল, “তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ সূতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে প্রবেশ করতে পার যেভাবে চাও।” সম্মুখের দিক হতে বা পশ্চাৎ দিক হতে, তবে বেঁচে থাক গুহাদ্বার ও হাযয অবস্থা থেকে। -(তিরমিযী)

আল্লাহ যা সত্য তা বলতে লজ্জা করেন না

হাদীস : ৩০৪৩ ॥ হযরত খুযাইমা ইবনে সাবেত (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুহাদ্বারে সহবাস করিও না। -(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

স্ত্রীর পিছনের রাস্তায় সহবাস করা হারাম

হাদীস : ৩০৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অভিশপ্ত যে আপন স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন

হাদীস : ৩০৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আপন স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করবে, আল্লাহ তার প্রতি রহমতের নজর করবেন না। -(শরহে সুন্নাহ)

পুরুষের সাথে সহবাস করলে দোষখী হবে

হাদীস : ৩০৪৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি করবেন না, যে কোন পুরুষ বা নারীর মলদ্বার ব্যবহার করেছে। -(তিরমিযী)

আযল করা গুণ্ডভাবে সন্তান হত্যা করার সমান

হাদীস : ৩০৪৭ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) বলতে শুনেছি, তোমরা গুণ্ডভাবে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। কেননা, গীলা আরোহীর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়। -(আবু দাউদ) - ৫৮০ (১৫)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর অনুমতি নিয়ে আযল করতে পারে

হাদীস : ৩০৪৮ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) স্বাধীন নারীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল করতে নিষেধ করেছেন। -(ইবনে মাজাহ) - ৫৮০ (১৬)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দাসত্ব থেকে মুক্তি ও বিচ্ছেদ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বারীরাহকে বললেন স্বামীর কাছে ফিরে যেতে

হাদীস : ৩০৪৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বারীরার স্বামী মুগীস নামীয় এক হাবশী ক্রীতদাস ছিল। আমি যেন দেখছি, সে বারীরার পিছনে পিছনে মদীনার গলিতে গলিতে কেঁদে ফিরছে আর তার অশ্রু গড়িয়ে তার দাড়ি বেয়ে পড়ছে। এটা দেখে রাসূল (স) আমার পিতা হযরত আব্বাসকে বললেন, চাচা, আপনি নিশ্চয় আশ্চর্যবোধ করছেন, বারীরার প্রতি মুগীসের প্রেম ও মুগীসের প্রতি বারীরার বিতৃষ্ণা? এ সময় রাসূল (স) বারীরাহকে বললেন, তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে বড় ভাল হত। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি কি আমাকে এর নির্দেশ দিলেন? রাসূল (স) বললেন, না আমি সুপারিশ করছি। তখন বারীরা বলল, তবে আমার তাঁতে কোন আশঙ্কা নাই। -(বোখারী)

স্বাধীনা মহিলা দাসদের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে

হাদীস : ৩০৫০ ॥ তাবেরী হযরত ওরওয়া হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বারীরা সম্পর্কে তাঁকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ কর এবং আযাদ করে দাও। তখন তার স্বামী ক্রীতদাস ছিল। সুতরাং রাসূল (স) তাকে অধিকার দিলেন আর সে মতে সে তার স্বামী থেকে নিজেকে মুক্ত করল। যদি তার স্বামী স্বাধীন হত তাকে এ অধিকার দিতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রীত আগের স্বামীর স্বাধীন হতে হবে

হাদীস : ৩০৫১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক দাস-দম্পতিকে আযাদ করতে ইচ্ছা করলেন, এবং এ ব্যাপারে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে ক্রীত আগের স্বামীকে আযাদ করতে নির্দেশ দিলেন।

২৫২০ (৩৭৭)

-(আবু দাউদ ও নাসাই)

স্বাধীনা ক্রীত ইচ্ছায় বিবাহ ছিন্ন করতে পারে

হাদীস : ৩০৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, বারীরাহকে মুক্তি দেওয়া হল, জখচ তখন সে মুগীসের অধীনে। তখন রাসূল (স) তাকে এখতিয়ার দিলেন এবং বললেন, যদি সে তোমার মুক্তির পথ তোমার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে তোমার এখতিয়ার নেই। -(আবু দাউদ) - ২৫২০ (৩৭৮)

অষ্টবিংশ অধ্যায়

বিবাহের মোহরানার গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের বদলে বিবাহ জায়েয আছে

হাদীস : ৩০৫৩ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, একটি ক্রীতলোক নিশ্চয়ই রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি নিজেকে আপনার জন্য হেবা করলাম। এই বলে সে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ, আমার সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিন, যদি তাতে আপনার কোন আবশ্যক না থাকে। রাসূল (স) বললেন, তোমার কাছে তাকে মহর দেওয়ার মত কিছু আছে কি? সে বলল, আমার কাছে আমার একটি তহবন্দ ছাড়া কিছুই নেই। রাসূল (স) বললেন, একটি লোহার আংটি হলেও তালাশ করে দেখ। সে তালাশ করল কিন্তু পেল না। রাসূল (স) বললেন, তোমার কিছু কুরআন জানা আছে কি? সে বলল হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা জানা আছে। রাসূল (স) বললেন, যাও তোমার কুরআনের যা জানা আছে তার বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিয়ে দিলাম। অপর বর্ণনা মতে, যাও তোমার সাথে তার বিয়ে দিলাম, তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের মোহর ছিল পাঁচশত দেবহাম

হাদীস : ৩০৫৪ ॥ হযরত আবু সালামা (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল (স)-এর বিবাহের মহর কত ছিল? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীদের মহর সাড়ে বার উকিয়া ছিল। যার পরিমাণ হল পাঁচশত দেবহাম। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারীদের মোহর বৃদ্ধি করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৫৫ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মহর বাড়িয়ে না। কেননা, তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের এবং আখেরাতে আল্লাহর কাছে তাকওয়ার বিষয় হত তবে তোমাদের অপেক্ষা সেই ব্যাপারে রাসূল (স) অধিক উপযোগী ছিলেন, কিন্তু রাসূল (স) বার উকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ দারেমী)

এক অঞ্জলি ছাত্ত হলেও মহার আদায় করতে হবে

হাদীস : ৩০৫৬ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, যে তার স্ত্রীর মহর এক অঞ্জলি ছাত্ত অথবা খেজুর দিয়েছে, সে তাকে হালাল করে নিয়েছে। -(আবু দাউদ) - ২৪১৮ (৬৭১)

এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে বিয়ে হল

হাদীস : ৩০৫৭ ॥ হযরত আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত, বনী ফাযারা গোত্রের এক নারী এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে বিবাহ বসল। অতপর রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে নিজেকে সপর্দ করতে রাজী আছ? সে বলল, জি হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) তার অনুমতি দিলেন। -(তিরমিযী) - ২৪১৮ (৬৮৫)

পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের মত মোহর ধার্য করতে হয়

হাদীস : ৩০৫৮ ॥ তাবেয়ী আলকামা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছে, কিন্তু তার মহর নির্ধারণ করে নেই এবং তাঁর সাথে সহবাসও করে নেই, অতপর সে মারা গিয়েছে, এর কি হকুম? তিনি বললেন, স্ত্রীলোকটি তার পরিবারের অপর মেয়েদের সমান মহর পাবে। তা হতে কমও নয় এবং সে স্বামীর মৃত্যুর ইদত শোকও পালন করবে এবং স্বামীর মীরাসও ফয়সালা করেছেন রাসূল (স) আমাদের বংশের মেয়ে বিরওয়ানা বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কে অনুগ্রহ ফয়সালা করেছেন। একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) খুবই আনন্দিত হলেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা)-এর মোহর ছিল চার হাজার দেবহাম

হাদীস : ৩০৫৯ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের স্ত্রী ছিলেন। আবদুল্লাহ হাবশায় মৃত্যুবরণ করেন। অতপর হাবশার বাদশা নাজ্জালী তাঁকে রাসূল (স)-এর সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে চার হাজার মোহর আদায় করে দেন। অপর বর্ণনায় আছে চার হাজার দেবহাম এবং ওরাহবীল ইবনে হাসানার সাথে তাঁকে রাসূল (স)-এর কাছে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে মোহর ধার্য করা যায়

হাদীস : ৩০৬০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, উম্মে সুলাইমকে হযরত আবু তালহা বিবাহ করেন। তাঁদের মহর ছিল ইসলাম। উম্মে সুলাইম আবু তালহার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর আবু তালহা তাঁর বিবাহের প্রস্তাব করেন। তখন উম্মে সুলাইমা বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে তোমার সাথে বিবাহ হতে পারে। অতপর আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলেন, আর তাদের মহর হল ইসলাম। -(নাসাঈ)

উনত্রিশতম অধ্যায়

বিবাহের ওলীমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

একটি খেজুর পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে মোহর আদায় হয়

হাদীস : ৩০৬১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফের শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূল! আল্লাহ আমি এক খেজুর দানার ওজনে স্বর্ণ

দিয়ে একটি জ্বীলোককে বিবাহ করেছি। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। ওলীমা কর যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) একটি ভেড়া দিয়ে ওলীমা করলেন

হাদীস : ৩০৬২ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) জ্বী যয়নব (রা)-এর বিবাহে যত বড় ওলীমা করেছেন, তত বড় ওলীমা তিনি তাঁর অপর কোন বিবাহে করেন না, তাতে তিনি একটি ভেড়া দিয়ে ওলীমা করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

যয়নব (রা)-এর বিয়ের ওলীমা গোশত রুটি ছিল

হাদীস : ৩০৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন যয়নাব বিনতে জাহশকে বিবাহ করলেন, তখন ওলীমা করলেন এবং মানুষকে রুটি গোশত পেট ভরে খাওয়ালেন। -(বোখারী)

মুক্তিপণকে মোহর ধার্য করলেন

হাদীস : ৩০৬৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) হযরত সুফিয়া (রা)-কে মুক্ত করে দিয়ে পরে বিবাহ করলেন এবং তাঁর মহর নির্ধারিত করলেন তাঁর মুক্তিপণ। তিনি তাঁর বিবাহের ওলীমা করেছেন 'হায়স' দ্বারা। -(বোখারী ও মুসলিম)

খেজুর ও পনির দিয়ে ওলীমা করা হয়েছিল

হাদীস : ৩০৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, খায়বর থেকে ফেরার কালে রাসূল (স) খায়বর ও মদীনার মধ্যবর্তীস্থলে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং সেখানে হযরত সুফিয়া (রা)-কে তার কাছে আনা হল আর আমি মুসলমানদেরকে তাঁর ওলীমার জন্য দাওয়াত করলাম। সে ওলীমার রুটি-গোশত কিছুই ছিল না। উহার জন্য রাসূল (স) শুধু চামড়ার দস্তরখান বিছাতে নির্দেশ দিলেন আর তা বিছান হল অতপর উহার উপর খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেওয়া হল। -(বোখারী)

দুই মুদ যব দিয়ে ওলীমা করা হয়েছিল

হাদীস : ৩০৬৬ ॥ হযরত সুফিয়া বিনতে শায়বা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর এক জ্বী উম্মে সালামার ওলীমা করেছিলেন, মাত্র দুই মুদ যব দ্বারা। -(বোখারী)

বিবাহের দাওয়াত কবুল করতে হয়

হাদীস : ৩০৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয় রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বিবাহের খানায় আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিবাহের দাওয়াতে যোগদান করে ইচ্ছা করলে যেতে পারে

হাদীস : ৩০৬৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন খানাতে আমন্ত্রিত হয়, তখন সে যেন তাতে যোগদান করে, অতপর ইচ্ছা হয় খাবে আর ইচ্ছা হয় না খাবে। -(মুসলিম)

সবচেয়ে মন্দ খানা হচ্ছে যেখানে গরীব নেই

হাদীস : ৩০৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খানা হচ্ছে ওলীমার সেই খানা, যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরীবদেরকে ত্যাগ করা হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত ত্যাগ করেছে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাদ্যতা করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিনা দাওয়াতে খাওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩০৭০ ॥ হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, আনসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি যার কুনিয়াত ছিল আবু শোআয়েব তার এক গোশত বিক্রয়কারী ক্রীতদাস ছিল। সে ক্রীতদাসকে বলল, আমার জন্য পাঁচ জনের পরিমাণ খানা তৈরি কর। আমি রাসূল (স) ও পাঁচ জনের একজন হিসেবে দাওয়াত দিতে ইচ্ছা রাখি। সুতরাং সে মতে তাঁর জন্য কিছু খানা তৈরি করা হল। অতপর সে এসে রাসূল (স)-কে দাওয়াত দিল। পথে তাঁদের সাথে এক ব্যক্তি शामिल হল। রাসূল (স) বললেন, আবু শোআয়েব! এক ব্যক্তি আমাদের সাথী হয়েছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাকে অনুমতি দিতে পার আর যদি ইচ্ছা না হয় বাদও দিতে পার। সে বলল, না ইয়া রাসূল্লাহ! আমি তাকে অনুমতি দিলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্প হলেও ওলীমা করতে হয়

হাদীস : ৩০৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) জ্বী হযরত সুফিয়া (রা)-এর ওলীমা করেছিলেন ছাত্ত ও খেজুর দ্বারা। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)।

নকশা করা ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৭২ ॥ হযরত সফীনা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হযরত আলী ইবনে আবু তালেবের মেহমান হল। তিনি তার জন্য খানা প্রস্তুত করলেন। এ সময় হযরত ফাতেমা (রা) বললেন, যদি আমরা রাসূল (স)-কে দাওয়াত দিতাম এবং তিনি আমাদের এখানে খেতেন, ভাল হত। সুতরাং তারা তাঁকে দাওয়াত দিলেন আর সে মতে তিনি এলেন এবং দরজার দুই পাশের দুই চৌকাঠের উপর দুই হাত রেখে দাঁড়ালেন, দেখলেন ঘরের একদিকে একটি নকশা করা কাপড় লটকানো হয়েছে। এতে তিনি ফিরে গেলেন। হযরত ফাতেমা বললেন, আমি তাঁর পিছনে ছুটলাম এবং গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! কি কারণে আপনি ফিরে আসলেন? তখন তিনি বললেন, আমার অথবা কোন নবীর পক্ষে কোন নকশা করা ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়। - (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া উচিত

হাদীস : ৩০৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে নিমন্ত্রণে যায় না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। আর যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ ছাড়া গিয়েছে সে চোর রূপে গিয়েছে এবং লুণ্ঠনকারী রূপে ফিরেছে। - (আবু দাউদ) - ২৫২৮ (১৫২)

নিকটতম প্রতিবেশীই প্রথমে গ্রহণযোগ্য

হাদীস : ৩০৭৪ ॥ রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন দুই নিমন্ত্রণকারী একসাথে আসে তখন নিকটতম প্রতিবেশীরাই গ্রহণ করবে, আর যদি একজন পূর্বে আসে তবে তারাই গ্রহণ করবে। - (আহমদ ও আবু দাউদ) - ২৫২৯ (১৫২)

বিয়ের তৃতীয় দিনের খানা নাম প্রকাশের জন্য

হাদীস : ৩০৭৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিবাহে প্রথম দিনের খানা আবশ্যিক, দ্বিতীয় দিনের খানা সুন্নাত, আর তৃতীয় দিনের খানাই হল নাম প্রকাশ। যে ব্যক্তি নাম প্রকাশ করতে চেয়েছে, আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের দিন নাম প্রকাশক বলে প্রকাশ করবেন। - (তিরমিযী) - ২৫৩০ (১৫৩)

নাম প্রকাশের খানা খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩০৭৬ ॥ তাবেরী ইক্সামা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) নাম প্রকাশের দুই প্রতিযোগীর খানা খেতে নিষেধ করেছেন। - (আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিতা মূলক খানা খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩০৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিযোগিতার দাওয়াত কবুল করা যায় না এবং তাদের খানা খাওয়া যায় না। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, খানা খাওয়ানো প্রতিযোগী অর্থে এখানে গর্ব এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতাকারিকেই বুঝিয়েছে।

ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করা যাবে না

হাদীস : ৩০৭৮ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করতে নিষেধ করেছেন। - ২৫৩১ (১৫৪)

মুসলমানের বাড়ীতে গেলে খানা খাওয়া উচিত

হাদীস : ৩০৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের কাছে যায়, তখন যেন তার খানা খায় এবং প্রশ্ন না করে। আর তার পানীয় পান করে এবং কোন প্রশ্ন না করে। - উপরোক্ত হাদীস তিনটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে রেওয়ায়েত করেছেন। আর বায়হাকী বলেন, যদি শেষের হাদীসটি বিতর্ক হয়, তবে তার অর্থ হবে, সত্যিকার মুসলমান হালাল ছাড়া পানাহার করায় না। সুতরাং তার খানা হালাল-হারামের প্রশ্নই ওঠে না।

ত্রিশতম অধ্যায়

জীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীদের সাথে সমতা রক্ষা করতে হয়

হাদীস : ৩০৮০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) নয় জী রেখে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের মধ্যে হযরত সওদা ব্যতীত আট জীর ব্যাপারেই পালা বন্টন করতেন। - (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত সাওদা (রা) তাঁর পালা হযরত আয়েশা (রা)-কে দেন

হাদীস : ৩০৮১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত সাওদা যখন বেশি বৃদ্ধা হয়ে যান, বলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনার কাছে আমার প্রাপ্য পালা আমি আয়েশাকে দিলাম। অতপর রাসূল (স) আয়েশার জন্য দুই পালা নির্ধারণ করতেন-তাঁর নিজের পালা ও বিবি সওদার পালা। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইন্তেকালের পূর্বে রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে ছিলেন

হাদীস : ৩০৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে রোগে রাসূল (স) ইন্তেকাল করেছেন, সে রোগে তিনি বারবার জিঙেস করছিলেন, আগামিকাল আমি কার ঘরে থাকব? তিনি ইচ্ছা করছিলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর দিনের কথা। সুতরাং তার ক্রীণা তাঁকে অনুমতি দিলেন, যে ঘরে ইচ্ছা তিনি থাকতে পারেন। অতপর তিনি আয়েশার ঘরেই ছিলেন। এমন কি তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন। -(বোখারী)

সফরে যাওয়ার পূর্বে ক্রীদের মধ্যে লটারী করা যায়

হাদীস : ৩০৮৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন সফরে যেতে ইচ্ছা করতেন, ক্রীদের মধ্যে লটারী দিতেন এবং তাতে যার নাম উটত তাকেই সাথে নিয়ে যেতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুমারী নারী বিবাহ করলে একাধারে তিন দিন তার ঘরে থাকবে

হাদীস : ৩০৮৪ ॥ তাবেরী আবু কেলাবা হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি বিবাহিতা নারীর উপর কুমারী নারী বিবাহ করবে, তার কাছে সাত রাত অবস্থান করবে, অতপর পালা বন্টন করবে। আর যখন বিবাহিতা নারী বিবাহ করবে, তার কাছে তিন রাত্রি ভ্রুবস্থান করবে, অতপর পালা বন্টন করবে। আবু কেলাবা বলেন, যদি আমি বলতে চাই বলতে পারি, হযরত আনাস (রা) তাকে রাসূল (স) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। অর্থাৎ হাদীসটি মরফু বা খোদ রাসূল (স)-এরই উক্তি। -(বোখারী ও মুসলিম)

অবিবাহিতার জন্য সাত রাত নির্ধারিত করা হয়েছে

হাদীস : ৩০৮৫ ॥ হযরত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, নিচয়ই রাসূল (স) যখন হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে বিবাহ করলেন এবং উম্মে সালমা তাঁর কাছে রাত্রি যাপন করে সকালে উঠলেন, রাসূল (স) বললেন, তোমার কারণে বংশের অমর্যাদা হবে না। তুমি যদি চাও তোমার কাছে আমি সাত রাত থাকব, পরে তোমার নিকটও তিন রাত করে থাকব। উম্মে সালমা বললেন, তিন রাত্রিই থাকুন। অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) তাঁকে বললেন, অবিবাহিতার জন্য সাত রাত আর বিবাহিতার জন্য তিন রাত। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**রাসূল (স) ক্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতেন**

হাদীস : ৩০৮৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নিচয়ই রাসূল (স) তাঁর ক্রীদের মধ্যে পালা বন্টন করতেন এবং ন্যায় বিচার করতেন। আর বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আমার শক্তি অনুসারে পালা বন্টন করলাম। সুতরাং যাতে শুধু তোমার শক্তি রয়েছে আমার শক্তি নাই, তাতে তুমি আমাকে ভৎসনা করো না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) - ১৫৭৫ (১৮৫)

ক্রীদের সাথে ন্যায় বিচার না করলে কিয়ামতে অর্ধাঙ্গ হয়ে উঠবে

হাদীস : ৩০৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির কাছে দুই ক্রী থাকে তার সে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার না করলে, কিয়ামতের দিন সে এক অঙ্গহীন অবস্থায় উঠবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন হযরত সাফিয়া (রা)

হাদীস : ৩০৮৮ ॥ তাবেরী আতা ইবনে দীনার বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার জানাযায় সারেফ নামক স্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, ইনি রাসূল (স)-এর ক্রী। সুতরাং তাঁর লাশকে আস্তে ওঠাবে জোরে নাড়া দেবে না এবং সহজে চলবে। ব্যাপার এই যে, রাসূল (স)-এর নয় ক্রী ছিলেন, যাদের মধ্যে আট জনের জন্য তিনি পালা বন্টন করতেন এবং একজনের জন্য পালা বন্টন করতেন না। আতা (রা) বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূল (স) যার পালা বন্টন করেন নি তিনি ছিলেন হযরত সাফিয়া, আর মদীনার মৃত্যুবরণকারিণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ। -(বোখারী ও মুসলিম)

একত্রিশতম অধ্যায় স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত আয়েশা (রা) বর্শা খেলা দেখেছেন

হাদীস : ৩০৮৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, খোদার কসম! আমি রাসূল (স)-কে এইরূপ করতে দেখেছি, তিনি আমার হুজুরার দরজায় দাঁড়াতে, আর হাবশীরা তখন মসজিদের সেহনে বর্শা নিয়ে খেলা করত এবং রাসূল (স) আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে ঢেকে নিতেন, যাতে আমি তাঁর কান ও কাঁধের মধ্য দিয়ে তাদের খেলা দেখতে পারি। এ সময় তিনি আমার কারণে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না আমি তা হতে ফিরতাম। এখন আন্দাজ কর অল্প বয়স্ক খেলার লোভী বালিকার সময়ের পরিমাণ কি? -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর প্রতি নাখোশ হলে বলতেন

ইব্রাহীমের খোদা

হাদীস : ৩০৯০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমাকে রাসূল (স) বললেন, আয়েশা! তুমি যখন আমার প্রতি খুশী থাক এবং যখন আমার প্রতি নাখোশ হও তখন আমি তা বুঝি। আমি বললাম, আপনি কিভাবে তা বোঝেন? তিনি বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক, বল না মুহম্মদের খোদার শপথ, আর যখন নাখোশ থাক, বল না ইব্রাহীমের খোদার শপথ। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, 'হ্যাঁ তাই। খোদার কসম! তখন আমি আপনার নাম ছাড়া কিছুকে পরিত্যাগ করি না। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারীদেরকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে

হাদীস : ৩০৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার কাছে থেকে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হল উপরেরটা। অতএব, তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও ভেঙে ফেলবে, আর যদি ফেলে রাখ সর্বদা তা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে সন্মত ব্যবহার করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

নারী কখনো সোজা হয় না বাঁকাই থাকে

হাদীস : ৩০৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে তোমার জন্য কখনো কিছুতেই সোজা হবে না। যদি তুমি তার দ্বারা কাজ নিতে চাও, এই বাঁকা অবস্থায়ই কাজ নেবে। যদি সোজা করতে যাও ভেঙে ফেলবে। আর এই ভাঙা হল তাকে তালক দেওয়া। -(মুসলিম)

কোন মুমিন অন্য মুমিনকে শত্রু ভাবে না

হাদীস : ৩০৯৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুমিন যেন কোন মুমিনাকে শত্রু না ভাবে। কেননা, যদি সে তার এ কাজকে না পছন্দ করে, তার অপর কাজকে পছন্দ করবে। -(মুসলিম)

হযরত হাওয়া (আ) না হলে নারীরা স্বামীর ক্ষতি করত না

হাদীস : ৩০৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে কখনো গোশত নষ্ট হত না। আর যদি হযরত হাওয়া না হতেন, তবে কখনো কোন নারী স্বামীর ক্ষতি করত না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

নিজের স্ত্রীকে দাসীর মত মানধন করা উচিত নয়

হাদীস : ৩০৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ যামআ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে গোলাম-বান্দীর ন্যায় না পেটায়, অতপর দিন শেষেই তার সাথে শোয়। অপর বর্ণনায় আছে, তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হয় আর সে তাকে গোলাম বান্দীর ন্যায় মারে, অথচ ঐ দিন শেষেই সে তার সাথে শোয়। অতপর রাসূল (স) বাতকর্মের কারণে তাদের হাসি সম্পর্কে তাদেরকে নসীহত করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ নিজে যে কাজ করে সে কাজের কারণে কেন হাসবে? -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর ঘরে এসেও পুতুল খেলতেন

হাদীস : ৩০৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) সম্মুখে পুতুল খেলা করতাম আমার কতক সাথী ছিল, যারা আমার সাথে খেলা করত। যখন রাসূল (স) প্রবেশ করতেন, তারা আত্মগোপন করত, কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, অতপর তারা আমার সাথে খেলত। -(বোখারী ও মুসলিম)

জীকে স্বামী বিছানায় ডাকলে যেতে হবে

হাদীস : ৩০৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার জীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে এবং স্বামী অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না ভোর হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

না পেয়ে বললে দ্বিগুণ মিথ্যুক হবে

হাদীস : ৩০৯৮ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, একটি জীলোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এক সতীন আছে, তার কাছে যা আমার স্বামী আমাকে দেয় নি, তা স্বামীর কাছে হতে পেয়েছি বলে প্রকাশ করি, এতে কি আমার গোনাহ হবে? তিনি বললেন, না পেয়ে পেয়েছি বলে প্রকাশকারী হচ্ছে দ্বিগুণ মিথ্যুক।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) জীদের থেকে একমাস পৃথক ছিলেন

হাদীস : ৩০৯৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর জীদের কাছে থেকে একমাসের জন্য পৃথক থাকবেন বলে শপথ করলেন, আর তখন তাঁর পা মচকিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি একটি উপরের কোঠায় উনত্রিশ দিন অবস্থান করলেন, অতপর সেখান থেকে নামলেন। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিতো এক মাসের শপথ করেছিলেন, তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। -(বোখারী)

নবী (স)-এর জীগণ খোরপোশ দাবী করেছেন

হাদীস : ৩১০০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) রাসূল (স)-এর কাছে পৌছানোর অনুমতি চাইতে এলেন। দেখলেন, বহু লোক তাঁর দরজায় বসে আছে, তাদের কাউকেও অনুমতি দেওয়া হয় নাই। হযরত জাবের (রা) বলেন, কিন্তু আবু বকরের জন্য অনুমতি দিলেন এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতপর ওমর (রা) এলেন এবং অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও অনুমতি দেওয়া হল। হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-কে বিমর্ষ অবস্থায় চূপ করে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তাঁর স্ত্রীরা তাঁর চারদিকে বসা। হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি এমন কথা বলব যা রাসূল (স)-কে হাসিয়ে ছাড়ে। হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি দেখতেন আমার স্ত্রী বিনতে খারেজা আমার কাছে এইরূপ খোরপোশ চাইতেছে, আমি উঠে তাঁর ঘাড়ে কিছু লাগিয়ে দিতাম। এতে রাসূল (স) হেসে ফেললেন এবং বললেন, এই যে এরা আমার চারপাশে যেভাবেই ঘিরে আছে দেখছেন, তারা তাদের খোরপোশ চাইছে। হযরত জাবের (রা) বলেন, এসময় হযরত আবু বকর (রা) উঠে তাঁর কন্যা আয়েশার ঘাড় মটকাতে লাগলেন এবং ওমর উঠে তাঁর কন্যা হাফসার ঘাড় মটকাতে লাগলেন এবং তারা উভয়ে বলতে লাগলেন। তোমরা রাসূল (স)-এর কাছে এমন জিনিস চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই। তখন তাঁরা বললেন, খোদার কসম! আমরা আর কখনো রাসূল (স)-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই। অতপর তিনি একমাস কি উনত্রিশ দিন তাঁদের কাছে থেকে পৃথক রইলেন। অতপর এই আয়াত নাযিল হল, “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন- যদি তোমরা দুনিয়ার যিন্দেগী ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস চাও, এস আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) এবং আখেরাতকে চাও, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তাদের জন্য আল্লাহ মহান পুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন।” (সূরা আহযাব, আয়াত-২৮-২৯)।

হযরত জাবের (রা) বলেন, অতপর রাসূল (স) আয়েশাকে ধরে কথা আরম্ভ করলেন এবং বললেন, আয়েশা, আমি তোমার কাছে একটি কথা বলতে চাই। আমি আশা করি, তুমি তোমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ না করে তাড়াতাড়ি ঐ ব্যাপরে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। আয়েশা বললেন, তা কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও কি আমি আমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করব? বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আপনাদের স্ত্রীদের অপর কাউকেও বলব না। তিনি বললেন, তা হবে না, তাদের মধ্যে যে কেউই আমাকে জিজ্ঞাসা করবে আমি তাদেরকে তা বলব। কেননা, আল্লাহ আমাকে কাউকে কষ্টে ফেলতে বা কারও পদজ্বলন কামনা করতে পাঠান নি, বরং আমাকে শিক্ষা দিতে এবং সহজ করতে পাঠিয়েছেন। -(মুসলিম)

আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (স)-এর ইচ্ছা পূরণ করেছেন

হাদীস : ৩১০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেসব নারীর প্রতি দোষারোপ করতাম যারা নিজেদেরকে রাসূল (স)-এর জন্য হেবা করেছেন এবং বলতাম, কোন নারী কি নিজেকে এরূপ হেবা করে? কিন্তু যখন আল্লাহ এই

আয়াত নাযিল করলেন, “আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পৃথক করতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা নিজের নিকটে স্থান দিতে পারেন এবং যাদের পৃথক করেছেন তাদের মধ্য হতেও যাকে ইচ্ছা নিকটে করতে পারেন, এতে আপনার কোন অপরাধই হবে না।” (সূরা আহযাব, আয়াত-৫১) তখন বললাম, আপনার প্রভু কেবল আপনার বাসনা পূরণেই ত্বরান্বিত করেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর সাথে আয়েশা (রা) দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন

হাদীস : ৩১০২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূল (স)-এর সাথে সফরে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড়ের এক প্রতিযোগিতা করলাম এবং তাঁর উপর জয়ী হলাম। অতপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম আবার প্রতিযোগিতা করলাম কিন্তু এইবার তিনি আমার উপর জয়লাভ করলেন এবং বললেন, ঐ জয়ের পরিবর্তে এই জয়। –(আবু দাউদ)

নিজ পরিবারের প্রতিটি ভাল লোকই সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ৩১০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে নিজের পরিবারের পক্ষে ভাল সেই ভাল। আর আমি হিচ্ছি আমার পরিবারে পক্ষে ভাল। যখন তোমাদের কোন সাথী মারা যায়, তখন তাকে ছাড়। –(তিরমিযী ও দারেমী। আর ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আমার পরিবারের জন্য ভাল, পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

স্ত্রীলোকের বেহেশতে গমন সবচেয়ে সহজ

হাদীস : ৩১০৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াস্ত নামায পড়বে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফযত করবে ও স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে বেহেশতের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাবে, করতে পারবে। –(আবু নাইম হিলয়)

স্ত্রী স্বামীকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করবে

হাদীস : ৩১০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আমি কাউকেও (আল্লাহ ব্যতীত) অপর কাউকেও সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার। –(তিরমিযী) – ২৫৭২ (৫৮১)

স্ত্রী যদি তার স্বামী সন্তুষ্ট রেখে যায় সে বেহেশতী

হাদীস : ৩১০৬ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মরবে, সে বেহেশতে যাবে। –(তিরমিযী) – ২৫৭১ (৫৮০)

স্বামীর প্রয়োজনে ডাকলে স্ত্রীর আসতে হবে

হাদীস : ৩১০৭ ॥ হযরত তালক ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের আবশ্যকে ডাকে, তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়, যদিও সে চুলার কাজে থাকে। –(তিরমিযী)

স্বামীকে স্ত্রীর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩১০৮ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখনই কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কোন কষ্ট দিতে থাকে, তখন বেহেশতের হুরদের মধ্যে যে তার সাথী হবে সে বলে, তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে তো পরবাসী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

নিজে যা খাবে স্ত্রীকে তা খাওয়াবে

হাদীস : ৩১০৯ ॥ তাবয়েী হাকীম ইবনে মুআবিয়া কুরাশী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদের কারও স্ত্রীর তার উপর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তাকে খাওয়াবে যখন তুমি খাবে, তাকে পরাবে যখন তুমি পরবে এবং তার মুখমণ্ডলের উপর আঘাত করবে না, তাকে অনীল গালি দেবে না এবং ঘর ছাড়া তার কাছে থেকে পৃথক থাকবে না। –(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

স্ত্রীকে বুঝিয়ে রাখতে হবে

হাদীস : ৩১১০ ॥ হযরত লকীত ইবনে সাবুরা (রা) বলেন, একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমার একটি স্ত্রী আছে, যার মুখ চলে নি বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি বললাম তার ঘরে আমার সম্ভান রয়েছে এবং সে আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গিনী। তিনি বললেন, তবে তাকে নসীহত কর। যদি তার মধ্যে ভালাই থাকে তবে সে সহজে উহা গ্রহণ করবে। কিন্তু তুমি তোমার বিছানার সাথীকে বাদীর ন্যায় মের না। –(আবু দাউদ)

উত্তম ব্যবহারকারী ব্যক্তিই উত্তম মুমিন

হাদীস : ৩১১১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে সে অধিকতর পূর্ণ মুমিন, যে মানুষের পক্ষে উত্তম ব্যবহার এবং আপন পরিবারের পক্ষে নরম ও মেহেরবান। -(তিরমিযী) - ২৪৫০ (৩৮৮)

যার ব্যবহার ভাল সেই উত্তম

হাদীস : ৩১১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে পূর্ণতর মুমিন সে, যার ব্যবহার ভাল, আর তোমাদের মধ্যে ভাল সে, যে তার জ্ঞীদের জন্য ভাল। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ ব্যবহার ভাল পর্যন্ত।)

হযরত আয়েশা (রা) পুতুল দিয়ে খেলতেন

হাদীস : ৩১১৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাবুক অথবা হুনাইন যুদ্ধ থেকে মদীনা আগমন করলেন, আর তখন তাঁর ঘরের বারান্দায় একদিকে পর্দা টাঙানো ছিল। এ সময় বাতাস বইল আর পর্দার অপর দিক থেকে আয়েশার খেলার পুতুল প্রকাশিত হয়ে পড়ল। রাসূল (স) বললেন, আয়েশা এগুলো কি? তিনি বললেন, আমার পুতুল। আয়েশা বলেন, রাসূল এদের মধ্যে একখানা ঘোড়া দেখলেন, যার নেকড়া নির্মিত দুইটি ডানা ছিল। রাসূল (স) জিজ্ঞাসা করলেন, এদের মধ্যখানে যে দেখতেছি এটা কি? তিনি বললেন, ঘোড়া। রাসূল (স) বললেন, ইহার উপরে যে দেখতেছি তা কি? আয়েশা বলেন, আমি বললাম দুইটি ডানা। রাসূল (স) বললেন, ঘোড়া, আবার তার দুইটি ডানা! আয়েশা বললেন, আপনি কি শোনেন নি, হযরত সোলায়মানের ঘোড়ার ডানা ছিল? আয়েশা বললেন, ইহা শুনে রাসূল (স) হেসে ফেললেন, যাতে তাঁর ভিতরের দাঁতসমূহ দেখা গেল। -(আবু দাউদ)

নারীদের অনর্থক মারধর করতে নিষেধ করা হয়েছে

হাদীস : ৩১১৪ ॥ হযরত আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আব্দাহর বাদীদের মারিও না। অতপর হযরত ওমর (রা) একদিন রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন তো নারীরা পুরুষদের উপর দৌরাখ্য আরম্ভ করেছে। অতপর তিনি তাদেরকে মারতে অনুমতি দিলেন। তারপর বহু নারী এসে রাসূল (স)-এর বিবিদের কাছে অভিযোগ করতে লাগল। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, তোমাদের বহু নারী এসে মুহম্মদের পরিবারের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। তোমাদের মধ্যে তারা কিছুতেই ভাল লোক নয়।

-(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩১১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে আমাদের দলে নয়, যে কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকিয়েছে অথবা কোন দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা যাবে না

হাদীস : ৩১১৬ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, একদা একটি জীলোক এসে রাসূল (স)-এর কাছে বলল, আমরা তখন তাঁর কাছে ছিলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল আমাকে মারেন যখন আমি নামায পড়ি, আমাকে রোযা ভাঙতে বাধ্য করেন যখন আমি রোযা রাখি এবং তিনি ফজরের নামায পড়েন না সূর্য ওঠা ব্যতীত। আবু সায়ীদ বলেন, তখন সাফওয়ান রাসূল (স)-এর নিকটে ছিল। রাসূল (স) তাকে তার জ্ঞীর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাফওয়ান বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে যে বলেছে, সে যখন নামায পড়ে আমি তাকে মারি। এর কথা হল এই যে, সে এক সাথে দুইটি সূরা পড়ে, অথচ আপনি তা নিষেধ করেছেন। আবু সায়ীদ বলেন, রাসূল (স) তাকে বললেন, একটি সূরায়ই সকল লোকের জন্য যথেষ্ট। অতপর সাফওয়ান বলল, সে যে বলেছে, আমি তাকে রোযা ভাঙতে বাধ্য করি। তার ব্যাপার হল এই যে, সে একাধারে রোযা রাখতে শুরু করে, অথচ আমি একজন যুবক পুরুষ, আমি সংযম রক্ষা করতে পারি না। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন নারী যেন নফল রোযা না রাখে তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত; এইরূপে সে যে বলেছে- আমি সূর্য ওঠা ছাড়া ফজরের নামায পড়ি না। এর কারণ হল, আমরা অধিক রাত্রি পর্যন্ত সেচের কাজ করি তাই দেরীতে ওঠার অভ্যাস আমাদের পরিবারের রয়েছে, আমরা প্রায় জাগরিত হই না যতক্ষণ না সূর্য ওঠে। রাসূল (স) বললেন, সাফওয়ান যখনই তুমি উঠবে তখনই নামায পড়বে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা হারাম

হাদীস : ৩১১৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নিশ্চয়ই একদিন রাসূল (স) একদল মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করল। তাতে সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনাকে পশু ও গাছ সিজদা করে। সুতরাং আপনাকে সিজদা করার আমরাই অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন, না না, সিজদা দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রভুকে ইবাদত করবে এবং তোমাদের ভাইকে শুধু তাযীম করবে। আমি যদি কাউকেও সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে ক্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম। স্বামী যদি তাকে হলুদ রঙের পাহাড় হতে কালো রঙের পাহাড়ে এবং কালো রঙের পাহাড় থেকে সাদা পাহাড়ে পাথর স্থানান্তর করতে বলে, তবুও তার তা কুরা উচিত।

২৫২৫ (১৯০)

-(আহমদ)

তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না

হাদীস : ৩১১৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং তাদের নেকী আকাশের দিকে ওঠে না, ১. পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে আপন প্রভুর কাছে ফিরে আসে ও তার হাতে ধরা দেয়। ২. সেই নারী, যার উপর তার স্বামী নারায়, যতক্ষণ না সে তাকে রাযী করে এবং ৩. মাতাল, যতক্ষণ না সে হুঁশে আসে। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে) - ২৫২৫ (১৯০)

যে ক্রীত চেহারা দেখলে স্বামীর মন জুড়ায় সে ক্রীত ভাল

হাদীস : ৩১১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন স্বভাবের মহিলা উত্তম? তিনি বললেন, যখন স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে আনন্দ দেয় এবং যখন তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় তখন সে তা যথাযথ পালন করে। আর সে নিজের ব্যাপারে এবং তার মাল-সম্পদের ব্যাপারে এমন কোন কাজ করে না যা স্বামী না পছন্দ করে। -(নাসাঈ, বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

কৃতজ্ঞ অন্তর আল্লাহর কাছে প্রিয়

হাদীস : ৩১২০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন, চার জিনিস যাকে দান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ব কল্যাণ দান করা হয়েছে। (১) কৃতজ্ঞ অন্তর, (২) আল্লাহর যিকিরে রত যবান, (৩) বিপদে, ধৈর্যশীল শরীর এবং (৪) এমন বিবি, যে আপন ইজ্জত ও স্বামীর মালের ব্যাপারে কখনো খেয়ানত করে না। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে) - ২৫২৫ (১৯২)

মানুষকে সিজদা করা হারাম

হাদীস : ৩১২১ ॥ হযরত কায়স ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি হীরা নগরে গিয়েছিলাম। দেখলাম তারা তাদের মোড়লকে সিজদা করে। আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (স) সিজাদার অধিক উপযোগী। অতপর আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি হীরায় গিয়েছিলাম, দেখলাম তারা তাদের মোড়লকে সিজদা করে। আমি মনে করি, রাসূল (স)-ই সিজদা পাওয়া অধিক উপযোগী। তখন তিনি আমাকে বললেন, কায়স! যদি তুমি আমার কবরের কাছে পৌছাও তবে কি তুমি তাকে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। রাসূল (স) বললেন, তবে তোমরা এটা করো না। মনে রাখ, যদি আমি কাউকেও সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে আমি নারীদেরকে তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, যেহেতু আল্লাহ নারীদের উপর পুরুষদের আধিপত্য দিয়েছেন। -(আবু দাউদ। আর আহমদ মুআয ইবনে জাবার থেকে।)

ক্রীকে মারধরের ব্যাপারে প্রহ্ন করা হবে না

হাদীস : ৩১২২ ॥ হযরত ওমর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ, যে তার ক্রীকে মেরেছে, এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) - ২৫২৫ (১৮৯)

باب الخلع والطلاق

খোলা ও তালাক

‘খোলা’—অর্থ, খসাইয়া লওয়া, টানিয়া লওয়া। শরীঅতে ইহার অর্থ, স্বামীকে মাল দিয়া তাহার বন্ধন হইতে ‘খোলা’ শব্দ দ্বারা নিজেকে খসাইয়া বা মুক্ত করিয়া লওয়া।

খোলা করা শরীঅতে জায়েয। কোরআনে রহিয়াছে—

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ط — (البقرة ২২৯)

“তোমরা স্ত্রীদিগকে (মহররূপে) যাহা দিয়াছ তাহার কিছুই লইয়া লওয়া তোমাদের পক্ষে হালাল নহে; কিন্তু যখন তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) আশংকা করে যে, তাহারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখিতে পারিবে না, তবে তাহাদের প্রতি গোনাহ্ বর্তাইবে না—যদি স্ত্রী স্বামীকে মাল (অর্থাৎ, মহর ছাড়িয়া) দিয়া নিজেকে ছাড়িয়া লয়। ইহা আল্লাহর সীমা। সুতরাং ইহা লঙ্ঘন করিও না। (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৯) খোলাতে মহর ছাড়া অতিরিক্ত মাল লওয়া গোনাহর কাজ ও মাকরহ।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে ‘খোলা’ আসলে তালাক। সুতরাং তিনবার খোলা করার পর সে আবার স্বামীর বিবাহবন্ধনে যাইতে পারে না, যাবৎ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে আর সে স্বামী তাহাকে তালাক দেয় বা মরিয়া যায়। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ‘খোলা’ হইল ‘ফসখ’, তালাক নহে। সুতরাং যতবারই খোলা করা হউক না কেন অন্য স্বামী গ্রহণ করা ব্যতীতই সে প্রথম স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারে।

‘তালাক’—অর্থ, ছাড়িয়া দেওয়া; বন্ধন মুক্ত করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, স্ত্রীকে বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত করা। তালাকের অধিকার একমাত্র পুরুষের। নারীর অধিকার শুধু খোলার। সম্ভবত নারীর মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাবের কারণেই তাহাকে তালাকের অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহাকে তালাকের অধিকার দেওয়া হইলে তালাকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। —যেমন পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টান সমাজে দেখা যায়।

‘তালাক’ প্রথমত দুই প্রকারঃ সুন্নী—যাহা সুন্নতের অনুযায়ী এবং বেদয়ী—যাহা সুন্নতের খেলাফ। সুন্নী তালাক আবার দুই রকমেরঃ ‘আহসান’ ও ‘হাসান’। (১) যে তোহুরে সহবাস করা হয় নাই এমন তোহুরে এক তালাক দেওয়া, অতঃপর ইদত অর্থাৎ, তিন ঋতু গোজারিতে দেওয়া, ইহাকে ‘তালাকে—আহসান’ বলে। ইদত গোজারিয়া গেলে সে আপনা আপনিই ‘বায়েন’ হইয়া যাইবে। (২) সহবাস করা হয় নাই এমন তিন তোহুরে তিন তালাক দেওয়াকে ‘তালাকে হাসান’ বলে। আর (৩) এক তোহুরে তিন তালাক অথবা একসাথে তিন তালাক অথবা ঋতুকালে তালাক দেওয়াকে ‘তালাকে বেদয়ী’ বলে। ‘তোহুর’—অর্থ, পাক অবস্থা, ঋতুকাল নহে এমন কাল।

তালাক আবার তিন রকমেরঃ রাজয়ী; বায়েন ও মুগাফ্লাযা। (ক) যে তালাক দেওয়ার পর বিনা বিবাহে পুনঃ রাখা যায় তাহাকে তালাকে ‘রাজয়ী’ বলে। তালাকের জন্য নির্ধারিত সুষ্ঠু শব্দ অথবা রাজয়ী শব্দ দ্বারা এইরূপ তালাক হয়। যেমন, ‘আমি তোমাকে তালাক দিলাম বা রাজয়ী তালাক দিলাম।’ এইরূপ তালাকের পর ইদত থাকিতে অর্থাৎ, তিন ঋতু না গোজারিতে তাহাকে ফেরত রাখা যায়। ইহাকে ‘রাজআত’ বলে। ইদতের মধ্যে তাহার সহিত সহবাস করিলে বা তাহাকে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করিলে অথবা ‘রাজআত’ করিলাম অর্থাৎ, তাহাকে বা তোমাকে ফেরত রাখিলাম বলিলেই ‘রাজআত’ হইয়া যায়। (খ) যে তালাকের পর বিনা বিবাহে রাখা যায় না, তাহাকে তালাকে বায়েন বলে। ‘বায়েন’ শব্দ বা তালাকের ইঙ্গিতবহ শব্দ (যেমন—তোমার হাতের ভাত আমার জন্য হারাম) দ্বারা এইরূপ তালাক হয়। এবং (গ) যে তালাকের পর অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়া তাহাকে পুনঃ বিবাহ করা যায় না, তাহাকে ‘তালাকে মুগাফ্লাযা’ বলে। তিন তালাকের দ্বারাই এইরূপ তালাক হয়—চাই উহা একসাথে দেওয়া হউক চাই ভিন্ন ভিন্নভাবে। তিন তালাকের পর অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়া তাহাকে পুনঃ বিবাহ করা যায় না। কোরআনে বলা হইয়াছে—

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ط — (البقرة ২৩০)

“অতঃপর (অর্থাৎ, দুই তালাকের পর) যদি তাহাকে তালাক দেয়, তবে সে নারী তাহার পক্ষে হালাল হইবে না যাবত না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে।” (সূরা বাকার, আয়াত ২৩০)

নারী ছাড়া যেমন জীবন থাকে অতৃপ্ত ও অশান্ত, তেমন নারী মুয়াফেক না হইলেও জীবন হয় তিক্ত ও বিষাক্ত। এ অশান্তি হইতে নিষ্কৃতির জন্যই শরীঅত তালাককে বৈধ করিয়াছে, কিন্তু শরীঅত তালাককে কখনও পছন্দ করে না। শরীঅতের দৃষ্টিতে একেবারে অপরিহার্য না হইলে কখনও নারীকে তালাক দেওয়া উচিত নহে। নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, “সমস্ত বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বৈধ বিষয় হইল তালাক।”

ঋতুকালে স্বাভাবিক ঘৃণার কারণে যাহাতে তালাক দিয়া না বসে, তজ্জন্যই তোহরকালে তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তিন তোহরে তিন তালাক দিতে বলা হইয়াছে, যাহাতে কেহ ঝুঁকিতে পড়িয়া মুগাফ্লাযা তালাক দিয়া না বসে এবং ভাবনা-চিন্তার সুযোগ হারায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

৩১২৪-(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا عَتَبْتُ عَلَيْهِ فِي حُلَّتِي وَلَأَدِينُ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً — رواه البخارى

৩১৩৪—(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, সাবেত ইবনে কায়সের স্ত্রী নবী করীম ছালাম্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সাবেত ইবনে কায়সের ব্যবহার ও দীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু আমি ইসলামে থাকিয়া (স্বামীর) অবাধ্যতাকে পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে কি তুমি তাহার বাগান তাহাকে ফেরত দিবে, (যাহা সে তোমাকে মহররূপে দিয়াছে)? সে বলিল, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবেতকে বলিলেন, তুমি তোমার বাগান গ্রহণ কর এবং তাহাকে এক তালাক দিয়া দাও। —বোখারী

ব্যাখ্যাঃ ‘ইসলামে থাকিয়া স্বামীর অবাধ্যতাকে পছন্দ করি না’—অথচ তাহাকে আমি স্বভাবত ভালবাসি না বিধায় তাহার অবাধ্যতা করার সম্ভাবনাই অধিক। তাই আমি তাহার সহিত খোলা করিতে চাই। ‘এক তালাক দিয়া দাও’ এবং ‘রাজ্‌আত’ করিও না। তাহাতে সে ইন্দত পালনের পর আপনা আপনিই বায়েন হইয়া যাইবে।

৩১৩৫—(২) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرُ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَتَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَفِي رِوَايَةٍ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا — متفق عليه

৩১৩৫—(২) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি তাহার এক স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ হইয়া গেলেন এবং বলিলেনঃ সে যেন তাহাকে ‘রাজ্‌আত’ করে, অতঃপর রাখিয়া দেয়, যাবত না সে পাক হয়, অতঃপর ঋতু আসে অতঃপর পাক হয়। তৎপর সে যদি তাহাকে তালাক দিতে চাহে তালাক দিবে পাক অবস্থায় সহবাসের পূর্বে। ইহাই হইল তালাকের ইন্দত, যদনুযায়ী তালাক দিতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়াছেন। অপর বর্ণনায় আছে, তাহাকে বলেন, সে যেন তাহাকে রাজ্‌আত করে, অতঃপর তালাক দেয় পাক অবস্থায় অথবা গর্ভাবস্থায়। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ কোরআনে রহিয়াছে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ — (الطلاق)

“তাহাদিগকে তাহাদের ইন্দত অনুসারে তালাক দাও।” (সূরা তালাক) ‘ইন্দত’ অর্থে এখানে কি বুঝাইয়াছে এ হাদীসে তাহার ব্যাখ্যা করা হইল। ‘হুযূর রাগ করিলেন’—ইহাতে বুঝা গেল যে, ঋতুকালে তালাক দেওয়া হারাম, তবে দিলে তালাক হইয়া যাইবে।

৩১৩৬—(৩) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ

يُعَدِّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا — متفق عليه

৩১৩৬—(৩) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে (তাহার নিকট না থাকার) এখতিয়ার দিয়াছিলেন আর আমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূলকেই (অর্থাৎ, তাহাকেই) এখতিয়ার করিয়াছিলাম। ইহা তিনি আমাদের জন্য কিছুই গণ্য করিলেন না। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিল, “ইচ্ছা করিলে তুমি আমার নিকট থাকিতে পার আর ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পার।” —এই চলিয়া যাওয়ার এখতিয়ার বা অধিকার দেওয়াতে তাহার স্ত্রীর প্রতি তালাক বর্তায় নাই। বিবি আয়েশা (রাঃ) এখানে একথাই বলিতেছেন। নবী করীম (ছাঃ) যে তাহাদিগকে একবার এইরূপ অধিকার দিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ উপরে ‘নারীদের সাথে ব্যবহার’ অধ্যায়ে গিয়াছে।

৩১৩৭—(৪) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكْفَرُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ — متفق عليه

৩১৩৭—(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (হালালকে নিজের জন্য) হারাম করিলে উহাতে কাফফারা দেওয়া লাগিবে। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এ বিষয়ে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ কেহ যদি নিজের স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম। ইহা যদি সে তালাক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে তাহা তালাক অর্থে (বায়েন) হইয়া যাইবে। ‘আর সহবাস করিবে না’ অর্থে ব্যবহার করিলে ‘ইলা’ হইবে। ইলার মুদতের মধ্যে সহবাস করিলে কাফফারা দিতে হইবে। কেননা, সে হালালকে হারাম করিয়াছে। আর হালালকে হারাম করিলে কাফফারা দিতে হয়। নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক হালালকে হারাম করার এক ঘটনায় আল্লাহ তা’আলা কাফফারার নির্দেশ দিয়াছেন—যাহা পরের হাদীসে আসিতেছে।

৩১৩৮—(৫) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمُكُّثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَ شَرِبَ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ آتَيْنَا دَخَلْ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرٍ أَكَلْتُ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَأَبَأْسُ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرُنِي بِذَلِكَ أَحَدًا يَتَّبِعُنِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِهِ فَزَلْتُ يَأْيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ الْآيَةَ — متفق عليه

৩১৩৮—(৫) বিবি আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি যয়নাব বিনতে জাহশের নিকট কিছু অধিক অপেক্ষা করিতেন। আর (ইহা আমাদের সহ্য হইত না।) একদিন তিনি তাহার নিকট কিছু মধু পান করিলেন। খবর পাইয়া আমি ও হাফসা এই পরামর্শ করিলাম, আমাদের মধ্যে যাহার নিকটই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হন না কেন—সে যেন বলে, আমি আপনার মুখে কিকর ফলের গন্ধ পাইতেছি, আপনি কি কিকর খাইয়াছেন? রাবী বলেন, অতঃপর হযুর (ছাঃ) একজনের নিকট

উপস্থিত হইলেন আর তিনি তাহা বলিলেন। হযূর (ছাঃ) বলিলেনঃ যাক, আমি যয়নাব বিনতে জাহশের নিকট মধু খাইয়াছিলাম। আমি শপথ করিলাম, আর কখনও খাইব না। কিন্তু তুমি কাহাকেও বলিও না (তাহাতে যয়নাবের মনে কষ্ট হইবে)। রাবী বলেন, হযূর (ছাঃ) অন্য বিবিদের সন্তুষ্টি বিধান উদ্দেশ্যেই মধু না খাওয়ার শপথ করিলেন। এ সময় এই আয়াত নাযিল হইলঃ (التحریم) — “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ” — “হে নবী! আপনি কেন বিবিদের সন্তোষের জন্য উহা হারাম করেন যাহা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করিয়াছেন” শেষ পর্যন্ত?

—মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ (১) বিবি আয়েশা সতীনসুলভ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াই এ ফন্দি আঁটিয়াছিলেন। (২) কিকর ফলের রস মধুর, কিন্তু উহার গন্ধ অপছন্দনীয়। (৩) এ আয়াতের পরে বলা হইয়াছে, (التحریم) — “قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۖ” (কাফ্ফারা দ্বারা) তোমাদের শপথ-সমূহকে হালাল করার কথা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।” (সূরা তাহরীম, আয়াত ২)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثاني

৩১৩৭- (৬) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي

غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا زَانِحَةُ الْجَنَّةِ — رواه احمد والترمذى وابو داود وابن ماجه والداريمى

৩১৩৯- (৬) হযরত সওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে নারী কষ্ট ব্যতীত আপন স্বামীর নিকট তালাক চাহে, তাহার পক্ষে বেহেশতের গন্ধও হারাম। —আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী

৩১৪০- (৭) وَعَنْ ابْنِ عُمرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

— رواه ابو داود

৩১৪০- (৭) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত হালাল হইল তালাক। —আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ ‘হালাল’ এখানে ‘মোবাহ’ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন অপর বর্ণনায় আছে।

৩১৪১- (৮) وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَطَلَاقٌ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتَاقٌ إِلَّا بَعْدَ

مِلْكٍ وَلَا وَصَالَ فِي صِيَامٍ وَلَا يَنْتَمِ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا رِضَاعٍ بَعْدَ فِطَامٍ وَلَا صَمْتُ يَوْمٍ

إِلَى اللَّيْلِ — رواه فى شرح السنة

৩১৪১- (৮) হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়া যায় না, স্বত্বাধিকার লাভের পূর্বে দাস মুক্ত

করা চলে না। রাত্রে কিছু না খাইয়া পর পর রোযা রাখা (শরীঅতে) নাই, বালেগ হওয়ার পর আর ইয়াতিমত্ব থাকে না, দুধ ছাড়ানোর পর দুধ খাওয়াইলে দুধমা হয় না এবং রাত্র পর্যন্ত সারাদিন চুপ থাকা বিধেয় নহে। —শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যাঃ পূর্ববর্তী কোন কোন শরীঅতে সারাদিন কথা না বলিয়া থাকার বিধান ছিল। ইহা এক রকমের রোযা বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এই শরীঅতে ইহা বিধেয় নহে।

২১৪২-(৯) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذَرُ لِابْنِ أَدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتَقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ — رواه الترمذی
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ

৩১৪২—(৯) আমার ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ “যে জিনিসে অধিকার নাই উহার মানস করা কোন মানুষের পক্ষে চলে না। যাহার উপর মালিকানা অধিকার নাই তাহাকে আযাদ করা যায় না এবং যে বিবাহবন্ধনের অধীনে নহে তাহাকে তালাক দেওয়া চলে না। —তিরমিযী, কিন্তু আবু দাউদ অধিক বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার সে অধিকারী নহে তাহার বিক্রি জায়েয নহে।

ব্যাখ্যাঃ কেহ বলিল, ‘ইহা আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করিব’, অথচ সে ইহার মালিক নহে—ইহাতে মানস হইবে না। কিন্তু যদি বলে, ‘যদি আমি ইহার মালিক হই, তবে আল্লাহর রাস্তায় দান করিব’, ইহাতে মানস হইবে। এইরূপে যদি বলে—“আমি যদি বিবাহ করি, তবে সে তালাক এবং আমি যদি গোলামের মালিক হই তবে সে আযাদ”—ইহাতে বিবাহ করা ও মালিকানা লাভের পর তালাক ও আযাদ হইয়া যাইবে।

২১৪৩-(১০) وَعَنْ رُكَانَةَ بِنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَثَّةَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي رَمَانَ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي رَمَانَ عُثْمَانَ — رواه ابو داود والترمذی وابن ماجه والدارمی إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الثَّانِيَةَ وَالثَّلَاثَةَ

৩১৪৩—(১০) হযরত রুকানা ইবনে আবদ ইয়াযীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁহার স্ত্রী সুহাইমাকে ‘কাটাছিড়া’ (নিশ্চিত) তালাক দিলেন এবং এই সম্পর্কে নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করাইয়া বলিলেন, হযর, ইহা দ্বারা আমি এক তালাক ছাড়া আর কিছুই মনে করি নাই। তখন হযর ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, “খোদার শপথ! তুমি কি এক তালাক ছাড়া কিছুই মনে কর নাই?” রুকানা বলিলেন, খোদার শপথ! আমি এক তালাক ছাড়া কিছুই মনে করি নাই। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইমাকে তাঁহার নিকট ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর রুকানা খলীফা ওমরের আমলে তাহাকে দ্বিতীয় ও খলীফা ওসমানের আমলে তৃতীয় তালাক দিলেন। —আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু শেষের তিন ব্যক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা : ‘কাটাছিঁড়া’—মূলে ‘বাত্তা’ শব্দ রহিয়াছে, যাহার অর্থ, সোজাসুজি, নিশ্চিত। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) মনে করেন, ছয়র (ছাঃ) ইহাকে এক তালাক রাজয়ী গণ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) মনে করেন, ছয়র (ছাঃ) ইহাকে ‘বায়েন’ তালাক গণ্য করিয়াছেন এবং পুনঃ বিবাহের সাথেই ফেরত দিয়াছেন, যদিও পুনঃ বিবাহের উল্লেখ রাবী করেন নাই।

۳۱۴۴-(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثُ جِدْهَنْ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ — رواه الترمذی وابوداود وقال الترمذی هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩১৪৪—(১১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : তিন বিষয়ের তত্ত্বে কথা ও হাসি মসকারী কথা উভয় তত্ত্ব কথা। —বিবাহ, তালাক ও রাজআত। —তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

ব্যাখ্যা : কেহ বিবাহে সম্মতি দিয়া বিবির প্রতি তালাকের শব্দ উচ্চারণ করিয়া অথবা তালাকের পর রাজআত করিয়া যদি বলে, আমি ইহা হাসি-মসকারী করিয়া বলিয়াছি—তাহার এই কথা গ্রাহ্য হইবে না।

۳۱۴۵-(۱۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَاطْلَاقٌ وَلَاعِتَاقٌ فِي إِغْلَاقٍ — رواه ابو داود وابن ماجة قيلَ مَعْنَى الْإِغْلَاقِ الْأَكْرَاهُ

৩১৪৫—(১২) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, জবরদস্তিতে তালাক ও মুক্তি লাভ হয় না।

—আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা : জোর করিয়া তালাক লইলে বা দাসমুক্তি লাভ করিলে ইহা গ্রাহ্য হয় না। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইহাই বলেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) বলেন, জোর-জবরদস্তির তালাক ও মুক্তি গ্রাহ্য হয়। ইহাতে তিনি কেয়াস ও ওকাইলী বর্ণিত এক হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

۳۱۴۶-(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ — رواه الترمذی وقال هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ الرَّائِي ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

৩১৪৬—(১৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : তালাকমাত্রই কার্যকর হয়, বুদ্ধিহীন মতিভ্রম ব্যতীত। —তিরমিযী। এবং তিনি বলিয়াছেন, হাদীসটি গরীব, রাবী আতা ইবনে আজলান যযীফ, হাদীসে ভুলকারী।

ব্যাখ্যা : ‘মতিভ্রম’—মূলে ‘মা’তুহ্’ শব্দ রহিয়াছে। যাহার অর্থ, এমন ব্যক্তি যে বকাবকি ও গালি-গালাজ করে না সত্য; কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি মত কথা বলে না—কেহ কেহ ইহার অর্থ

পাগলও করিয়াছেন। এ হাদীসটি যযীফ হইলেও এ মর্মের পরের হাদীসটি সহীহ। সুতরাং ইহার মর্ম সহীহ।

৩১৪৭-(১৫) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ — رواه الترمذی و ابو داود وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْهُمَا

৩১৪৭—(১৫) হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির উপর শরীঅতের আদেশ-নিষেধ কার্যকর হয় না। নিদ্রারত ব্যক্তি যাবত না সে জাগে, বালক যাবৎ না সে বালগ হয়, মতিশ্রম যাবৎ না সে বুদ্ধি লাভ করে। —তিরমিযী ও আবু দাউদ। দারেমী আয়েশা হইতে এবং ইবনে মাজাহ্ উভয় হইতে।

৩১৪৮-(১৫) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ — رواه الترمذی و ابو داود و ابن ماجه والدارمی

৩১৪৮—(১৫) বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ বাদীর তালাক দুইটি এবং তাহার ইদ্দত দুই হায়য।

১৬X ff - * ৮

—তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী

ব্যাখ্যাঃ স্বাধীনা নারীর শেষ ও চরম তালাক তিন তালাক। বাদীর শেষ তালাক দুই তালাক এবং স্বাধীনা নারীর পূর্ণ ইদ্দত তিন হায়য আর বাদীর দুই হায়য। ইহাতে বুঝা গেল যে, ইদ্দত হায়য, 'তোহর' নহে, যাহা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

৩১৪৭-(১৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُتَنَزِّعَاتُ وَالْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ — رواه النسائي

৩১৪৯—(১৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যাহারা স্বামী হইতে পৃথক হইতে চাহে এবং যাহারা খোলা করিতে চাহে, তাহারা হইল মোনাফেক নারী। —নাসায়ী

৩১৫০-(১৭) وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِّصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ — رواه مالك

৩১৫০—(১৭) তাবেরী নাফে সফিয়া বিনতে আবু ওবায়দের এক দাসী হইতে বর্ণনা করেন যে, সফিয়া তাহার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে তাহার স্বামী (আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর) হইতে খোলা করিয়াছিলেন, অথচ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর তাহা (গ্রহণে) অসম্মতি জানান নাই। —মালেক

ব্যাখ্যা : যে পরিমাণ মহর দিয়াছে ‘খেলা’তে তাহার অধিক লওয়া জায়েয, তবে মাকরাহ।

۳۱۵۱-(۱۸) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانٌ ثُمَّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ — رواه النسائي

৩১৫১—(১৮) হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হইল, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি রাগের সাথে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন : আমি তোমাদের মধ্যে থাকিতেই কি আল্লাহর কিতাব লইয়া খেলা আরম্ভ হইল? ইহাতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কি তাহাকে হত্যা করিব না?” —নাসায়ী

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কিতাব লইয়া খেলা আরম্ভ হইল?—কেননা, ইহা আল্লাহর কিতাবের বিপরীত। হুযুর (ছাঃ)—এর এই উক্তি ও তাঁহার রাগের দ্বারা বুঝা গেল যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদআত ও হারাম; তবে তালাক হইয়া যাইবে। —জমহুর সাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণের ইহাই মত। (বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্টে দেখুন।)

۳۱۵۲-(۱۹) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلَقْتَ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَبْعٍ وَ تَسْعُونَ اتَّخَذَتْ بِهَا آيَةُ اللَّهِ هُزُؤًا — رواه فى الموطأ

৩১৫২—(১৯) ইমাম মালেক হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলিল, আমি আমার স্ত্রীকে একশত তালাক দিয়াছি, এখন আমার প্রতি আপনার কি নির্দেশ? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তিনটির দ্বারাই তোমার স্ত্রী তালাক হইয়া গিয়াছে; আর সাতানব্বইটি দ্বারা তুমি আল্লাহর কিতাবের সাথে বিদ্বপ করিয়াছ। —মালেক—মুআত্তায়

۳۱۵۳-(۲۰) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ — رواه الدارقطني

৩১৫৩—(২০) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, মুআয! জানিয়া রাখ, আল্লাহ তা’আলা দাস মুক্ত করা অপেক্ষা তাঁহার নিকট প্রিয়তর কোন বস্তু যমীনের উপর সৃষ্টি করেন নাই। এভাবে আল্লাহ তা’আলা তালাক অপেক্ষা তাঁহার নিকট ঘৃণিতর বস্তুও যমীনের উপর তৈয়ার করেন নাই।

এক সাথে তিন তালাক :

মাহমুদ ইবনে লবীদের হাদীস (১৮ নং) হইতে বুঝা যায় যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদআত ও হারাম। তাবেরীদের মধ্যে হযরত তাউস ও ইকরেমা বলেন, যেহেতু ইহা সুন্নতের বিপরীত, অতএব, ইহাকে সুন্নত অনুসারে এক তালাক (রাজয়ী) গণ্য করিতে হইবে। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও ওমরের খেলাফতের দুই বছরকাল (একসাথে) তিন তালাক এক তালাকই ছিল। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, “যে কাজ (অর্থাৎ, তিন তালাক দেওয়া) মানুষের বুঝিয়া-শুনিয়া ধীরে-আস্তে করা (অর্থাৎ, তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়া) উচিত ছিল, মানুষ তাহাতে তাড়াতাড়ি করিতে (অর্থাৎ, তিন তালাক একসাথে দিতে) আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এখন হইতে আমাদের ইহাকে (তিন তালাকরূপে) কার্যকরী করিয়া দেওয়াই উচিত।” রাবী বলেন, “অতঃপর তিনি উহাকে কার্যকরী করিয়াছিলেন।”

কিন্তু জমহুরে সাহাবা, তাবেরীন ও ইমামগণ সকলেই বলেন, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদআত ও গোনাহর কাজ, তবে ইহাতে তিন তালাকই হইয়া যাইবে। (১) মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ও দারা কুতনীতে হযরত ইবনে ওমরের সেই তালাকের ঘটনায় (২ নং হাদীসে) ইহাও অধিক রহিয়াছে যে, অতঃপর ইবনে ওমর বলিলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! যদি আমি তাহাকে (একসাথে) তিন তালাক দিতাম?” তিনি বলিলেন, তবে তুমি তোমার প্রভুর নায়ফরমানী করিতে। অবশ্য তোমার স্ত্রী তোমা হইতে পৃথক (বায়েন) হইয়া যাইত। (২) মুসনাদে আবদুর রাজ্জাকে আছে, সাহাবী হযরত ওবাদা ইবনে সামেতের বাবা সামেত তাঁহার এক স্ত্রীকে হাজার তালাক দিলেন। অতঃপর ওবাদা যাইয়া রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহর নায়ফরমানীর সাথে তিন তালাকের দ্বারাই তাহার স্ত্রী তাহা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। বাকী নয় শত সাতানব্বইটি হইল সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়। ইহাতে আল্লাহ চাহেন তো তাহাকে শাস্তি দিবেন আর চাহেন তো মাফ করিয়া দিবেন। (৩) ইমাম ওকী (তাঁহার কিতাবে) মুআবিয়া ইবনে আবু ইয়াহুয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি আমার স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়াছি, (এখন ইহার হুকুম কি?) তিনি বলিলেন, “সে তিন তালাকেই তোমা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে।”

(৪) সেই ইমাম ওকী আ’মাসা হইতে, আ’মাসা হাবীব ইবনে আবু সাবেত হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আলীর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়াছি, (ইহার হুকুম কি?) তিনি বলিলেন, তিন তালাক দ্বারাই তোমার স্ত্রী তোমা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। বাকীগুলিকে তুমি তোমার অন্য স্ত্রীদের প্রতি ভাগ করিয়া দাও। (৫) মুআত্তা মালেকে আছে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়াছি, (ইহার হুকুম কি?) তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাতে অন্যেরা কি

বলিয়াছেন?” সে বলিল, তাঁহারা বলিয়াছেন, সে আমা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, “তাঁহারা ঠিকই বলিয়াছেন।”

বাকী রহিল হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা। সে সম্পর্কে কথা হইল এই যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর পক্ষ হইতেই তাঁহার প্রথম হুকুমের ‘নাসেখ’ বা ‘রহিতকারী দলীল’ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তখন তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ পায় নাই। পরে যখন প্রকাশ পাইয়াছে তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাহা জারি করিয়াছেন মাত্র, অথবা নবী করীম (ছাঃ)-এর হুকুম কোন ‘ইল্লত’ বা ‘কারণ’-এর সাথে সংযুক্ত ছিল। ওমরের আমলে সে কারণ বিদূরিত হওয়ার দরুন সে হুকুম আপনা আপনিই রহিত হইয়া যায়। অন্যথায় জানিয়া শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) ছয়র (ছাঃ)-এর বিপরীত করিয়াছেন আর জানিয়া শুনিয়াই সমস্ত সাহাবী বিশেষ করিয়া মুজতাহিদ সাহাবীগণ—যাঁহাদের মধ্যে হযরত ওসমান ও হযরত আলীও আছেন, ইহাতে চুপ রহিয়াছেন—ইহা কল্পনা করাও যায় না।

অপরদিকে আমরা দেখিতেছি, বর্ণনাকারী স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাসও ইহা মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহার অনুরূপ ফতওয়া দিতেছেন। (উপরে গিয়াছে ১৯ নং) ইমাম মালেকের মুআত্তায় আছে, এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত ইবনে আব্বাসকে বলিল, “আমি আমার স্ত্রীকে একশত তালাক দিয়াছি। এখন আমার প্রতি আপনার হুকুম কি?” ইবনে আব্বাস বলিলেন, “তিন তালাক দ্বারাই সে তোমা হইতে ছুটিয়া গিয়াছে। বাকী সাতানব্বইটি দ্বারা তুমি আল্লাহর কিতাবের আয়াতের সাথে বিদূপ করিয়াছ।” এখানে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, স্বয়ং রাবীর মত বা ফতওয়া যদি তাঁহার বর্ণনার বিপরীত হয়, তখন ফকীহগণ সে বর্ণনাকে দলীলরূপে গ্রহণ করেন না। মোটকথা, এ আলোচনা দ্বারা, বিশেষ করিয়া ইবনে মাসউদের হাদীস দ্বারা দেখা গেল যে, ইহার উপর মুজতাহিদ সাহাবীগণের ইজমা হইয়া গিয়াছে এবং পরবর্তী ইমামগণও ইহার উপর একমত হইয়াছেন।

‘ইলা’—অর্থ, আল্লাহর নামে শপথ করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, চারি মাস বা ইহার বেশী কাল নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করিবে না বলিয়া শপথ করা। এই শপথ পূর্ণ করার জন্য তাহার চারি মাস সহবাস হইতে অপেক্ষা করিতে হইবে। কোরআনে রহিয়াছে—

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ — (البقرة ২২৬)

“যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ইলা করে, তাহাদের পক্ষে চারি মাস অপেক্ষা করিতে হইবে।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৬)

চারি মাস পূর্ণ হইলে স্ত্রী এক তালাকে বায়েন হইয়া যাইবে। আর চারি মাসের মধ্যে সহবাস করিলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে—‘ইলা’ আর থাকিবে না। চারি মাসের কমের জন্য শপথ করিলে ‘ইলা’ হইবে না। তবে মুদ্দতের মধ্যে সহবাস করিলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে।

‘যেহার’—শরীঅতে ইহার অর্থ, সর্বদার জন্য বিবাহ হারাম এমন কোন মাহরাম নারীর সাথে বা তাহার পিঠের সাথে নিজের স্ত্রীকে তুলনা করা। যথা—‘তুমি আমার মায়ের মত বা ঝি়ের মত’ বলা। ইহাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা বা তাহাকে স্পর্শ করা ইত্যাদি হারাম হইয়া যায়, যাবৎ না সে ইহার কাফফারা আদায় করে। ইহার কাফফারা হইল একটি গোলাম আযাদ করা অথবা দুই মাস একাধারে রোযা রাখা অথবা ৬০ জন মিসকীনকে দুই বেলা খানা খাওয়ানো।

কোরআনে রহিয়াছে—

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَذَنَّهُمْ ۚ وَانَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ — (المجادلة ২-৪)

“তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের বিবিদের সাথে ‘যেহার’ করে (অর্থাৎ, তাহাদিগকে মায়ের সাথে তুলনা করে) অথচ তাহারা তাহাদের মা নহে। তাহাদের মা হইল তাহারাই যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে। ইহাতে তাহারা নিশ্চয়ই অন্যায় ও মিথ্যা কথা বলে। নিশ্চয় আল্লাহ হইতেছেন ক্ষমাশীল ও ক্ষমাবান। যাহারা তাহাদের বিবিদের সাথে যেহার করে, অতঃপর যাহা (হইতে বিরত থাকিতে) বলিয়াছে তাহা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কাফফারা হইল, সহবাসের পূর্বে একটি গোলাম আযাদ করা। তোমাদেরকে ইহারই উপদেশ দেওয়া হইতেছে। তোমরা

যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন। যে গোলাম আযাদ করিতে অসমর্থ সে সহবাসের পূর্বে একাধারে দুই মাস রোযা রাখিবে। যে তাহাও পারে না সে ৬০ জন মিসকীনকে খানা খাওয়াইবে।”

۱۶X ff - +L

(সূরা মুজাদালা, আয়াত ১—৪)

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

৩১০৪-(১) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَقْنِي فَبِتُّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَامَعَهُ إِلَّا مِثْلَ هُدْبَةِ الثُّوبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَأَحْتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقِي عُسَيْلَتَكَ — متفق عليه

৩১৫৪—(১) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রেফাআ কুরাযীর স্ত্রী আসিয়া বলিল, “হুযূর, আমি রেফাআর নিকট ছিলাম। সে আমাকে তালাক দেয় এবং শেষ করিয়া দেয়। ইহার পর আমি আবদুর রহমান ইবনে যুযায়রকে স্বামীরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু তাহার নিকট কাপড়ের গোছার ন্যায্য (নরম পুরুষাঙ্গ) ব্যতীত কিছুই নাই।” হুযূর জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি তুমি রেফাআর নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহ?” সে বলিল, “হাঁ।” তিনি বলিলেন, না, পার না, যাবৎ না তুমি আবদুর রহমানের মধুর স্বাদ গ্রহণ কর আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে (অতঃপর সে তোমাকে ছাড়িয়া দেয় বা মরিয়া যায়)। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ ‘একে অন্যের মধু পান করা’—অর্থাৎ, সহবাস করা। সহবাস শর্ত, বীর্যপাত শর্ত নহে। সহবাসের পূর্বে দ্বিতীয় স্বামী ছাড়িয়া দিলে বা মরিয়া গেলে পূর্ব স্বামীর পক্ষে তাহাকে বিবাহ করা হালাল হইবে না। মোটকথা, তিন তালাকের হুকুম হইল—দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা এবং উভয়ের সহবাস পাওয়া যাওয়া। ইহার পূর্বে সে পুনরায় প্রথম স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثاني

৩১০৫-(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحْلَلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ — رواه الدارمی وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةُ بْنُ غَامِرٍ

৩১৫৫—(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হালালাকারী এবং যাহার জন্য হালালা করা হয়, উভয়ের প্রতি আল্লাহর রাসূল অভিশাপ করিয়াছেন। —দারেমী। আর হাদীসটি ইবনে মাজাহ্ হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ওকবা ইবনে আমের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ অপর হাদীসে হালালাকারীকে ধারের ঝাঁড় বলা হইয়াছে। কেহ কাহারও তিন তালাক দেওয়া নারী এ শর্তে বিবাহ করিল যে, সে সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিবে, যাহাতে প্রথম স্বামী বিবাহ করিতে পারে—এই ব্যক্তিকে ‘মুহাল্লেল’ বা হালালাকারী বলে। ইমাম আবু হানীফার মতে এইরূপ বিবাহ জায়েয, তবে মাকরুহ তাহরীমী। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ, মালেক (এক মত অনুসারে শাফেয়ী) ও ইমাম আহমদের মতে এইরূপ বিবাহ ফাসেদ। প্রথম স্বামীর পক্ষে ঐ নারীর বিবাহ জায়েয নহে। হাঁ, শর্তে আবদ্ধ না হইয়া যদি কেহ প্রথম স্বামীর উপকারার্থে বিবাহ করে এবং পরে ছাড়িয়া দেয় তাহাতে সে পুণ্য লাভ করিবে। হাদীস তাহার প্রতি প্রযোজ্য নহে।

৩১০৬-(২) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَذْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ يُؤَقَّفُ الْمُؤَلَّى — رواه فى شرح السنة

৩১৫৬—(৩) তাবেয়ী হযরত সূলায়মান ইবনে ইয়াসার (রঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশের অধিক সাহাবীকে পাইয়াছি। তাঁহারা সকলেই ইলাকারীকে আবদ্ধ রাখার কথা বলিতেন। —শরহে সুনাহ

ব্যাখ্যাঃ অনেক সাহাবী এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে ইলার মুদত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাহার স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে না। তখন আবদ্ধ রাখিয়া বলা হইবে, তুমি তাহাকে গ্রহণ কর এবং কাফফারা আদায় কর, অন্যথায় তাহাকে তালাক দিয়া দাও। ইহাতে সে সম্মত না হইলে ইমাম শাফেয়ীর মতে কাযী তাহাদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, যায়দ ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, “ইলার মুদত শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে বায়েন তালাক হইয়া যাইবে।” (আশেআ ও মেরকাত)

৩১০৭-(৪) وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ يُقَالُ لَهُ سَلْمَةُ بْنُ صَخْرٍ

الْبَيَاضِيُّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظْهَرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِّنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَنْتِ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُهَا قَالَ فَصُمِّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعَمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرُورَةَ بْنِ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ وَهُوَ مَكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا لِيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا — رواه الترمذى وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ صَخْرٍ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَصِيبُ غَيْرِي وَفِي رَوَايَتِهِمَا أَعْنِي أَبَا دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ فَاطْعُمِ وَسَقًا مِّنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

৩১৫৭—(৪) তাবেয়ী আবু সালামা হইতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবী সালমান ইবনে সাখর—ঐহাকে সালামা ইবনে সাখর বায়যীও বলা হয়—তিনি রমযান শেষ হওয়া পর্যন্ত

সময়ের জন্য আপন স্ত্রীকে মায়ের মত বলিলেন ; কিন্তু যখন রমযান অর্ধেক গোজারিল, তিনি এক রাত্রে তাহার সহিত সহবাস করিয়া বসিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ইহা জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে একটি গোলাম আযাদ করিতে বলিলেন। সালমান বলিলেন, “এ সামর্থ্য আমার নাই।” হুযূর বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি এক সাথে দুই মাস রোযা রাখ।” তিনি বলিলেন, “এ ক্ষমতাও আমার নাই।” হুযূর (ছাঃ) বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াও।” তিনি আরম্ভ করিলেন, “এই ক্ষমতাও আমার নাই।” তখন রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফারওয়া ইবনে আমরকে বলিলেন, “তাহাকে ঐ ‘আরকটি’ দিয়া দাও”—রাবী বলেন, ‘আরক’ হইল পনর কি ষোল ‘ছা’ ধরে মত একটি বুড়ি—সে যেন ইহা দ্বারা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ায়।—তিরমিযী। কিন্তু আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী সূলায়মান ইবনে ইয়াসার হইতে, আর তিনি সালমান ইবনে সাখর হইতে ইহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সালমা বলিয়াছেন, “আমি নারীদের নিকট এত অধিক গমন করিতাম যাহা অন্যেরা করিত না।” এছাড়া আবু দাউদ ও দারেমীর বর্ণনায় রহিয়াছে, এক ‘ওছক’ খেজুর ৬০ জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ কর।

ব্যাখ্যা : ৬০ ‘ছা’তে এক ‘ওছক’ হয়। এক ‘ছা’ তিন সের নয় হটাক।

۳۱۵۸-(۵) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي

الْمُظَاهِرِ يَوَاقِعَ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ — رواه الترمذی وابن ماجه

৩১৫৮—(৫) সূলায়মান ইবনে ইয়াসার হযরত সালমা ইবনে সাখর হইতে, তিনি নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেহারকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে কাফফারা দেওয়ার আগে সহবাস করিয়া বসে, তাহারও একটি মাত্র কাফফারা দিতে হইবে।

—তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা : একটি মাত্র ‘কাফফারা’ দিতে হইবে—অর্থাৎ, ‘কাফফারা’ আদায় করার পূর্বে সহবাস করিয়াছে বলিয়া তাহার কাফফারা দুইটি হইবে না। তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

۳۱۵۹-(۶) عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ إِمْرَأَةٍ فَعَشِيَهَا

قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ جَنْبِهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرُبَهَا حَتَّى يُكْفَرَ — رواه ابن ماجه وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصُّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ

৩১৫৯—(৬) তাবেয়ী ইকরেমা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সাথে ‘যেহার’ করিল, কিন্তু কাফফারা দেওয়ার আগেই তাহার সহিত সহবাস করিয়া বসিল। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহা জানাইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি এইরূপ করিলে কেন?’ সে বলিল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমি তাঁদের আলোতে তাহার পায়ের খাড়ুর শুভ্রতা দেখিয়া তাহার সহিত না মিলিয়া আর নিজেকে সামলাইতে পারি নাই।” ইহাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া দিলেন এবং তাহাকে নির্দেশ দিলেন, যাবৎ কাফফারা না দেয় তাবৎ তাহার নিকট যেন না যায়। —ইবনে মাজাহ্। তিরমিযী ইহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। আবু দাউদ ও নাসায়ী মুসনাদ ও মুরসাল উভয় রকমে ইহার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নাসায়ী বলেন, মুসনাদ অপেক্ষা মুরসালই বিশুদ্ধতর।



৩১৬- (১) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِي تَزْعِي غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدْتُ شَاةً مِّنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ أَكَلَهَا الذِّئْبُ فَاسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِّنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَى رَقَبَةٍ أَفَاعَتَيْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَنَ اللَّهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا — رواه مالك وفي روايةٍ مُسْلِمٍ قَالَ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَزْعِي غَنَمًا لِي قَبْلَ أُحُدٍ وَ الْجَوَانِيَةِ فَاطْلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِنَا وَأَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي آدَمَ أَسِفُّ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنْ صَكَّكْتُهَا صَكَّةً فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتَقْتُهَا قَالَ ابْتِنِي بِهَا فَاتَّيْتُهَا بِهَا فَقَالَ لَهَا آيَنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

৩১৬০—(১) হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার একটি দাসী আছে, যে আমার ছাগল-ভেড়া চরায়। একদা আমি তাহার নিকট গেলাম এবং একটি ভেড়া পাইলাম না। আমি তাহাকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, উহাকে নেকড়ে খাইয়া ফেলিয়াছে। আমি মানুষ, তাই তাহার উপর খুব রাগ করিলাম এবং তাহার গালে এক চড় লাগাইয়া দিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য, আমার জিম্মায় যেহারের একটি গোলাম আযাদ করা বাকী আছে। আমি কি এস্থলে ইহাকে আযাদ করিয়া দিব? (যাহাতে আমার এ অন্যায়েরও শাস্তি হইয়া যায়।) তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আল্লাহ্ কোথায়?’ সে বলিল, ‘আকাশে।’ তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমি কে?’ সে বলিল, ‘আপনি আল্লাহ্র রাসূল।’ তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, ইহাকে আযাদ করিয়া দাও। —মালেক, কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় আছে, সে বলিল, আমার একটি দাসী আছে, যে ওহুদ ও জাওয়ানিয়ার দিকে আমার ছাগল-ভেড়া চরায়। একদিন আমি তাহার নিকট গেলাম, দেখিলাম —নেকড়ে আমার একটি ভেড়া লইয়া গিয়াছে। আমি একজন মানুষ, তাই আমারও রাগ হয়

যেমন অন্য মানুষের হয়। অতঃপর আমি তাহাকে একটি থাপ্পড় লাগাইলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি আমার এই কাজকে গুরুতর অন্যায় মনে করিলেন। তখন আমি বলিলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাহা হইলে কি আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিব?’ রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলিলেন, ‘তবে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস।’ আমি তাহাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আল্লাহ্ কোথায়?’ সে বলিল, ‘আকাশে।’ আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমি কে?’ সে বলিল, ‘আপনি আল্লাহর রাসূল।’ তখন তিনি বলিলেন, ইহাকে আযাদ করিয়া দাও, সে মু'মিনা।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস হইতে বুঝা গেল যে, যেহারের কাফফারার গোলাম-বাদী মু'মিন হইতে হইবে। ইমাম শাফেয়ীর ইহাই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে যেহারের কাফফারার গোলাম-বাদীর মু'মিন হওয়া শর্ত নহে কেননা, কোরআনে যেহারের কাফফারা সম্পর্কে বলা হইয়াছে— **فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ** ‘একটি গোলাম আযাদ করা।’ এখানে মু'মিন হওয়ার উল্লেখ নাই। তবে যেহারের কাফফারায় মু'মিন দেওয়া উত্তম। আর এ হাদীসে এই উত্তম পন্থাই বাতলানো হইয়াছে; শর্ত হিসাবে নহে। (২) আল্লাহ্ আকাশে —ইহাতে বুঝা গেল যে, কিয়ামতে মানুষকে তাহার বুদ্ধি-জ্ঞান অনুসারেই প্রশ্ন করা হইবে। বাদীর জ্ঞান-বুদ্ধি স্বল্প বিধায় আল্লাহ্ সম্পর্কে তাহার এইরূপ ঈমানকেও গ্রহণ করা হইয়াছে, অথচ আল্লাহ্ স্থান-কালের উর্ধ্বে। (৩) গুরুতর অন্যায় মনে করিলেন—ইহাতে বুঝা গেল যে, গোলাম-বাদী বা চাকর-চাকরানীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ইসলাম তাহাও শিক্ষা দিয়াছে।



লেআন—অর্থ, একে অন্যকে অভিশাপ করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, যে ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়াছে, অথচ চারি জন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে নাই, তাহার চারিবার আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলা, নিশ্চয় আমি সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলা, আমার প্রতি আল্লাহ্র ‘লা’নত’ হউক যদি আমি মিথ্যাবাদী হই। এইরূপে স্ত্রী যদি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করে, তাহারও চারিবার আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলা, আমার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলা, আমার উপর আল্লাহ্র ‘গযব’ হউক যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয়। কোরআনে রহিয়াছে, “যাহারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় আর তাহাদের নিজেরা ব্যতীত তাহাদের নিকট কোন সাক্ষী না থাকে, তবে তাহাদের একের চারিবার আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিতে হইবে যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলিবে, তাহার উপর আল্লাহ্র ‘লা’নত’ যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। আর স্ত্রীর উপর হইতে শাস্তি এইরূপে বিদূরিত হইবে যে, সে চারিবার আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিবে, নিশ্চয় সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলিবে, আমার উপর আল্লাহ্র ‘গযব’ হউক যদি সে সত্যবাদী হয়।” (সূরা নূর, আয়াত ৬—৯)

এইরূপ লেআনের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপনা আপনিহি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটয়া যায়। কাযীর নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ফকীহ সাধারণের ইহাই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে ইহা কাযীর নির্দেশসাপেক্ষ। কিন্তু সকলের মতেই ইহাদের মধ্যে আর কখনও বিবাহবন্ধন হইতে পারে না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

٣١٦١- (١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ إِنَّ عُومَيْرَ الْعَجَلَانِيَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنْتُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَادْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَّعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُومَيْرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظِرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْإِلْتِنَيْنِ خَدَلَجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُومَيْرَ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحْيِمُرُ كَأَنَّهُ وَحَرَّةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُومَيْرَ إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا

فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ
إِلَى أُمِّهِ — متفق عليه

৩১৬১—(১) হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) বলেন, একদিন উয়াইমের আজলানী আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে পায়, তবে কি সে তাহাকে হত্যা করিবে? অতঃপর নিহতের আত্মীয়গণ তাহাকে হত্যা করিবে অথবা সে কি করিবে? রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন: তোমার ও তোমার স্ত্রীর (ন্যায় ব্যক্তিদের) ব্যাপারেই (সূরা নূরের লেআনের আয়াতটি) নাযিল করা হইয়াছে। যাও, তোমার স্ত্রীকে লইয়া আস। সাহল বলেন, তাহারা আসিয়া মসজিদে লেআন করিল আর আমি তখন লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। যখন তাহারা 'লেআন' হইতে অবসর গ্রহণ করিল, উয়াইমের বলিল, ইহার পর যদি আমি তাহাকে রাখি তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে, আমি তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছি। অতঃপর সে তাহাকে তিন তালাক দিয়া দিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি সে কালো এবং কালো কালো পুতলী, বড় বড় নিতম্ব ও মোটা মোটা নালাওয়ালা সন্তান প্রসব করে তবে মনে করিব যে, উয়াইমের নিশ্চয় সত্য বলিয়াছে; আর যদি ওহরার ন্যায় লাল টুকটুকে সন্তান প্রসব করে তবে মনে করিব যে, উয়াইমের তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়াইমেরের সমর্থনে সন্তানের যেরূপ বর্ণনা দান করিয়াছিলেন, সে সেইরূপ সন্তানই প্রসব করিল। অতঃপর সন্তানকে তাহার মাতার নামেই ডাকা হইতে লাগিল। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা: (ক) উয়াইমের লাল গোরা ব্যক্তি ছিলেন। (খ) ওহরা—লাল রঙের এক প্রকার কীট। (গ) সে তাহাকে তিন তালাক দিয়া দিল। —ইমাম শাফেয়ীর মতে উয়াইমের জানিত না যে, স্বয়ং 'লেআন' দ্বারাই বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাই সে তালাক দিয়াছিল।

۳۱۶۲-(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ — متفق عليه وَفِي حَدِيثِهِ لُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ثُمَّ دَعَاها فَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ

৩১৬২—(২) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে 'লেআন' করাইলেন এবং সন্তানটিকে সে ব্যক্তির নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। অতঃপর তাহাদের মধ্যে তাফরীক (বিচ্ছেদ) ঘটাইয়া দিলেন এবং সন্তানটিকে স্ত্রীলোকটির সাথে করিয়া দিলেন।—বোখারী ও মুসলিম। তাহাদের এই হাদীসেই আরও রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে প্রথমে নসীহত করিলেন ও উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, জানিয়া রাখ, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তি অপেক্ষা বহু সহজ (সুতরাং দোষ করিয়া থাকিলে স্বীকার কর)।

ব্যাখ্যা: 'তাফরীক করিয়া দিলেন'—ইহা দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এ কথাই বুঝিয়াছেন যে, তাফরীকের জন্য বিচারকের নির্দেশ আবশ্যিক। 'লেআন' যথেষ্ট নহে।

৩১৬৩-(৩) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنِينَ حِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمْ كَاذِبٌ لَّاسِبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَأَمَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبَعْدُ وَأَبَعْدُ لَكَ مِنْهَا — متفق عليه

৩১৬৩—(৩) সেই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই লেআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলিলেনঃ তোমাদের প্রকৃত বিচার আল্লাহর নিকট। নিশ্চয় তোমাদের একজন মিথ্যুক, হে অমুক, তাহার উপর আর তোমার কোন অধিকার নাই। সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে আমার মাল (যাহা আমি তাহাকে মহররূপে দিয়াছি) ? হযর (ছাঃ) বলিলেন, মাল তোমার পাইবার নহে। কেননা, যদি তুমি সত্য বলিয়া থাক, তবে তুমি যে তাহার লজ্জাস্থান হালাল করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে উহা চলিয়া গিয়াছে, আর যদি তুমি তাহার প্রতি মিথ্যাই আরোপ করিয়া থাক, তবে তো মাল তোমার নিকট ফেরত আসিতেই পারে না। তুমি ইহার দাবীই করিতে পার না। —মোত্তাঃ

৩১৬৪-(৪) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ ابْنِ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْبَيِّنَةُ أَوْ حَدًّا فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَلْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلْيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَايَبْرِي ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِئِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاتُ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ سَابِغِ الْإِلَيْنَيْنِ خَذَلْجِ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ — رواه البخارى

৩১৬৪—(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদিন হেলাল ইবনে উমাইয়া নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহার স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দিল যে, শরীক ইবনে সাহ্মার সাথে সে কু-কাজ করিয়াছে। নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ প্রমাণ দাও, না হয় তোমার পিঠে কোড়া। তখন সে বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর উপর পুরুষ চড়িয়া আছে দেখে, তখন কি সে সাক্ষী

তলাশ করিতে চায়? কিন্তু নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবর বলিতে রহিলেন, সেসব শুনিব না, (এত বড় গুরুতর দোষারোপ!) হয় প্রমাণ, না হয় তোমার পিঠে কোড়া। তখন হেলাল বলিল, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আমি নিশ্চয় সত্যবাদী। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোরআন নাযিল করিয়া আমার পিঠকে কোড়া হইতে রক্ষা করিবেন। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিলেন এবং হুযুরের উপর কোরআন নাযিল করিলেন, “যাহারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, আর তাহাদের নিকট নিজেরা ব্যতীত কোন সাক্ষী না থাকে”—এখান হইতে পাঠ করিতে করিতে তিনি—“যদি সে সত্যবাদী হয়” পর্যন্ত পাঠ করিলেন। অতঃপর হেলাল আসিয়া ‘লেআন’ করিল আর নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে রহিলেন, আল্লাহ্ অবগত আছেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যুক। সুতরাং তোমাদের কেহ আছ কি যে তওবা করিবে? রাবী বলেন, অতঃপর নারী দাঁড়াইল এবং লেআন করিল। কিন্তু সে যখন পঞ্চম বাক্যের নিকট পৌঁছিল, লোকেরা তাহাকে নামাইয়া দিল এবং বলিল, দেখ, উহা আল্লাহ্র গযব নির্ধারণ করিবে। ইবনে আব্বাস বলেন, তখন সে নামিয়া গেল এবং চূপ রহিল, যাহাতে আমরা ধারণা করিলাম, সে সরিয়া যাইবে। কিন্তু অতঃপর সে এই বলিয়া লেআন পূর্ণ করিল যে, আমি চিরকালের জন্য আমার গোষ্ঠীকে লজ্জিত করিতে পারি না। তখন নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দেখ, যদি সে সুরমা রঙের চোখ, বড় বড় নীতস্ব ও মোটা মোটা নালাওয়ালা সন্তান প্রসব করে, তবে সে সন্তান শরীক ইবনে সাহ্মার। পরে দেখা গেল, সে এইরূপ সন্তানই প্রসব করিয়াছে। এসময় নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ কার্যকরী করা না হইত, তবে আমি তাহাকে দেখাইতাম (অর্থাৎ, সঙ্গেসার করিতাম)।

—বোখারী

ব্যাখ্যা: ‘আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ’—অর্থাৎ, লেআন করিলে আর তাহাকে সঙ্গেসার করা চলে না, ইহাই নির্দেশ। ওলামাগণ বলেন, হেলালের লেআনই প্রথম লেআন। তোমার পিঠে কোড়া—কেহ কোন নারীর প্রতি যেনার অপবাদ দেওয়াকে ‘কযফ’ বলে। কযফের শাস্তি ৮০ কোড়া, কোরআনের নির্দেশ।

৩১৬০-(৫) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمْسَهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَعْيِزُّ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي — رواه مسلم

৩১৬৫—(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা সা’দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ্!) আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে পাই, তবে কি আমি তাহাকে স্পর্শই করিব না যাবৎ না চারি জন সাক্ষী আনি? রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন: হাঁ। সা’দ বলিলেন, কখনও তাহা সম্ভব নহে। আপনাকে যিনি সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম! আমি ইহার আগেই তাহাকে তরবারি দ্বারা খতম করিয়া দিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীদের বলিলেন, শুন, তোমাদের সরদার

কি বলেন? নিশ্চয় সা'দ বড় গায়রতমন্দ আর আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক গায়রতমন্দ এবং আল্লাহ্ আমা অপেক্ষাও অধিক গায়রতমন্দ। —মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ অন্যকে আপন অধিকারে বিশেষ করিয়া স্ত্রী-কন্যার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া মনে যে রাগ ও ঘৃণার সঞ্চার হয়, উহাকেই 'গায়রত' বলে।

৩১৬৬-(৬) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْرَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَخَرَّبَتْهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اتَّعَجِبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَ اللَّهِ لَا نَا أَعْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ الْعُدْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَمُبَشِّرِينَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ الْمَدْحَةَ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ — متفق عليه

৩১৬৬—(৬) হযরত মুগীরা (রাঃ) বলেন, সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে দেখি, তবে আমি তরবারির বুক দ্বারাই তাহার প্রতি ওয়ার করিব, পাশ দ্বারা নহে। তাহার এই কথা রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিল। তিনি বলিলেনঃ তোমরা কি সা'দের 'গায়রত' দেখিয়া তাজ্জব করিতেছ? জানিয়া রাখ—আমি সা'দ অপেক্ষাও বেশী গায়রতমন্দ এবং আল্লাহ্ আমা অপেক্ষাও বেশী গায়রতমন্দ। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত অশ্লীল বিষয়কে হারাম করিয়া দিয়াছেন। মানুষের আপত্তি তোড়াকে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক কেহ ভালবাসে না। এ কারণেই তিনি ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী নবীগণ পাঠাইয়াছেন। (যাহাতে কেহ আপত্তি করিতে না পারে।) আর প্রশংসাকেও আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক কেহ ভালবাসে না। এ কারণেই তিনি (প্রশংসাকারীদের জন্য) জান্নাতের ওয়াদা দিয়াছেন। —মোত্তাঃ

৩১৬৭-(৭) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ — متفق عليه

৩১৬৭—(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা 'গায়রত' রাখেন এবং মু'মিনও গায়রত রাখে। আল্লাহ্র গায়রত হইল এই যে, কোন মু'মিন যেন আল্লাহ্র হারাম করা কাজ না করে। —মোত্তাঃ

৩১৬৮-(৮) وَعَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا الْوَأْنَهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْزُقٍ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرُقًا قَالَ فَآتَنِي تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا قَالَ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ وَلَمْ يَرْجِصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ — متفق عليه

৩১৬৮—(৮) সেই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক বেদুইন আসিয়া বলিল, হুযুর! আমার স্ত্রী এক কালো ছেলে প্রসব করিয়াছে। আমি তাহাকে আমার ছেলে বলিয়া অস্বীকার করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার উট আছে কি? সে বলিল, হাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের রং কি? সে বলিল, উহার লাল। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে কি কোন লাল-কালো মিশান উট আছে? সে বলিল, হাঁ, উহাতে লাল-কালো মিশান কয়েকটি উট আছে। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, তোমার ধারণা কি, ঐগুলিতে এই রং কোথা হইতে আসিল? সে বলিল, ইহা (উপরের) বংশের টান। এই বংশে এইরূপ কোন উট ছিল। তখন তিনি বলিলেন, তবে সম্ভবত ইহাও বংশের টান—তোমার উপরের বংশে কেহ এইরূপ ছিল। রাবী বলেন, মোটকথা, তিনি তাহাকে সন্তান অস্বীকার করিতে অনুমতি দিলেন না। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ ইহাতে বুঝা গেল যে, নিশ্চিত না হইয়া সন্দেহজনক কোন কারণে সন্তান অস্বীকার করা যায় না। ইহা তাহার মায়ের প্রতি বড় গুরুতর দোষারোপ। তবে স্বামীর সহবাস ব্যতীত অথবা ছয় মাসের পূর্বে যদি সন্তান প্রসব করে তাহাকে অস্বীকার করা যায়।

৩১৬৯—(৯) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ رَمَعَةَ مَنَى فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ إِنَّهُ ابْنُ أَخِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمَعَةَ أَخِي فَتَسَاوَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمَعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ رَمَعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَامِرِ الْحَجَرِ ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ رَمَعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَارَأَى مِنْ شِبْهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ رَمَعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ — متفق عليه

৩১৬৯—(৯) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবু ওয়াক্কাসের পুত্র ওতবা তাহার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে ওছিয়ত করিয়া গেল, যামআর বাদীর ছেলে আমার। তুমি তাহাকে নিজের নিকট লইয়া আসিও। আয়েশা বলেন, যখন মক্কা বিজয়ের তারিখ আসিল, সা'দ তাহাকে গ্রহণ করিল এবং বলিল যে, সে আমার ভাইয়ের ছেলে আর আবদ ইবনে যামআ বলিল, সে আমার ভাই। অতঃপর দুই জনই রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল। সা'দ বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাই ওতবা তাহার ব্যাপারে আমাকে ওছিয়ত করিয়া গিয়াছে। অপর দিকে আবদ ইবনে যামআ বলিল, সে আমার ভাই! আমার বাপের বাদীরই ছেলে, তাহার বিছানায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই ভাগে। সন্তান মায়ের (মা যাহার অধীনা সে-ই তাহাকে পাইবে) আর ব্যভিচারীর জন্য হইল পাথর (অথবা বঞ্চিত হওয়া)। (আয়েশা বলেন,) যেহেতু

হযুর ওত্বার সহিত তাহার গঠনের মিল দেখিলেন সুতরাং (আমার সতীন) সওদা বিনতে যামআকে বলিলেন : তুমি এ ছেলে হইতে পর্দা কর। অতঃপর সে ছেলে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও বিবি সওদাকে দেখিতে পায় নাই। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযুর বলিলেন, হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই ভাই। রাবী বলেন, হযুর ইহা এ জন্যই বলিলেন—যেহেতু সে তাহার বাপের বিছানায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা : (১) জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হইত এবং পরে আবশ্যকবোধে উহাতে প্রসবিত সন্তানকে নিজের বলিয়াও গ্রহণ করিত। ইহাতে কোন লজ্জা ছিল না। ইসলাম ইহাকে কঠোরভাবে রহিত করিয়া দেয়। (২) ‘বিছানা’ অর্থে বৈধ স্ত্রী ও দাসীকে বুঝায়। (৩) এ ছেলে আইনগতভাবে বিবি সওদার ভাই হইলেও সতর্কতা ও উত্তমতার জন্য হযুর (হাঃ) তাহা হইতে পর্দা করার জন্য সওদাকে উপদেশ দিলেন।

وَعَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّزَ الْمُذَلِّجِيِّ دَخَلَ فَلَمَّا رَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ — متفق عليه

৩১৭০—(১০) সেই বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় খুশী অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন : আয়েশা, তুমি কি জান এখন মুজাযযায মুদলেজী আসিয়াছিল; সে যখন উসামা ও যায়দকে দেখিল—তখন তাহারা চাদর গায়ে দিয়া মাথা ঢাকিয়া শুইয়া ছিল এবং তাহাদের পা খোলা ছিল। বলিল, এই পাগুলি এক অন্য হইতে উদ্ভূত। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা : (১) যায়দ হযুরের পোষ্য পুত্র। তিনি ছিলেন গোরা আর তাঁহার পুত্র উসামা ছিলেন ঘোর কালো। ইহাতে কাফেরেরা তাঁহার নসবের প্রতি সন্দেহ করিত। মুদলেজী যখন উসামাকে যায়দ হইতে উদ্ভূত বলিল, হযুর বড় খুশী হইলেন। (২) শরীরের গঠন ও আকৃতি দেখিয়া অর্থাৎ, নৃতাত্ত্বিক পন্থায় বংশ পরিচয় দানের জ্ঞান বা বিদ্যাকে ‘কেয়াফা’ আর ইহার জ্ঞানবানকে কাইয়্যাফ বলে। (৩) হযুরের খুশীতে বুঝা গেল যে, ‘কেয়াফা’ একটি আইনগত দলীল। অনেকের ইহাই মত, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে কেয়াফা আইনগত দলীল নহে। কাফেরদের বিশ্বাস অনুসারে ইহা তাহাদের বিরুদ্ধে দলীল হইল, অথবা ইহা একটি আইনগত দলীলের সমর্থন যোগাইল বলিয়াই হযুর খুশী হইয়াছিলেন। (৪) মুদলেজীরা আরবের প্রসিদ্ধ কেয়াফা বিশেষজ্ঞ লোক ছিল।

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَى بَكْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ — متفق عليه

৩১৭১—(১১) হযরত সা’দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও হযরত আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়া নিজের বাপ-দাদার বংশ ছাড়া অপর বংশের সাথে নিজের পরিচয় দেয়, তাহার প্রতি জান্নাত হারাম। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা : জাম্মাত হারাম যদি সে উহাকে হালাল মনে করে অথবা ইহার অর্থ, শাস্তি ব্যতীত জাম্মাতে যাওয়া হারাম।

৩১৭২-(১২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ — متفق عليه وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ مِمَّنْ أَحَدٌ أَعْيُرَ مِنَ اللَّهِ فِي بَابِ صَلَوةِ الْخُسُوفِ

৩১৭২—(১২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : তোমরা নিজেদের পিতৃ-পুরুষ হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করিও না। যে নিজের পিতৃপুরুষ হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, সে কাফের হইয়া গিয়াছে। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা : কাফের হইয়া গিয়াছে,—অর্থাৎ, কাফেরের ন্যায় কাজ করিয়াছে অথবা তাহার প্রতি কাফের হইয়া মরার ভয় রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثاني

৩১৭৩-(১৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اِحْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَّحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَالْآخِرَيْنِ — رواه ابو داود والنسائي والدارمي

৩১৭৩—(১৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন লেআনের আয়াত নাযিল হইল, তিনি নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিলেন, যে কোন নারী কোন গোত্রের মধ্যে এমন লোক ঢুকায় যে তাহাদের অন্তর্গত নহে, আল্লাহর নিকট তাহার কোন স্থান নাই এবং আল্লাহ কখনও তাহাকে তাহার জাম্মাতে ঢুকাইবেন না। এইরূপে যে ব্যক্তি দেখিয়া-শুনিয়া আপন ছেলেকে অস্বীকার করে, আল্লাহ কিয়ামতে তাহাকে সাক্ষাৎ দান করিবেন না এবং তাহাকে আওয়াল-আখের সমস্ত লোকের মধ্যে অপমানিত করিবেন।

১৬X ff -, ৮

—আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী

ব্যাখ্যা : এমন লোক ঢুকায় যে তাহাদের অন্তর্গত নহে—অর্থাৎ, যেনা দ্বারা গর্ভধারিত সন্তানকে স্বামীর বলিয়া প্রকাশ করে। ছেলেকে অস্বীকার করে—অর্থাৎ, নিজের সন্তানকে স্ত্রীর যেনার সন্তান বলিয়া বলে।

৩১৭৪-(১৪) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلِّقْهَا قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا إِذَا

— رواه ابو داود والنسائي وَقَالَ النَّسَائِيُّ رَفَعَهُ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ

৩১৭৪—(১৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, হুযূর! আমার এক স্ত্রী রহিয়াছে, যে কাহাকেও ফিরায়ে না। নবী করীম ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সে বলিল, আমি তাহাকে বড় ভালবাসি। তিনি বলিলেন, তবে তাহাকে সংযত করিয়া রাখ। —আবু দাউদ ও নাসায়ী। নাসায়ী বলেন, হাদীসটিকে কোন রাবী ইবনে আব্বাস পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন আর কেহ পৌঁছান নাই। সুতরাং ইহা মুত্তাসিল নহে।

ব্যাখ্যাঃ কাহাকেও ফিরায়ে না—অর্থাৎ, সকলকে দেহ দান করে। এইরূপ নারীকে সংযত করিতে না পারিলে ছাড়িয়া দেওয়াই বিধেয়। অন্যথায় গোনাহ্গার হইবে।

৩১৭৫—(১৫) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ أُسْتَلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ إِدْعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ أُسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ إِدْعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ — رواه ابو داود

৩১৭৫—(১৫) হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এমন প্রত্যেক সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিতে চাহিলেন, যে সন্তানকে তাহার বাপ বলিয়া কথিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর বাপের ওয়ারিসগণের দাবীতে বাপের বংশের সাথে এলহাক করা হইয়াছে, তখন এই নির্দেশ দিলেন, এমন দাসীর সন্তান যাহার সাথে সহবাসকালে সহবাসকারী তাহার মালিক ছিল, সে সন্তানকে সহবাসকারীর যে ওয়ারিস নিজের সাথে ‘এলহাক’ করিবে সে তাহার সাথে ‘মুলহাক’ (সংযোজিত) হইবে, তবে এলহাকের পূর্বে সহবাসকারীর যে সম্পত্তি বণ্টিত হইয়া গিয়াছে সে উহার অংশ পাইবে না আর যাহা বণ্টিত হওয়ার পূর্বে সে পাইয়াছে, সে উহার অংশ পাইবে। কিন্তু কোন সন্তান বাপ বলিয়া কথিত ব্যক্তির বংশের সাথে ‘মুলহাক’ হইবে না—যদি সে তাহাকে সন্তান বলিয়া অস্বীকার করে। এইরূপে সে সন্তান যদি এমন দাসীর ঘরে হয়, সহবাসকারী যাহার মালিক ছিল না (অর্থাৎ, যেনার হয়) অথবা এমন স্বাধীনা নারীর সন্তান হয়, যাহার সহিত সহবাসকারী যেনা করিয়াছে, সে সন্তান বাপ বলিয়া কথিত ব্যক্তির বংশের সাথে ‘মুলহাক’ হইবে না—যদিও সে ব্যক্তি তাহাকে পুত্র বলিয়া দাবী করে। সে হইল যেনার সন্তান, চাই সে স্বাধীনা নারীর ঘরে হউক চাই দাসীর ঘরে। —আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আরবের লোকেরা কোন স্বাধীনা নারী অথবা কাহারও দাসীর সাথে যেনা করিয়া যদি মরিবার কালে বলিয়া যাইত, অমুকের অমুক সন্তান আমার সন্তান, তখন ওয়ারিসগণ তাহাকে নিজের আত্মীয় বলিয়া মানিয়া লইত এবং তাহার মীরাসের অংশ দিত। ইসলাম ইহাকে রহিত করিয়া দেয় এবং কায়েদা ঠিক করিয়া দেয় যে, কোন নারীর সন্তানকে নিজের বলিয়া দাবী করার জন্য সে তাহার বৈধ স্ত্রী বা বৈধ দাসী হইতে হইবে। যেনার সন্তানের দাবী গ্রাহ্য নহে। মীরাস সম্পর্কে বলা হইল, বৈধ দাসীর সন্তান হইলেও জাহেলিয়াত যুগে তাহার এলহাকের আগে যাহা বণ্টিত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইয়া গিয়াছে। সে তাহার হিস্সা পাইবে না। এলহাক—অর্থ, বংশের সাথে সংযোজন, মূলহাক—সংযোজিত।

(১৬)-৩১৭৬ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَنِيكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيَّةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيَّةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخِيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَأَمَّا الْخِيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْفَخْرِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْبُغْيِ — رواه احمد وابو داود والنسائي

৩১৭৬—(১৬) হযরত জাবের ইবনে আতীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কোন ‘গায়রত’ এমন রহিয়াছে যাহাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। আর কোন ‘গায়রত’ এমনও রহিয়াছে যে, যাহাকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। যে ‘গায়রত’কে আল্লাহ্ ভালবাসেন তাহা হইল, সত্যিকার সন্দেহ স্থলের ‘গায়রত’। আর যে ‘গায়রত’কে তিনি ঘৃণা করেন তাহা হইল বিনা সন্দেহে খামাখা ‘গায়রত’। এইরূপে কোন গর্বকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন আর কোন গর্বকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। যে গর্বকে আল্লাহ্ ভালবাসেন, তাহা হইল, ইসলামের শত্রুর সাথে যুদ্ধে গর্ব; কোন ব্যক্তির দান করাকালে গর্ব। আর যে গর্বকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন তাহা হইল বংশের গর্ব। অপর এক বর্ণনায় আছে, অন্যায় বা জুলুমের ব্যাপারে গর্ব। —আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী

ব্যাখ্যা : দান করাকালে গর্ব—অর্থাৎ, যাহা দান করে তাহাকে সামান্য মনে করে এবং বেশী দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

(১৭)-৩১৭৭ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأَمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَادْعُوهُ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوُلْدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ — رواه ابو داود

৩১৭৭—(১৭) হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অমুক আমার ছেলে, আমি জাহেলিয়াত যুগে তাহার মায়ের সঙ্গে যেনা করিয়াছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ইসলামে সন্তানের এইরূপ দাবী নাই। জাহেলিয়াতের নিয়ম শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্তান বিছানার আর যেনাকারের জন্য পাথর বা বন্ধিত হওয়া। —আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ সন্তান বিছানার—অর্থাৎ, মা বৈধভাবে যাহার বিছানায় (অধীন) ছিল সন্তানও তাহারই।

৩১৭৮—(১৮) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مِّنَ النِّسَاءِ لَأُمْلَاعَةٌ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحَرِّ — رواه ابن ماجه

৩১৭৮—(১৮) সেই হযরত আমর ইবনে শোআয়ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ চারি রকমের নারী আর তাহাদের স্বামীদের মধ্যে ‘লেআন’ নাই। মুসলমানের অধীন নাসরানী নারী, মুসলমানের অধীন ইহুদী নারী, গোলামের অধীন স্বাধীন নারী এবং স্বাধীন পুরুষের অধীন বাদী। —ইবনে মাজাহ ১৬X ff -- ৮

৩১৭৭—(১৭) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينْ أَمَرَ الْمُتْلَاعِينَ أَنْ يَتْلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ — رواه النسائي

৩১৭৯—(১৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই লেআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে লেআন করিতে বলিলেন, এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, পঞ্চমবার বলিবার সময় সে যেন লেআনকারীর মুখে হাত দেয় এবং বলিলেন, ইহা নির্ধারণকারী। —নাসায়ী

ব্যাখ্যাঃ নির্ধারণকারী—অর্থাৎ, আল্লাহর লা'নত বা গযব অথবা বিবাহের বিচ্ছেদ নির্ধারণ করিবে। পরে পস্তাইলে চলিবে না।

৩১৮০—(২০) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا قَالَتْ فَغَرَّتْ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لِكَ يَا عَائِشَةُ اغْرَتِ فَقُلْتُ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِنِّي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ جَاءَكَ شَيْطَانُكَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَعِيَ شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ أَغَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ — رواه مسلم

৩১৮০—(২০) বিবি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন! আয়েশা বলেন, ইহাতে আমার গায়রত হইল। অতঃপর তিনি আসিলেন এবং দেখিলেন, আমি কি করিতেছি। তিনি বলিলেনঃ তোমার কি হইয়াছে আয়েশা, তোমার কি গায়রত আসিয়াছে? আমি বলিলাম, আমার মত মানুষ আপনার মত মানুষের প্রতি কেন গায়রত করিবে না? রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় তোমার শয়তান তোমার নিকট আসিয়াছে। আয়েশা বলিলেন,

ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার সাথে কি শয়তান আছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার সাথেও কি আছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তাহার বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন, ফলে আমি তাহা হইতে নিরাপদে থাকি। —মুসলিম

ব্যাখ্যা : একবার হুযূর শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ মধ্য রাত্রিতে বিবি আয়েশার বিছানা হইতে উঠিয়া বাকী কবরস্থান যেয়ারত করিতে গেলেন, আয়েশা ভাবিলেন, তিনি বোধহয় তাহার অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়াছেন। তাই তিনি হুযূরের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। হুযূর বাকী হইতে ফিরিয়াছেন দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বিছানা গ্রহণ করিলেন এবং হাঁপাইতে লাগিলেন। তখন হুযূর তাহাকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়েশা বলিলেন, ‘আমার মত মানুষ’—অর্থাৎ, আমার মত আসক্তা নারী আপনার মত সুপুরুষ ও নবীর প্রতি কেন ‘গায়রত’ করিব না? তখন হুযূর বলিলেন, আয়েশা! তোমার শয়তান আসিয়াছিল—অর্থাৎ, শয়তানই তোমাকে বলিয়াছিল, আমি অন্য ঘরে গিয়াছি। না হয় আমি তোমার প্রতি অন্যায় করিব—এই সন্দেহ করার কোন কারণই নাই।



باب العدة

ইদত ও শোক পালন

ইদত—অর্থ, শুमार করা, গণনা করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, সহবাস করা নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের পর অন্য বিবাহের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় গণনা করা বা অপেক্ষা করা। বিভিন্ন নারীর পক্ষে এই সময় গণনা বিভিন্ন হয়। (১) যে নারীর ঋতু চালু আছে তাহার ইদত হইল তিন ঋতু।

কোরআনে আছেঃ (البقرة ২২৮) — وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

নারীগণ তিন কুরূ অপেক্ষা করিবে।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৮) ‘কুরূ’ অর্থ এখানে ইমাম শাফেয়ীর মতে ‘তোহর’ আর ইমাম আবু হানীফার মতে ‘হায়য’ (ঋতু)। উপরের এক হাদীস হইতেও ইহার এই শেষোক্ত অর্থই বুঝায়। হাদীসে বলা হইয়াছে, বাদীর ইদত দুই হায়য। (২) বার্বাক্যের কারণে যাহার ঋতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা বাল্যের কারণে ঋতু এখনও আসে নাই, তাহার ইদত তিন মাস। কোরআনে বলা হইয়াছেঃ

وَالَّذِي يَبْتِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَا يَحِضُنَّ — (الطلاق ৪)

“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহারা ঋতু হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে বা যাহাদের ঋতু আসে নাই, তাহাদের ইদত হইল তিন মাস। (সূরা তালাক, আয়াত ৪) (৩) যাহারা তালাকের সময় গর্ভবতী, তাহাদের ইদত সন্তান প্রসব পর্যন্ত, সময় বেশী হউক বা কম হউক। কোরআনে আছেঃ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ “আর গর্ভধারিণীদের সময় (ইদত) হইল সন্তান প্রসব।” (সূরা তালাক, আয়াত ৪) (৪) বিবাহের পরে সহবাসের পূর্বে যাহাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহার কোন ইদত নাই। কোরআনে বলা হইয়াছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ — (الاحزاب ৪৯)

“হে মু’মিনগণ, যখন তোমরা মু’মিনা নারীদের বিবাহ করিবে, অতঃপর স্পর্শের পূর্বেই তাহাদেরকে তালাক দিবে, তখন তাহাদের উপর কোন ইদত নাই। যাহা তোমরা শুमार করিবে।” (সূরা আহযাব, আয়াত ৪৯) (৫) যাহাদের স্বামী মারা গিয়াছে তাহাদের ইদত হইল চারি মাস দশ দিন। কোরআনে রহিয়াছেঃ

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ — (البقرة ২২৮)

“তোমাদের মধ্যে যাহারা মরিয়া যায় এবং স্ত্রী রাখিয়া যায়, তাহারা (স্ত্রীগণ) অপেক্ষা করিবে চারি মাস দশ দিন।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৪) তবে গর্ভবতী হইলে তাহাদের ইদত হইল

সন্তান প্রসব। এই পঞ্চমটি হইল আসলে শোক পালন। আরবীতে ইহাকে ‘হেদাদ’ বলে। স্বামী মরার পর এই শোক পালনের ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যেক জাতিতেই আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

৩১৮১- (১) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَاعَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَنَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ الشَّعِيرُ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَّتْ فَازِينِنِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ أَمَا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَأَمَالٌ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَكَرِهْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَأُعْتَبِطُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا فَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَابٌ لِلنِّسَاءِ — رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا

৩১৮১—(১) তাবেয়ী আবু সালামা (রঃ) ফাতেমা বিনতে কায়স হইতে বর্ণনা করেন যে, ফাতেমার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস তাহাকে দূরদেশ হইতে শেষ তালাক দিয়া দিল। অতঃপর আবু আমরের কার্যকারক তাহার নিকট কিছু যব পাঠাইয়া দিল। ইহাতে ফাতেমা নারায় হইল। কার্যকারক বলিল, খোদার কসম! আমাদের উপর তোমার বাধ্যতামূলক কোন পাওনা নাই। ইহা শুনিয়া ফাতেমা রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং তাঁহাকে ইহা বলিল। তিনি বলিলেনঃ হাঁ, তোমার খোরপোষ পাওনা নাই। রাবী বলেন, এ সময় তিনি তাহাকে উম্মে শরীকের ঘরে যাইয়া ইদত পালন করিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বলিলেন, না, উম্মে শরীকের ঘর আমার সাহাবীদের আনাগোনার স্থল। তুমি ইবনে উম্মে মাক্তুমের ঘরে যাইয়া ইদত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ, সেখানে তুমি গায়ের কাপড় ছাড়িতে পারিবে। তবে যখন ইদত শেষ করিবে আমাকে খবর দিবে। ফাতেমা বলেন, আমি যখন ইদত শেষ করিলাম তাহাকে বলিলাম, হুযর, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহ্ম আমার বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। তখন হুযর বলিলেন, শুন, আবু জাহ্ম কখনও আপন কাঁধ হইতে লাঠি ফেলে না (অর্থাৎ, সর্বদা মারে) আর মুআবিয়া হইল একজন দরিদ্র ব্যক্তি, মাল বলিতে তাহার কিছুই নাই। তুমি উসামা ইবনে যায়দকে বিবাহ কর। রাবী বলেন, কিন্তু ফাতেমা তাহাকে পছন্দ করিল না। হুযর পুনরায় বলিলেন, উসামাকে বিবাহ কর। অতঃপর সে উসামাকেই বিবাহ করিল এবং

আল্লাহ তাহাতে বহু বরকত দিলেন। মানুষ তাহার প্রতি ঈর্ষা করিত। অপর বর্ণনায় আছে, আবু জাহ্ম এমন ব্যক্তি যে বেশী বৌ মারে। —মুসলিম

আর এক বর্ণনায় আছে—তাহার স্বামী তাহাকে তিন তালাক দিল। সে নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। তিনি বলিলেন, তোমার জন্য নফকা বা খোরপোষ নাই। হাঁ, যদি তুমি গর্ভবর্তী হইতে।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীস অনুসারে ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, তালাকপ্রাপ্ত নারী ইদতকালে স্বামীর নিকট সোকনা ও নফকা অর্থাৎ, থাকার আবাস ও খোরপোষ কিছুই পাইবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীস অনুসারে বলেন, সে আবাস ও খোরপোষ উভয় পাইবে। কিন্তু ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রঃ) বলেন, সে থাকার আবাস পাইবে, তবে খোরপোষ পাইবে না। (মেরকাত) আবু জাহ্ম বৌ মারে—উপদেশ চাওয়া হইলে উপদেশ স্থলে সত্য কথা বলা ‘গীবত’ নহে।

২১৮২- (২) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاجِيَتِهَا فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ تَغْنِي فِي النُّقْلَةِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ أَلَّا تَتَّقِيَ اللَّهَ تَغْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سَكُنِي وَلَا نَفَقَةَ — رواه البخارى

৩১৮২—(২) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, ফাতেমা এক নির্জন স্থানে ছিল, তাই তাহার সম্পর্কে ভয় করা হইতেছিল। এ কারণেই নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অন্য ঘরে যাইয়া ইদত পালন করার অনুমতি দিলেন। (সে আবাস পাইবে না এজন্য নহে।) অপর বর্ণনায় আছে, একদা আয়েশা বলিলেন, ফাতেমার কি হইল, সে যে বলে, তালাকপ্রাপ্ত নারী আবাস ও খোরপোষ পাইবে না—এ ব্যাপারে সে আল্লাহকে কেন ভয় করে না? —বোখারী

২১৮৩- (৩) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِنَّمَا نُفِلَتْ فَاطِمَةُ لِطُولِ لِسَانِهَا عَلَى أَحْمَانِهَا — رواه فى شرح السنة

৩১৮৩—(৩) তাবেরী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রঃ) বলেন, স্বামীর আত্মীয়দের সাথে দূর্ব্যবহারের কারণেই ফাতেমাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। —শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যাঃ (ক) ইদতকালে ফাতেমার স্বামী-গৃহ হইতে স্থানান্তরের কারণ এ দুই হাদীসে দুইটি বলা হইয়াছে। তবে এক সাথে উভয় কারণও হইতে পারে। মোটকথা, ফাতেমার স্থানান্তর ইদতকালে ‘সোকনা’ (আবাস) পাইবে না এ কারণে হয় নাই। (খ) ইহাতে একথা বুঝা গেল যে, স্বামী-গৃহে ইদত পালনে অসুবিধা হইলে অন্য গৃহেও এ ইদত পালন করা যায়। তিন তালাকের পর এ যুগে ইহাই সমীচীন।

২১৮৪- (৪) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ طَلَّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَارَادَتْ أَنْ تَجِدُ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَاتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ بَلَى فَجِدِّي نَخْلَكَ فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ تَصَدِّقُنِي أَوْ تَفْعَلُنِي مَعْرُوفًا — رواه مسلم

৩১৮৪—(৪) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক দেওয়া হইল। একদিন তিনি তাহার বাগানে যাইয়া খেজুর পাড়িতে চাহিলেন। এক ব্যক্তি তাহাকে ঘরের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিল। অতএব, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তিনি বলিলেনঃ হাঁ, যাও, ফল পাড়, ইহাতে তুমি যাকাত দিতে বা অপর কোন সংকাজ করিতে পারিবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ যাও—ইহাতে বুঝা গেল যে, ইদতকালে আবশ্যক হইলে ঘর হইতে বাহির হওয়া যায়।
 ৩১৮৫—(৫) وَعَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاتِ رَوْجِهَا بِلَيْالٍ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنكِحَ فَادَّخَلَ لَهَا فَتَنَكَحَتْ — رواه البخارى

৩১৮৫—(৫) হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সুবাইয়া আসলামিয়া তাহার স্বামী মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরেই সন্তান প্রসব করিল। অতঃপর সে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাইয়া বিবাহের অনুমতি চাহিল। তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন; সুতরাং সে বিবাহ বসিল। —বোখারী

৩১৮৬—(৬) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتُ عَيْنَهَا أَفَنَكِّحُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَيْكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَزْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ — متفق عليه

৩১৮৬—(৬) বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, একটি স্ত্রীলোক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মেয়ের জামাই মারা গিয়াছে, এখন তাহার চোখে অসুখ হইয়াছে। আমরা কি তাহাকে সুরমা ব্যবহার করা হইতে পারি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ না, দুই কি তিনবার, প্রত্যেকবারই বলিলেন, না। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহা শুধু চারি মাস দশ দিন মাত্র; অথচ তোমাদের এক একজন নারী জাহেলিয়াত যুগে একবছর পূর্ণ হইলে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিত। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ অজ্ঞানতার যুগে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী পূর্ণ একবছর শোক পালন করিত। সে খুব সংকীর্ণ ঘরে বাস করিত এবং সর্বনিকৃষ্ট পরিধেয় পরিধান করিত। কোন রকমের সুগন্ধি ও সুবাসিত জিনিস ব্যবহার করিত না। একবছর পর তাহার নিকট উট, গাধা প্রভৃতি কোন পশু আনা হইত। সে নিজের গুপ্ত অঙ্গ পশুর গায়ে লাগাইত। অতঃপর তাহাকে উট বা ছাগলের বিষ্ঠা দেওয়া হইত আর সে উহা নিক্ষেপ করিত। তবেই তাহার শোক-পালন পর্ব শেষ হইত। হাদীসে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, সে তুলনায় এ পরিমাণ সময় কিছুই নহে।

৩১৮৭—(৭) وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا — متفق عليه

৩১৮৭—(৭) বিবি উম্মে হাবীবা এবং যয়নাব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেনঃ কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে—যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন জায়েয নহে, কেবল স্বামীর জন্য চারি মাস দশ দিন ব্যতীত। —মোত্তাঃ

৩১৮৮—(৮) হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে, স্বামীর জন্য চারি মাস দশ দিন ব্যতীত। উহাতে সে যেন রং করা সুতার কাপড় ব্যতীত কোন রঙ্গিন কাপড় না পরে, সুরমা না লাগায়। ঋতু হইতে পাক হওয়াকালে সামান্য ‘কুসত’ ও ‘আযফার’ ব্যতীত যেন কোন সুগন্ধি স্পর্শ না করে। —মোত্তাঃ, কিন্তু আবু দাউদ অধিক বর্ণনা করিয়াছেন—এবং খেজাবও না করে।

ব্যাখ্যাঃ (১) ইহাতে বুঝা গেল যে, স্বামীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা ফরয। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে নাবালগা ইহা হইতে বাদ থাকিবে। (২) কুসত এবং আযফার দুই রকমের ভারতীয় কাঠ, যাহাতে খোশবু থাকে এবং ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কেহ কুসতের অর্থ ‘কুট’ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثانى

৩১৮৯—(৯) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنَى حُدْرَةٍ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقَوْا فَقَتَلُوهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحَجَرَةِ أَوْفَى الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ امْكُنِّي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا — رواه مالك والترمذى وابو داود والنسائى وابن ماجة والدارمى

৩১৮৯—(৯) তাবেরীয়া যয়নাব বিনতে কা'ব হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরীর ভগ্নী ফুরাইআ বিনতে মালেক ইবনে সিনান তাহাকে বলিয়াছেন, তিনি ইদত পালনের জন্য

তাহার বাপের বংশ বনী-খুদরীতে যাইতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। কেননা, তাঁহার স্বামী তাঁহার কতক পলাতক দাসের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। যয়নাব বলেন, ফুরাইআ রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বাপের বাড়ী যাইতে পারি কিনা? কেননা, আমার স্বামী আমাকে তাঁহার মালিকী বাড়ীতে রাখিয়া যান নাই এবং আমার জন্য খোরপোষও রাখিয়া যান নাই। ফুরাইআ বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন: হাঁ। আমি রওয়ানা হইলাম, এমন কি যখন আমি তাঁহার ছজরা শরীফ অথবা মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছিলাম, তিনি আমাকে পুনরায় ডাকিলেন এবং বলিলেন, তুমি তোমার ঘরেই থাক যাবৎ না ইদত শেষ হইয়া যায়। ফুরাইআ বলেন, অতঃপর আমি উহাতে চারি মাস দশ দিন ইদত পালন করিলাম। —মালেক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী

ব্যাখ্যা: ইহাতে বুঝা গেল যে, কষ্ট করিয়া হইলেও স্বামীর বাড়ীতেই ইদত পালন করা উচিত, যদি তথায় মান-ইজ্জতের ভয় না থাকে।

৩১৯০-(১০) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَفَّى أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى صَبْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزَعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ بَأَى شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تَغْلِفِينَ بِهِ رَأْسَكَ — رواه ابو داود والنسائي

৩১৯০-(১০) উম্মুল মু'মিনীন বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, যখন আমার (প্রথম) স্বামী মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট গেলেন। তখন আমার মুখমণ্ডলে আমি 'সাবের' লাগাইয়াছি। তিনি বলিলেন: ইহা কি উম্মে সালামা? আমি বলিলাম, ইহা 'সাবের', ইহাতে কোন সুগন্ধি নাই। তিনি বলিলেন, ইহা চেহারাকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং রাত্রে ছাড়া উহা দিও না এবং দিনে মুছিয়া ফেলিও। ইহাছাড়া খোশবু দ্বারা চুল পরিপাটি করিও না এবং মেক্সি দ্বারাও নহে, কেননা, উহা হইল খেজাব। আমি বলিলাম, তবে আমি কিসের দ্বারা মাথা ধুইব, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বলিলেন, বরই পাতা দ্বারা, (উহা বাটিয়া) উহা দ্বারা তোমার মাথায় প্রলেপ দিবে। —আবু দাউদ ও নাসায়ী

ব্যাখ্যা: 'সাবের'—তিক্ত ঔষধবিশেষ। মেক্সি পাতা দ্বারা তৎকালের মেয়েরা মাথাও ধুইত। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, স্বামীমৃত নারীর পক্ষে ইদতকালে চেহারা উজ্জ্বলকারী কোন জিনিস যথা—স্নো, পাউডার, লিপস্টিক এবং সুগন্ধি সাবান ও সেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষেধ, ইহা শোকের পরিপন্থী।

৩১৯১-(১১) وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ — رواه ابو داود والنسائي

৩১৯১-(১১) সেই বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন: স্বামীমৃত নারী লাল রঙে রঞ্জিত কাপড় পরিবে না,

লাল মাটি দ্বারা রঞ্জিত কাপড়ও নহে এবং গহনা পরিবে না। চুলে বা হাতে, পায়ে মেস্কির রং লাগাইবে না এবং চোখে সূরমা লাগাইবে না। —আবু দাউদ ও নাসায়ী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

٣١٩٢-(١٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُ وَبَرَّ مِنْهَا لَا يَرِيهَا وَلَا تَرِيهِ — رواه مالك

৩১৯২—(১২) তাবেয়ী সূলায়মান ইবনে ইয়াসার হইতে বর্ণিত, তাবেয়ী আহওয়াস শাম দেশে মারা গেল, যখন তাহার তালাক দেওয়া স্ত্রীর তৃতীয় ঋতু চলিতেছিল। খলীফা মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এ ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়া সাহাবী হযরত যায়দ ইবনে সাবেত আনসারীর নিকট পত্র লিখিলেন। যায়দ উত্তরে লিখিলেন, যখন সে তৃতীয় ঋতুতে পৌঁছিয়াছে, তখন স্বামী স্ত্রী একে অপর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং স্বামী তাহার মীরাস পাইবে না এবং সেও স্বামীর মীরাস পাইবে না। —মালেক

ব্যাখ্যাঃ (১) বায়েন তালাক দেওয়ার পর স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাহার মীরাস পাইবে না, যদিও তাহার এক ঋতু না গোজারে। (২) সম্ভবত মুআবিয়া (রাঃ)-এর পত্রে এ কথাও ছিল যে, তাহার স্ত্রী এখন মউতের ইদ্দতও পালন করিবে কিনা? এখানে তাহার মউতের ইদ্দত পালন করিতে হইবে। হাদীসটিকে এই অধ্যায়ে আনার হেতু ইহাই।

٣١٩٣-(١٣) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلَّا اعْتَدْتُ بَعْدَ التَّسْعَةِ الْأَشْهُرِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ — رواه مالك

৩১৯৩—(১৩) তাবেয়ী সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন নারীকে তালাক দেওয়া হয়, অতঃপর তাহার এক কি দুই হায়য গোজারে, তৎপর হায়য বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে নয় মাস অপেক্ষা করিবে (এবং গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে কিনা দেখিবে)। যদি গর্ভ প্রকাশ পায়, তবে তো ভাল (অর্থাৎ, প্রসবই ইদ্দত হইবে), অন্যথায় সে নয় মাসের পর আরও তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে; অতঃপরই তাহার ইদ্দত শেষ হইবে। —মালেক

ব্যাখ্যাঃ পরে আরও তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে—কেননা, তাহার ঋতু আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর ঋতু বন্ধ নারীর ইদ্দত তিন মাস।

باب الاستبراء

ইস্তেবরা

ইস্তেবরা—অর্থ, পবিত্র করার চেষ্টা করা; পবিত্র আছে কিনা তাহা জানার চেষ্টা করা। শরীঅতে ইহার অর্থ, দাসীর গর্ভাশয় সন্তান হইতে পবিত্র আছে কিনা তাহা জানার চেষ্টা করা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দাসীর সাথে বিনা বিবাহে সহবাস করা জায়েয। কিন্তু দাসী তাহার হাতে আসামাত্রই তাহার সাথে সহবাস করা জায়েয নহে। তাহার গর্ভাশয়ে পূর্ব মালিক বা স্বামীর সন্তান আছে কিনা তাহার জন্য অন্তত এক ঋতু অপেক্ষা করা আবশ্যিক। ঋতু আসিলে মনে করিতে হইবে গর্ভধারণ করে নাই। এক ঋতু অপেক্ষা না করিয়া সহবাস করিলে এবং গর্ভধারণ করিলে জানা যাইবে না যে, এ সন্তান কাহার—পূর্বের মালিক বা স্বামীর না তাহার? আসলে পূর্বের কাহারও সন্তান হইলে তাহাকে নিজের সন্তান বলা এবং নিজের ওয়ারিস করা জায়েয নহে; ইহা হারাম। আর আসলে নিজের সন্তান হইলে তাহাকে অন্যের সন্তান মনে করিয়া দাস বানান এবং নিজের মীরাস হইতে বঞ্চিত করা, ইহাও জায়েয নহে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

৩১৭৬-(১) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ مُّجَجٍّ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا أَمَةٌ لِفُلَانٍ قَالَ أَيْلِمُ بِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ تَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ أَمْ كَيْفَ يُورِثُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ — رواه مسلم

৩১৯৪-(১) হযরত আবুদ্বারদা বলেন, একদা নবী করীম ছালামুআল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসন্ন প্রসবা এক স্ত্রীলোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সুতরাং তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কে? লোকেরা বলিল, অমুকের বাদী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি তাহার সহিত সহবাস করে? তাহারা বলিল, হাঁ! তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে এমন অভিশাপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি যাহা তাহার সাথে কবরে পর্যন্ত যায় এবং তাহার দুই জাহান নষ্ট করে। বাস্তবে নিজের সন্তান হইলে কি করিয়া সে তাহাকে নিজের চাকর বানাইবে? অথচ তা তাহার পক্ষে জায়েয নাই। আর বাস্তবে অন্যের সন্তান হইলে কি করিয়া সে তাহাকে নিজের ওয়ারিস করিবে? অথচ তাহা তাহার পক্ষে জায়েয নহে। —মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثاني

৩১৯০-(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ۖ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي سَبَابِ
أَوْطَاسٍ لَأَتُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَاغَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
— رواه احمد وابو داود والدارمی

৩১৯৫-(২) হযরত আবু সাযীদ খুদরী (রাঃ) নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম করিয়া বলেন, তিনি আওতাস যুদ্ধের বন্দিদাসমূহ সম্পর্কে বলিয়াছেন, গর্ভিণীর সাথে সহবাস করা যাইবে না যাবৎ না সে গর্ভ খালাস করে; আর অগর্ভিণীর সাথেও নহে যাবৎ না সে এক হায়য গোজারে। —আহমদ, আবু দাউদ ও দারেমী

ব্যাখ্যা : আওতাস মক্কার তিন মাইল দক্ষিণে একটি স্থানের নাম। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই এখানে একটি খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল।

৩১৯৬-(৩) وَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ۖ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ
حُنَيْنٍ لَّا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي
إِتْيَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنَ
السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا
حَتَّى يُقَسَمَ — رواه ابو داود وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ زَرْعَ غَيْرِهِ

৩১৯৬-(৩) হযরত রুআইফে ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহু ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধের তারিখে বলিয়াছেন : আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নহে যে, অন্যের খেতে পানি দেয়। রুআইফে বলেন, ‘অন্যের খেতে পানি দেওয়া’ দ্বারা ছয়র (ছাঃ) গর্ভিণী দাসীর সাথে সহবাস করাকেই বুঝাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এমন ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নহে, সে কোন বন্দিদাস নারীর সাথে সহবাস করে, যাবৎ না সে তাহার ইস্তেবরা করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এমন ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নহে ‘গনীমত’ বিক্রয় করে, যাবৎ না উহা বন্টিত হয়। —আবু দাউদ। আর তিরমিযী “অন্যের খেতে পানি” পর্যন্ত রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

৩১৯৭-(৪) عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْأَمْوَاءِ

بَحِيضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَيَنْهَى عَنْ
سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ

৩১৯৭—(৪) ইমাম মালেক বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদীদের সাথে এক ঋতু ইস্তেবরা করিতে বলিতেন, যদি সে ঋতুধারিণী হয় আর তিন মাস যদি তার ঋতু না আসে এবং তিনি নিষেধ করিতেন অন্যের খেতে পানি দিতে।

۳۱۹۸- (۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَهَبَتِ الْوَلِيدَةُ اللَّتَى تُؤْطَأُ أَوْ بِيَعَتْ أَوْ
عُتِقَتْ فَلْتَسْتَبْرِأَ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تَسْتَبْرِأَ الْعُذْرَاءَ — رواهما رزين

৩১৯৮—(৫) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, যখন কোন সহবাস করা বাঁদী দান করা হয় অথবা বিক্রি করা হয় অথবা আযাদ করা হয়, তখন দ্বিতীয় মালিক বা স্বামী যেন তাহার গর্ভাশয়ের ইস্তেবরা করে এক ঋতু। তবে কুমারীর ইস্তেবরা করার দরকার হয় না। —রযীন উক্ত হাদীস দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।

باب النفقات وحق المملوك

স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোষ এবং দাস-দাসীর অধিকার সম্পর্কীয় বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

৩১৭৭- (১) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ هَذَا بِنْتُ عْتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاسُفِيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ — متفق عليه

৩১৯৯- (১) বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, হিন্দা বিনতে ওত্বা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আবু সুফিয়ান বড় কৃপণ মানুষ। আমি তাঁহার অগোচরে যাহা গ্রহণ করি তাহা ব্যতীত তিনি আমার ও আমার সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হয় মত খরচ দেন না। তিনি বলিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানের পক্ষে যথেষ্ট হয় মত মাল (তাহার অগোচরে) ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করিতে পার।

—মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা : ইহাতে বুঝা গেল যে, (ক) স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং বাপের উপর ছোট সন্তানের খরচ বহন করা ওয়াজিব। (খ) ইহা স্বামীর ও বাপের সামর্থ্য অনুযায়ী হইবে। কোরআনে রহিয়াছে, সামর্থ্যবান তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করিবে। (গ) ছোটদের খরচ বাপে চালাইলেও তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার মায়ের উপর। (ঘ) কাহারও নিকট কাহারও হক থাকিলে সে যদি দিতে না চাহে, তবে তাহার অগোচরে তাহার মাল হইতে ঐ পরিমাণ গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু অপর দলীল অনুসারে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে ইহা সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক নহে। ইহা কেবল স্ত্রীর খোরপোষ ও সন্তানের ব্যয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ, যেমন হাদীসে রহিয়াছে।

৩২০০- (২) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ

خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ — رواه مسلم

৩২০০- (২) হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাহাকেও মাল-সম্পদ দান করেন, তখন সে যেন উহা প্রথমে আপন ও আপন পরিবারের লোকের জন্য খরচ করে। — মুসলিম

ব্যাখ্যা : ভালভাবে বিবির খোরপোষ দেওয়া এবং সন্তানের জন্য খরচ করা ইহার অন্তর্গত।

৩২০১- (৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ

وَلَا يُكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ — رواه مسلم

৩২০১—(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দাস-দাসীদের প্রাপ্য এবং তাহাদের উপর এমন কাজের বোঝা চাপাইয়া দিবে না যাহা তাহাদের সাধ্যের বাহিরে। —মুসলিম

৩২০২—(৪) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ — متفق عليه

৩২০২—(৪) হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীনে করিয়া দিয়াছেন। অতএব, যদি আল্লাহ তাঁ'আলা তাহার (কোন ব্যক্তির) ভাইকে তাহার অধীনে করিয়া দেন, তখন সে যেন নিজে যাহা খায় তাহাকেও তাহাই খাওয়ায় এবং নিজে যাহা পরিধান করে তাহাকেও তাহাই পরিধান করায়। আর যেই কাজ তাহাদের সাধ্যের বাহিরে তাহাদিগকে যেন সেই কাজের কষ্ট না দেয়। একান্ত যদি তাহার উপর সাধ্যাতীত কাজ অর্পণ করিতে হয়, তবে যেন তাহাকে উহাতে সাহায্য করে। —মোত্তাঃ

৩২০৩—(৫) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَاءَهُ قَهْرُمانٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْطَلِقُ فَأَعْطِيَهُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ وَفِي رِوَايَةٍ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ — رواه مسلم

৩২০৩—(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (বিশুদ্ধ আমর [রাঃ]) হইতে বর্ণিত যে, একদা তাঁহার কর্ম-তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি গোলাম-দিগকে তাহাদের খোরাকী সরবরাহ করিয়াছ? সে বলিল, না। তখন তিনি বলিলেন, তুমি এখনই যাও এবং উহাদের খোরাকী দিয়া দাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির গোনাহর জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে ঐ ব্যক্তির খোরাকী আটক করিয়া রাখে যাহার খোরাকী তাহার যিম্মায় রহিয়াছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, কোন ব্যক্তির গোনাহর জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যাহার খাদ্য ঐ ব্যক্তির যিম্মায় রহিয়াছে সে উহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। —মুসলিম

৩২০৪—(৬) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِأَخِيكَ خَادِمَهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوعًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ — رواه مسلم

৩২০৪—(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাম্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন তোমাদের কাহারও খাদ্যে খানা তৈয়ার করে, অতঃপর সে উক্ত খানা তাহার মালিকের সম্মুখে উপস্থিত করে, অথচ সে আগুনের তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তবে যেন

মালিক তাহাকে নিজের সাথে বসায় এবং নিজের সঙ্গেই খানা খাওয়ায়। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয়, তাহা হইলে অন্তত উহা হইতে এক দুই গ্রাস খানা তাহার হাতে তুলিয়া দেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ মোটকথা, খাদ্যটি প্রস্তুত করিতে যতজন নারী-পুরুষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, উহাতে কম-বেশ সকলের হক বা অধিকার রহিয়াছে, তবে খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয়, তখন সে অনুপাতে তাহাদিগকে কিছু প্রদান করা উচিত।

৩২০০-(৭) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ

لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ — متفق عليه

৩২০৫-(৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ গোলাম যখন নিজের মনিবের মঙ্গল কামনা করে এবং উত্তমরূপে আল্লাহর এবাদত করে, সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে। —মোত্তাঃ

৩২০৬-(৮) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ

بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعْمًا لَهُ — متفق عليه

৩২০৬-(৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সেই গোলামের জন্য কতই না সৌভাগ্যের ব্যাপার, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের মনিবের খেদমত এবং আল্লাহর এবাদত করা অবস্থায় মৃত্যু দান করেন, সে কতই না ভাগ্যবান। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ, প্রকৃত মনিব আল্লাহ এবং দুনিয়াবী মনিব যাহার সে গোলাম, উভয়ের হক যথাযথভাবে আজ্ঞাম দেওয়া অবস্থায় যে গোলাম মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহার জীবন সার্থক।

৩২০৭-(৯) وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ وَ

فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ أَيُّمًا عَبْدٌ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَنْهُ قَالَ أَيُّمًا عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْهِمْ — رواه مسلم

৩২০৭-(৯) হযরত জরীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে দাস পলায়ন করে তাহার নামায কবূল হয় না। তাঁহার আরেক বর্ণনায় আছে, যে দাস পলায়ন করিয়াছে, তাহার উপর হইতে (ইসলামের) দায়িত্ব রহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আরেক রেওয়াযতে আছে, যে দাস নিজের মনিবদের নিকট হইতে পালাইয়া গেল, সে প্রকৃতপক্ষে কুফরী করিল, যে পর্যন্ত না সে তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে। —মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ ‘নামায কবূল হয় না’—অর্থাৎ, বান্দার হক নষ্টকারী আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে পতিত হয়। আর কুফরী শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত নহে, বরং আভিধানিক অর্থে। অর্থাৎ, সে অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান।

৩২০৮-(১০) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ

مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلْدَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ — متفق عليه

৩২০৮—(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আবুল কাসেম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার গোলামকে কুকর্মের অপবাদ দেয়, অথচ সে তাহার আরোপিত অপবাদ হইতে মুক্ত, কিয়ামতের দিন তাহাকে (মনিবকে) চাবুক মারা হইবে। অবশ্য যদি ঘটনা অনুরূপ হয় যেইরূপ সে বলিয়াছে, তখন সে (সাজা হইতে) রেহাই পাইবে। —মোত্তাঃ

৩২০৯—(১১) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার গোলামকে বিনা দোষে শাস্তি দেয় অথবা তাহাকে চপেটাঘাত করে, তবে ইহার কাফফারা হইল সে যেন তাহাকে আযাদ করিয়া দেয়। —মুসলিম

৩২১০—(১২) হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমার একটি গোলামকে প্রহার করিতেছিলাম। এই সময় আমি আমার পিছন হইতে একটি আওয়ায শুনিতে পাইলাম, সাবধান হে আবু মাসউদ! এই নিরীহ গোলামের উপর তুমি যেই পরিমাণ ক্ষমতা রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর ইহা হইতেও অধিক ক্ষমতা রাখেন। আবু মাসউদ বলেন, আমি পিছনে ফিরিতেই দেখিলাম তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে আযাদ। তখন তিনি বলিলেন, যদি তুমি তাহা না করিতে তবে দোষখের আগুন তোমাকে জ্বালাইয়া ফেলিত অথবা বলিয়াছেন, আগুন তোমাকে স্পর্শ করিত। —মুসলিম

৩২১১—(১৩) হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, তাঁহার দাদা বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثاني

৩২১১—(১৩) হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, তাঁহার দাদা বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

আসিয়া বলিল, হুযূর, আমার মাল আছে, আর আমার বাপ আমার মালের প্রতি মোহতাজ। হুযূর বলিলেন, তুমি ও তোমার মাল তোমার বাপের। জানিয়া রাখ—তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খাও।

—আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা : ইহাতে বুঝা গেল যে, সন্তানের ছোটকালের ব্যয়ভার বহন করা যেমন বাপের উপর ওয়াজিব, তেমন মোহতাজ বাপের ব্যয়ভার বহন করাও সন্তানের উপর ওয়াজিব। আর মোহতাজ মায়ের ব্যয়ভার বহন করা আরও জরুরী। কেননা, সন্তানের প্রতি মায়ের দান আরও অধিক, তাঁহার অসহায়তা বেশী।

৩২১২-(১৪) وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلُّ مَنْ مَالٍ يَتِيمِكَ غَيْرِ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَتِّلٍ — رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة

৩২১২—(১৪) সেই আমার ইবনে শোআয়ব তাঁহার বাপ ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, হুযূর, আমি দরিদ্র, আমার কোন মাল-সম্পদ নাই, কিন্তু আমার সম্পদশালী এক ইয়াতীম আছে, (যাহার অভিভাবক আমি।) তিনি বলিলেন, তবে তুমি তোমার ইয়াতীমের মাল হইতে (তোমার পারিশ্রমিক পরিমাণ) খাইতে পার অতিরিক্ত না করিয়া, তাড়াতাড়ি উড়াইয়া না দিয়া ও মূলধন ধ্বংস না করিয়া। —আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা : কোরআনে বলা হইয়াছে, “যদি তোমরা ইয়াতীমদের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পাও, তবে তাহাদের মাল তাহাদের সপর্দ করিয়া দাও এবং তাহাদের বড় হইবার আগে আগে অপব্যয়ের সাথে তাড়াতাড়ি উড়াইয়া দিও না। আর যে অভিভাবক অভাবহীন হয়, সে যেন কিছু গ্রহণ হইতে বাঁচিয়া থাকে। আর যে অভাবী হয়, সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়।” (সূরা নিসা, আয়াত ৬)

৩২১৩-(১৫) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرْصِهِ الصَّلَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ — رواه البيهقي في شعب الایمان وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ

৩২১৩—(১৫) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলিতেন, তোমরা নামাযকে সঠিকভাবে পালন কর এবং যেসমস্ত দাস-দাসী তোমাদের অধীনে আছে তাহাদের হক আদায় কর। —বায়হাকী শোআবুল ঈমানে। আর আহমদ ও আবু দাউদ হাদীসটি হযরত আলী (রাঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

৩২১৪-(১৬) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبِيٌّ الْمَلَكَ — رواه الترمذی وابن ماجة

৩২১৪—(১৬) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : আপন দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী জালাতে প্রবেশ করিবে না।

৩২১৫-(১৭) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكََةِ يُمْنٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُومٌ — رواه ابو داود وَلَمْ أَرَ فِي غَيْرِ الْمَصَابِيحِ مَارَادَ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِثَّةَ السُّوءِ وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ

৩২১৫—(১৭) হযরত রাফে' ইবনে মাকীস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : দাস-দাসীর সাথে সদাচরণ করা কল্যাণ ও বরকতের লক্ষণ। পক্ষান্তরে উহাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। —আবু দাউদ ৬X ft\$&t

গ্রন্থকার বলেন, মাসাবীহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে আরও কিছু বাক্য বর্ধিত আছে, যাহা আমি অন্য কোথাও দেখিতে পাই নাই। বাক্যটি হইল, 'সদকা' মানুষকে অপমৃত্যু হইতে বিরত রাখে এবং নেকী বা পুণ্য হায়াতকে বৃদ্ধি করে।

৩২১৬-(১৮) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَةً فَذَكَرَ اللَّهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ — رواه الترمذی والبيهقى فى شعب الإيمان لِكُنْ عِنْدَهُ فَلْيُمْسِكْ بَدَلْ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ

৩২১৬—(১৮) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : যখন তোমাদের কেহ আপন চাকর-বাকরকে প্রহার করে এবং সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন তোমরা তোমাদের হাত গুটাইয়া লও। —তিরমিযী, এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে, কিন্তু বায়হাকীর বর্ণনায় فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ এর স্থলে فَلْيُمْسِكْ يَدَكَ রহিয়াছে। অর্থাৎ,

তোমার হাতকে নিবৃত্ত রাখ। ৬X ft\$' t

৩২১৭-(১৯) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَارَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ — رواه الترمذی والدارمی

৩২১৭—(১৯) হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মা ও তাহার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহার ও তাহার প্রিয়জনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবেন।

—তিরমিযী ও দারেমী

ব্যাখ্যা : 'বিচ্ছেদ ঘটানো'—যেমন—দাসীকে নিজের কাছে রাখিয়া তাহার শিশু সন্তানটিকে অন্যত্র বিক্রয় বা দান করিয়া ফেলা। অবশ্য সন্তান বালগ হইলে তখন বিচ্ছেদে কোন বাধা নাই।

৩২১৮-(২০) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَحَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ — رواه الترمذی وابن ماجه

৩২১৮—(২০) হযরত আলী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন দুইটি গোলাম দান করিলেন যাহারা পরস্পর ভাই ভাই। পরে আমি উহার একটিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আলী! তোমার গোলামটির কি হইল? (অর্থাৎ, উহাকে দেখিতেছি না কেন?) আমি ঘটনাটি বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, উহাকে ফেরত লও, উহাকে ফেরত লও। —তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ ১৬X f†\$(t

৩২১৯—(২১) وَعَنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَتَنَاهَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ

فَرَّدَ الْبَيْعَ — رواه ابو داود منقطعا

৩২১৯—(২১) হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একবার তিনি একটি দাসী ও উহার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। অর্থাৎ, উভয়ের একটিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। (এতদ্বশ্রবণে) নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইহা নিষেধ করিলেন। অতঃপর আলী উক্ত বিক্রয় প্রত্যাহার করিলেন।—আবু দাউদ। হাদীসটি মুনকাতে' সূত্রে বর্ণিত।

৩২২০—(২২) وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللَّهُ حَقَّهُ

وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رَفَقٌ بِالضَّعِيفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ — رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩২২০—(২২) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন: যাহার মধ্যে এই তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার মৃত্যুকে সহজ করিবেন এবং তাহাকে আপন জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। তাহা হইল, (এক) অসহায়-দুর্বলের সহিত সদ্ব্যবহার, (দুই) পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এবং (তিন) দাস-দাসীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার। —তিরমিযী এবং তিনি বলিয়াছেন, হাদীসটি গরীব। F j^†\$(t

৩২২১—(২৩) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ

فَاتَيْنِي نُهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَقَدَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيَ هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَفِي الْمُجْتَبَى لِلدَّارِقُطْنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ

৩২২১—(২৩) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে একটি গোলাম দান করিলেন এবং বলিলেন, ইহাকে মারধর করিও না। কেননা, কোন নামাযীকে মারধর করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। (অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন) আর আমি এই গোলামটিকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি। —মাসাবীহ। ইহা মাসাবীহের শব্দ এবং দারা-কুতনী তাহার মুজতাবা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, নামাযী ব্যক্তিদিগকে প্রহার করিতে রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

৩২২২-(২৪) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ قَالَ اعْفُوا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً — رواه ابو داود وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

৩২২২—(২৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরম্ভ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা স্বীয় গোলামদের অপরাধ কতবার ক্ষমা করিব? ইহা শুনিয়া তিনি চুপ রহিলেন, লোকটি পুনরায় কথাটি আবৃত্তি করিল। এইবারও তিনি নীরব রহিলেন। যখন সে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি বলিলেন, ‘তোমাদের গোলামদের অপরাধ দৈনিক সত্তরবার মাফ করিয়া দাও।’ —আবু দাউদ, এবং তিরমিযী হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ এখানে ‘সত্তর’ সংখ্যাটি নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয় নাই; বরং ইহার অর্থ হইল, যত বেশী সম্ভব তাহাকে শাস্তি না দিয়া ক্ষমা করিতে থাক। আর হযরত (ছাঃ) প্রথম দুইবার চুপ থাকার কারণ হইল, হয়তো তিনি লোকটির এই প্রশ্নটিকে পছন্দ করেন নাই। অথবা ওহীর অপেক্ষায় ছিলেন।

৩২২৩-(২৫) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَأَنَئِمُكُمْ مِّنْ مَّمْلُوكِكُمْ فَاطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْسُونَ وَمَنْ لَا يَلَأَنُكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ وَلَا تَعْدِبُوا خَلْقَ اللَّهِ — رواه احمد وابو داود

৩২২৩—(২৫) হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ গোলামদের মধ্যে যেইটি তোমাদের মর্জি মোতাবেক কাজকর্ম করে, তাহাকে উহাই খাওয়াও যাহা তোমরা খাও এবং উহাই পরাও যাহা তোমরা পরিধান কর। আর যেই গোলাম তোমার মর্জি মোতাবেক কাজ না করে, তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেল। আল্লাহর মাখলুককে (মারধর করিয়া) কষ্ট দিও না। —আহমদ ও আবু দাউদ

৩২২৪-(২৬) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَاتْرَكُوهَا صَالِحَةً — رواه ابو داود

৩২২৪—(২৬) হযরত সাহল ইবনে হানযালীয়া (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি উটের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যাহার পিঠ উহার পেটের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ, ক্ষুধায় কাতর ছিল।)

ইহা দেখিয়া হযরত (ছাঃ) বলিলেন, এইসমস্ত বাকশক্তিহীন পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। ইহাদের উপর তোমরা এমন অবস্থায় আরোহণ কর, যখন উহা সওয়ারীর

উপযুক্ত হয়। (অর্থাৎ, তাজা-তাগড়া অবস্থায় আরোহণ কর) এবং অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তখন ছাড়িয়া দাও যাবৎ না উহার ক্লান্তি দূরীভূত হয়। —আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

৩২২০-(২৭) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا آلَايَةً أَنْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ مِنْ شَرَابِهِ فَإِذَا فَضَلَ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيمِ وَشَرَابِهِ شَيْءٌ حَبَسَ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يُفْسِدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتِيمِ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ
— رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩২২৫—(২৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ্ তা‘আলার এই বাণী নাযিল হইল, “উত্তম পন্থায় ব্যতীত ইয়াতীমের মালের নিকটেও যাইও না।” (সূরা আনআম, আয়াত ১৫১) এবং এই বাণী, “যাহারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খায় তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পেটে আগুন খায়; শীঘ্রই তাহারা দোযখে পৌঁছিব।” (সূরা নিসা, আয়াত ১০) —তখন যাহার নিকট ইয়াতীম ছিল, সে যাইয়া তাহার খাদ্যকে নিজের খাদ্য হইতে এবং তাহার পানীয়কে নিজের পানীয় হইতে পৃথক করিয়া দিল। যখন ইয়াতীমের কিছু খাদ্য বা পানীয় বাঁচিয়া যাইত, তাহা তাহার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। যাহাতে সে উহা অন্য সময় খাইত অথবা নষ্ট হইয়া যাইত। ইহা তাহাদের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হইয়া পড়িল। অতএব, তাহারা ইহা রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলিল। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এই বাণী নাযিল করিলেন, “তাহারা আপনাকে ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলুন—ইয়াতীমের পক্ষে যাহা ভাল তাহা করাই ভাল; তবে তোমরা যদি তাহাদিগকে তোমাদের সাথে একত্রে রাখিতে চাও (রাখিতে পার,) তাহারা তোমাদের ভাই।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২২০) অতঃপর তাহারা তাহাদের খাদ্যকে নিজেদের খাদ্যের এবং তাহাদের পানীয়কে নিজেদের পানীয়ের সাথে একত্র করিল।

—আবু দাউদ ও নাসায়ী

ব্যাখ্যা : শেষ আয়াতটির মর্ম হইল এই যে, তোমরা পরিবারে তাহাদিগকে একত্রে রাখিতে পার, তবে সর্বদা তাহাদের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, নিজেদের স্বার্থের প্রতি নহে। অভাবী হইলে কেবল পারিশ্রমিক আন্দাজ গ্রহণ করিবে, অতিরিক্ত নহে। মোটকথা, এ দুই হাদীসে ইয়াতীমের মালে অভিভাবকের হক কতখানি তাহা বলা হইয়াছে।

৩২২৬—(২৮) وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ

وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ — رواه ابن ماجه والدارقطني

৩২২৬—(২৮) হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির উপর লানত করিয়াছেন, যে পিতা এবং তাহার সন্তানের মধ্যে এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। —ইবনে মাজাহ ও দারা কুতনী

ব্যাখ্যা: শুধু পিতা-পুত্র ও ভাইদের ব্যাপারে এই লানত নির্দিষ্ট নহে; বরং প্রত্যেক অর্থাৎ, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের বেলায়ও প্রযোজ্য। ইহাই ওলামাদের মত।

৩২২৭—(২৯) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى بِالسَّبْيِ

أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ — رواه ابن ماجه

৩২২৭—(২৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েদী উপস্থিত করা হইত, তখন তিনি এক পরিবারের সকলকে এক ব্যক্তির কাছে প্রদান করিতেন। কেননা, উহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোকে তিনি পছন্দ করিতেন না। —ইবনে মাজাহ

৩২২৮—(৩০) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُتْبِكُمْ بِشِرَارِكُمْ الذِّي

يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ وَيَمْنَعُ رَفْدَهُ — رواه رزين

৩২২৮—(৩০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন: আমি কি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব না, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি কে? (নিশ্চয় বলিব,) সেই ব্যক্তি হইল, যে একাকী খায় এবং আপন দাস-গোলামকে মারধর করে, আর দান-খয়রাত হইতে বিরত থাকে। —রযীন

৩২২৯—(৩১) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئِي الْمَلَكَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى قَالَ نَعَمْ فَأَكْرِمُوهُمْ كَكْرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالُوا فَمَا تَنْفَعُنَا الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ ثُقَاتِلٌ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ — رواه ابن ماجه

৩২২৯—(৩১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন: দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদিগকে এই কথা বলেন নাই যে, অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা আপনার এই উম্মতের মধ্যে দাস-দাসী ও ইয়াতীমের সংখ্যা অধিক হইবে? তিনি বলিলেন: হাঁ, তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা যেইরূপ সদাচরণ করিয়া থাক, উহাদের সাথেও অনুরূপ সদাচরণ কর। নিজেরা যাহা খাইবে উহাদিগকেও তাহা খাওয়াও। সাহাবীগণ

জিজ্ঞাসা করিলেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ্!) দুনিয়াতে কোন্ জিনিস আমাদের বেশী উপকারী? তিনি বলিলেন, এমন ঘোড়া যাহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দুশমনের সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে তুমি বাঁধিয়া রাখিবে, আর এমন গোলাম যে তোমার পক্ষ হইতে যাবতীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়। আর যখন সে (গোলাম) নামায পড়ে, তখন সে তোমার ভাই। —ইবনে মাজাহ্

\6X'f+\$-L



باب بلوغ الصغير وحضانتہ فی الصغر

ছোটদের বাল্যে হওয়া ও ছোটকালে তাহার লালন-পালন

(ক) পুরুষ ছেলেকে বাল্যে বুঝায় স্বপ্নদোষ বা তাহার সহবাস দ্বারা, নারীর গর্ভধারণ অথবা বীর্যপাত দ্বারা। ইহাদের কোনটি না পাওয়া গেলে পনের বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তাহাকে বাল্যে ধরা যাইবে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আমাদের ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ছাহেবের মতও ইহার অনুরূপ, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে তবেই তাহাকে বাল্যে ধরা যাইবে। আর মেয়েদের বাল্যে গত্ত বুঝায় ঋতু, স্বপ্নদোষ ও গর্ভধারণ দ্বারা। ইহাদের কোনটি না পাওয়া গেলে উপরোক্ত চারি ইমামের মতে পুরুষের ন্যায় তাহার বয়স পনের পূর্ণ হইলেই তাহাকে বাল্যে ধরা হইবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে সতর বৎসর হইলে তবেই মেয়েকে বাল্যে ধরা হইবে।

(খ) পুরুষ-ছেলে বার বৎসরে বাল্যে হইতে পারে আর মেয়ে-ছেলে নয় বৎসরে। (কিন্তু স্থান, কাল, ও সংসর্গভেদে ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে বাল্যে সাধারণত দেড়ীতে হয়। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সকালে আবার কুসংসর্গেও সকালে হয়।)

(গ) পুরুষ-ছেলের লালন-পালন অন্যের উপর ন্যস্ত থাকিবে—যাবৎ না সে খাইতে-পরিতে, আবদস্ত করিতে ও অযু করিতে পারে। ফকীহ খাছফা ইহার জন্য সাত বৎসর বয়স নির্ধারণ করিয়াছেন। আর হানাফী মায়হাবের ফতওয়া ইহারই উপর। মেয়ে-ছেলের তত্ত্বাবধান ভার অন্যের উপর থাকিবে তাহার বাল্যে হওয়া পর্যন্ত।

(ঘ) সন্তান পালনের অধিকার প্রথমত মায়ের, কিন্তু মা সন্তানের গায়রে মাহরাম ব্যক্তির নিকট শাদী বসিয়া গেলে তাহার আর এ অধিকার থাকে না। মায়ের পর যথাক্রমে নানী, দাদী, সহোদরা ভগিনী, পেট ভগিনী, সৎ ভগিনী, খালা ও ফুফুর। ইহারা পারিশ্রমিক চাহিলে তাহা বাপের দিতে হইবে। তালাকের পর সন্তান পালনের ভার মা গ্রহণ করিলে মায়ের খোরপোষও বাপের যিম্মায়। কোরআনে রহিয়াছে—

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝ — (البقرة ২২৩)

“বাপের যিম্মায়ই তাহাদের (মায়ের) খাওয়ানো-পরানোর ভার ন্যায়সঙ্গতভাবে।”

(সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩)

(ঙ) দুধ খাওয়ানোর মুদত হইল ইমাম আ'যম আবু হানীফার মতে আড়াই বৎসর। কোরআনে বলা হইয়াছে— وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا “সন্তানের গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো (প্রত্যেকটি) ত্রিশ মাস। তাঁহার মতে এখানে সর্বাধিক গর্ভধারণ মুদত ও সর্বাধিক দুধ ছাড়ানোর মুদতকেই বুঝাইয়াছে। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে এখানে এক সাথে উভয়ের মুদতকেই বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ, গর্ভধারণের ন্যূনতম মুদত ছয় মাস এবং দুধ ছাড়ানোর সর্বাধিক মুদত চব্বিশ মাস। মোটকথা, তাঁহার মতে দুধ খাওয়ানোর মুদত এখানে দুই বৎসরই বুঝাইয়াছে। যেমন, অন্য আয়াতে পরিস্কারভাবে রহিয়াছে—

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۝ — (البقرة ২২৩)

“এবং মায়েরা তাহাদের সন্তানদিগকে দুধ পান করাইবে পূর্ণ দুই বৎসর, যে বাপ দুধ পূর্ণ করাইতে চাহে তাহার জন্য।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ

الفصل الاول

৩২২৩- (১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِي ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَاجَازَنِي فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَذَا فَرْقٌ مَابَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ — متفق عليه

৩২৩০—(১) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ওহুদ যুদ্ধের সময় আমাকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইল—তখন আমি চৌদ্দ বৎসরের ছেলে। তিনি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর খন্দকের যুদ্ধের সময় উপস্থিত করা হইল—তখন আমি পনের বৎসরের ছেলে, এবার তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। (পরবর্তীকালে ঘটনা শুনিয়া) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলিলেন, ইহাই হইল যোদ্ধা এবং বালকের বয়সের সীমা। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যা : এই হাদীস হইতে ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণ বলেন, যে, বালেগ হওয়ার শেষ বয়স পনের বৎসর। এ বয়সে পৌঁছিলেই তাহাকে বালেগ ধরা এবং তাহার নাম যোদ্ধাদের দপ্তরে লিখা ও যুদ্ধ বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৩২২১- (২) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنْ مَنْ آتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ آتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ خَرَجَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْرَةَ تُنَادِي يَاعَمَّ يَاعَمَّ فَتَنَاولَهَا عَلَى فَاخَذَ بِبَيْدِهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلَى وَرَيْدٍ وَ جَعْفَرٌ قَالَ عَلَى أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرُ بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ رَيْدٌ بِنْتُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِّي أَنْتَ مِثِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لَجَعْفَرٍ أَشَبَّهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِرَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا — متفق عليه

৩২৩১—(২) হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির তারিখে নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি শর্তে কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। মুশরিকদের

কেহ নবী করীমের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে ফেরত দিবেন। অপরপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে কেহ মুশরিকদের হাতে পড়িলে তাহারা তাহাকে ফেরত দিবে না। দ্বিতীয় শর্ত হইল, তিনি এই বৎসর চলিয়া যাইবেন এবং আগামী বৎসর আসিয়া ওমরা করিবেন এবং মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিবেন। রাবী বলেন, পরবর্তী বৎসর তিনি যখন মক্কায় গেলেন এবং ঐ মুদত শেষ হইয়া গেল, তিনি যখন বাহির হইতে লাগিলেন, ঐ সময় (শহীদ) হযরত হামযার ছোট মেয়ে তাঁহার অনুসরণ করিল এবং হে চাচা! হে চাচা! বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার হাত ধরিলেন। মোটকথা, তাহার ব্যাপারে হযরত আলী, যায়দ ও জাফর ইবনে আবু তালেবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। আলী বলিলেন, আমিই প্রথম তাহার হাত ধরিয়াছি। আর সে আমার চাচাত বোন। জাফর বলিল, সে আমারও চাচাত বোন। এছাড়া তাহার খালা আমার ঘরে আছে। যায়দ বলিলেন, সে আমার ভাইঝি। কিন্তু নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তাহার খালার জন্য ডিক্রি দিলেন এবং বলিলেনঃ খালা মায়ের ন্যায়। মনস্তৃষ্টির জন্য আলীকে বলিলেন, আমি তোমার—তুমি আমার। জাফরকে বলিলেন, তুমি আমার আকৃতি-প্রকৃতি উভয় পাইয়াছ এবং যায়দ ইবনে হারেসাকে বলিলেন, তুমি আমার (ইসলামী) ভাই ও আমার প্রিয়। —মোত্তাঃ

ব্যাখ্যাঃ হযুর (ছাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ) ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। ইহা তাঁহারই বড় মেয়ে, নাম ওমরা। জাফর হযরত আলীর বড় ভাই। চাচীর বোনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হযুর ওমরার জেঠাতো ভাই। বড় জনকে চাচা বলিয়া সম্বোধন করার নিয়মানুসারেই হযুরকে চাচা বলিলেন। কাহারও মতে হযরত হামযা হযুরের দুধ-ভাইও ছিলেন। যায়দ ও হামযার মধ্যে হযুর ভ্রাতৃত্ব কায়ম করিয়াছিলেন বলিয়াই যায়দ তাহাকে ভাই বলিলেন। হুদাইবিয়া সন্ধির পূর্ণ বিবরণ জিহাদ পর্বে আসিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثاني

۲۲۳۲-(۳) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي — رواه احمد وابو داود

৩২৩২—(৩) হযরত আমর তাঁহার বাপ শোআয়ব হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একটি স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এই ছেলে—আমার পেট ছিল তাহার ভাণ্ড, আমার স্তন ছিল তাহার মোশক এবং আমার কোল ছিল তাহার দোলনা। তাহার পিতা আমাকে তলাক দিয়াছে। আর সে এখন

আমার ছেলে লইয়া আমার সাথে টানাটানি করিতেছে। রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিই তাহার অধিকারী যাবৎ না তুমি অন্য শাদী কর। —আহমদ ও আবু দাউদ

২২২৩-(৪) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ — رواه الترمذی

৩২৩৩—(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছেলেকে তাহার বাপ ও মায়ের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইতে এখতিয়ার দিয়াছিলেন। —তিরমিযী

২২২৪-(৫) وَعَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي وَنَفَعْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنَيْهِمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ — رواه ابو داود والنسائي والدارمي

৩২৩৪—(৫) সেই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, আমার স্বামী আমার ছেলে লইয়া যাইতে চাহে, ছেলে আমাকে পানি আনিয়া দেয় এবং আমার কিছু উপকার করে। নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেকে বলিলেন, এইটি তোমার বাপ আর এইটি তোমার মা—যাহার ইচ্ছা তুমি তাহার হাত ধর। ছেলে তাহার মায়ের হাত ধরিল। অতএব, সে তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। —আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী

ব্যাখ্যাঃ এ দুই হাদীস হইতে বুঝা গেল যে, এইরূপ স্থলে এখতিয়ার দিতে হইবে। ইমাম শাফেয়ীর মায়হাব ইহাই। পক্ষান্তরে ইমাম আ'যমের মায়হাব হইল, ছেলে যতদিন অন্যের নির্ভরশীল থাকিবে ততদিন মায়ের কাছেই থাকিবে। এইখানে ছেলে কিছু বড় হইয়াছিল এবং তাহার কিছু বুদ্ধি ও জ্ঞান হইয়াছিল বিধায়ই তাহাকে এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। (মনে হয়, ছেলেটি সাত বৎসর হইতে বালগ হওয়া পর্যন্ত বয়সের মধ্যবর্তী ছিল।) আর কাহারও মতে সে বালগ হইয়াছিল। বালগ ছেলে কাহার সাথে বসবাস করিবে ইহা তাহার এখতিয়ার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

الفصل الثالث

২২২৫-(৬) عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَمَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلَى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَادَّعَاهُ فَرَطْنَتْ لَهُ تَقُولُ يَا أَبَاهُ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ رَطْنٌ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُحَاقِنِي فِي ابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا إِنِّي كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَتْهُ

امْرَأَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعْنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عُنْبَةَ وَعِنْدَ النِّسَائِيِّ مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شَبْتٌ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ — رواه ابو داود والنسائي لَكِنَّهُ ذَكَرَ الْمُسْنَدُ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ

৩২৩৫—(৬) তাবেয়ী হেলাল ইবনে উসামা কোন এক মদীনাবাসীর ক্রীতদাস তাবেয়ী আবু মাইমুনা সুলায়মান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন. একদা আমি হযরত আবু হুরায়রা সাথে বসিয়া আছি। এমন সময় তাহার নিকট একজন পারসিক স্ত্রীলোক আসিল, যাহার নিকট তাহার একটি ছেলে ছিল এবং তাহাকে তাহার স্বামী তলাক দিয়াছিল। অতঃপর উভয়ে ছেলেটির দাবী করিল। স্ত্রীলোকটি পারসী ভাষায় বলিল, হে আবু হুরায়রা! আমার স্বামী আমার ছেলেটি লইয়া যাইতে চাহে। আবু হুরায়রা পারসী ভাষায় তাহাকে বলিলেন, তোমরা তাহার ব্যাপারে লটারি দাও। অতঃপর স্বামী আসিয়া বলিল, কে আমার ছেলে লইয়া আমার সাথে টানাটানি করিতে পারে? তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হে খোদা! তুমি জান, আমি ইহা এই জন্য বলিতেছি যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসিয়া ছিলাম, এমন সময় এক স্ত্রীলোক আসিয়া রাসূলুল্লাহকে বলিল, আমার স্বামী আমার ছেলে লইয়া যাইতে চাহে। অথচ ছেলে আমার কাজে আসে, আমাকে আবু ইনাবা কূপের পানি আনিয়া খাওয়ায়। নাসায়ীর বর্ণনায়—মিঠা পানি খাওয়ায়। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমরা তাহার ব্যাপারে লটারি দাও। ইহা শুনিয়া তাহার স্বামী বলিল, কে আমার সন্তান লইয়া টানাটানি করিতে পারে? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে বলিলেন, এই তোমার বাপ, এই তোমার মা, যাহার ইচ্ছা তুমি তাহার হাত ধর। ছেলে তাহার মায়ের হাত ধরিল। —আবু দাউদ, নাসায়ী শুধু হযুরের কথাটি। দারেমী হেলাল ইবনে উসামা হইতে।

ব্যাখ্যাঃ স্বামী লটারি না দেওয়ায় হযুর (ছাঃ) নিজেই এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ‘ছেলেটি কূপের পানি আনিয়া খাওয়ায়’—উহাতে বুঝা গেল যে, ছেলেটি বড় হইয়াছিল।